রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স অন মানি লন্ডারিং এন্ড টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং
প্রিভেনশন ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
Sonali Bank Limited
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স অন মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং

প্রিভেনশন ডিভিশন

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সেপ্টেম্বর, ২০২০

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মুখবন্ধ	০৭
	প্রথম অধ্যায়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন	০৮-১৮
১.১	মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ধারণা	০৮
১.২	মানিলন্ডারিং এর সংজ্ঞা	০৮
১.৩	সম্পৃক্ত অপরাধসমূহ	০৯
১.৪	মানিলন্ডারিং এর ঝুঁকি	১০
১.৫	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে পরিপালন নীতিমালার উদ্দেশ্য	১১
১.৬	মানিলন্ডারিং করার কৌশল	১১
১.৭	যে সকল ব্যবসার আড়ালে মানিলন্ডারিং সংঘটিত হয়	১২
১.৮	মানিলন্ডাররা অন্যান্য যে সকল ব্যবসার আড়ালে মানিলন্ডারিং করে থাকে	১২
১.৯	মানিলন্ডারিং সম্পর্কে সতর্ক সঙ্কেত (Red Flags)	১৩
১.১০	বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং এর কৌশলসমূহ	১৩
১.১১	মানিলন্ডারিং কেন করা হয়	১৪
১.১২	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের গুরুত্ব	১৪
১.১৩	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা কেন আবশ্যক	১৫
১.১৪	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহ	১৫
১.১৫	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে দেশীয় পদক্ষেপ	১৮
	দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ML-TF ঝুঁকি	১৯-২১
২.১	ML-TF ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার বাধ্যবাধকতা	১৯
২.২	ঝুঁকি নিরূপণ	১৯
২.৩	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও হ্রাসকরণ	১৯
২.৪	ঝুঁকির সংজ্ঞা	১৯
২.৫	ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের উপায়সমূহ	১৯
২.৬	ঝুঁকি মূল্যায়নের উদ্দেশ্য	২০
২.৭	রিস্ক বেইজড এপ্রোচ	২০
২.৮	ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ	২০
২.৯	যে সকল ঝুঁকি মোকাবেলা করা প্রয়োজন	২১
	তৃতীয় অধ্যায়ঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওয়ার্ক	২২-২৯
৩.১	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা	২২
৩.২	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওয়ার্ক	২২
৩.৩	ব্যবসায়িক ঝুঁকি	২৩
৩.৪	রেগুলেটরি ঝুঁকি	২৯
	চতুর্থ অধ্যায়ঃ ঝুঁকি মূল্যায়ন	৩০-৩৩
৪.১	ঝুঁকি মূল্যায়ন	৩০

৪.২	রিস্ক স্কোর গণনা	৩০
৪.৩	রিস্ক মেট্রিক্স এবং রিস্ক স্কোর	৩১
৪.৪	রিস্ক রেজিস্টার	৩৩
	পঞ্চম অধ্যায়ঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৩৪-৪০
৫.১	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপাদান	৩৪
৫.২	সুনির্দিষ্ট উচ্চ ঝুঁকির (Specific High Risk) উপাদান এবং প্রয়োজনীয় CDD/EDD এর পরামর্শ	৩৪
৫.৩	সাধারণ উচ্চ ঝুঁকির (General High Risk) পরিস্থিতি/উপাদান	৩৫
৫.৪	সাধারণ নিম্ন ঝুঁকির (General Low Risk) পরিস্থিতি/উপাদান	৩৭
৫.৫	অধিক পদক্ষেপ প্রয়োজন এমন পরিস্থিতি	৩৮
৫.৬	প্রোডাক্টস ও সার্ভিসেস	৩৮
৫.৭	কিছু নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট ও সার্ভিসের ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল	৩৯
৫.৮	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল	৪০
	ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ AML/CFT পরিপালন কাঠামো	৪১-৪৮
৬.১	মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার ঘোষণা	৪১
৬.২	AML/CFT বিষয়ক কাঠামো	৪১
৬.৩	কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (Central Compliance Committee-CCC) গঠন	৪২
৬.৪	কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির (CCC) দায়িত্ব	৪৩
৬.৫	CAMLCO মনোনয়ন ও তাঁর দায়িত্ব	৪৩
৬.৬	মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশনের দায়িত্বর	৪৪
৬.৭	জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, প্রিন্সিপাল অফিস ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়-দায়িত্ব	৪৫
৬.৮	BAMLCO মনোনয়ন এবং BAMLCO এর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৬
৬.৯	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৭
৬.১০	AML-CFT বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের দায়-দায়িত্ব	৪৮
	সপ্তম অধ্যায়ঃ নীতি ও পদ্ধতি	৪৯-৬৯
৭.১	গ্রাহকের সংজ্ঞা	৪৯
৭.২	গ্রাহক স্বীকৃতির নীতিমালা	৪৯
৭.৩	গ্রাহক পরিচিতি (Know Your Customer)	৫১
৭.৪	গ্রাহকের হিসাব ও গ্রাহক সম্পর্কে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান/বিশ্লেষণ (Risk Based Monitoring)	৫৫
৭.৫	গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Customer Due Diligence-CDD)	৫৬
৭.৬	গ্রাহক সম্পর্কিত সহজতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Simplified CDD)	৫৭

৭.৭	গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence-EDD)	৫৭
৭.৮	KYC এবং KYC এর নীতি ও পদ্ধতি	৫৮
৭.৯	সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহকের (Non face to face customer) ক্ষেত্রে করণীয়	৬১
৭.১০	পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সনস (Politically Exposed Persons-PEPs)	৬২
৭.১১	করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Correspondent Banking) এর ক্ষেত্রে করণীয়	৬৩
৭.১২	এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর ক্ষেত্রে করণীয়	৬৪
৭.১৩	অয়্যার ট্রান্সফার (Wire Transfer)	৬৫
৭.১৪	অর্ডারিং, ইন্টারমিডিয়ারী ও বেনিফিশিয়ারী ব্যাংকের করণীয়	৬৭
৭.১৫	বিদেশে অবস্থিত ব্যাংক শাখা ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে করণীয়	৬৮
৭.১৬	CDD সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা	৬৮
৭.১৭	CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখার করণীয়	৬৯
	অষ্টম অধ্যায়ঃ লেনদেন মনিটরিং	৭০-৮৩
৮.১	লেনদেন মনিটরিং	৭০
৮.২	লেনদেনের অনুমিত মাত্রা Transaction Profile (TP)	৭১
৮.২.১	লেনদেনের অনুমিত মাত্রা ফরম	৭২
৮.৩	নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR)	৭৩
৮.৪	সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR)	৭৫
৮.৪.১	সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট কেন গুরুত্বপূর্ণ	৭৬
৮.৪.২	সন্দেহজনক লেনদেন/হিসাব/কার্যক্রম চিহ্নিত করার উপায়সমূহ	৭৭
৮.৪.৩	STR/SAR করণের পদ্ধতি ও পদক্ষেপ	৭৮
৮.৪.৪	STR/SAR দাখিলের পর করণীয়	৭৯
৮.৪.৫	STR ফরম	৮০
	নবম অধ্যায়ঃ নিজস্ব মূল্যায়ন (Self Assessment) ও ITP	৮৪-৮৬
৯.১	নিজস্ব মূল্যায়ন (Self Assessment) এবং Independent Testing Procedures	৮৪
৯.২	শাখাসমূহের করণীয়	৮৪
৯.৩	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগের করণীয়	৮৪
৯.৪	কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির করণীয়	৮৫
	দশম অধ্যায়ঃ বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (TBML)	৮৭-৯০
১০.১	বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (Trade Based Money Laundering- TBML)	৮৭
১০.২	বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (TBML)-এ ব্যবহৃত প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস	৮৭

১০.৩	বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত পক্ষসমূহ	৮৭
১০.৪	TBML-এ ব্যবহৃত কৌশলসমূহ	৮৮
১০.৫	বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (TBML)-এর উদাহরণ ও রেড ফ্ল্যাগস	৮৯
১০.৬	বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (TBML) নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ	৯০
	একাদশ অধ্যায়ঃ মানব সম্পদ, প্রশিক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ	৯১-৯৪
১১.১	নিয়োগ	৯১
১১.২	মানব সম্পদ নীতিমালা (HR Policy)	৯১
১১.৩	AML – CFT বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৯২
১১.৪	গ্রাহক শিক্ষণ ও সচেতনতা	৯২
১১.৫	রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ	৯৩
	দ্বাদশ অধ্যায়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন	৯৫-১০৮
১২.১	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে কী জানা দরকার	৯৫
১২.২.	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব	৯৫
১২.৩	মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দন্ড	৯৬
১২.৪	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ বর্ণিত অন্যান্য দন্ডসমূহ	৯৭
১২.৫	মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	৯৮
১২.৬	সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন	১০০
১২.৭	সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ	১০০
১২.৮	সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ অনুসারে সন্ত্রাসী কার্য ও দন্ড	১০১
১২.৯	সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ ও দন্ড	১০৩
১২.১০	অপরাধ সংঘটনে সাহায্য ও সহায়তার (aid and abetment) শাস্তি	১০৪
১২.১১	সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে করণীয়	১০৪
১২.১২	বাংলাদেশ ব্যাংক এর ক্ষমতা	১০৫
১২.১৩	রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়িত্ব	১০৭
	ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ পরিপালন নীতিমালা	১০৯-
১৩.১	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে পরিচালনা পর্ষদের করণীয়	১০৯
১৩.২	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টরের করণীয়	১০৯
১৩.৩	পরিপালনের নীতিমালা	১১০
১৩.৪	উপসংহার	১১১
	পরিশিষ্ট-ক ঃ গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form)	১১২-১২১
	পরিশিষ্ট-খ ঃ AML-CFT QUESTIONNAIRE FOR CORRESPONDENT RELATIONSHIP	১২২-১২৪
	পরিশিষ্ট-গ ঃ শাখা কর্তৃক Self Assessment পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয়	১২৫-১২৯

	পরিশিষ্ট-ঘ ঃ Independent Testing Procedures	১৩০-১৩৫
	পরিশিষ্ট-ঙ ঃ **RISK REGISTER**	১৩৬-১৫২
	i. ML & TF Risk Register for Customers	১৩৬-১৪১
	ii. Risk Register for Products & Services of SBL	১৪২-১৪৫
	iii. Risk Register for Business Practices/Delivery Methods or Channels	১৪৬-১৪৭
	iv. Risk Register for Country/Jurisdiction	১৪৮-১৪৯
	v. Register for Regulatory Risk	১৫০-১৫২
	পরিশিষ্ট-চ ঃ **KYC Documentation**	১৫৩-১৫৯
	পরিশিষ্ট-ছ ঃ **Red Flags Pointing to Money Laundering**	১৬০-১৬২

মুখবন্ধ

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল ব্যাংকিং ব্যবস্থা অপরিহার্য। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে আর্থিক সন্ত্রাসের মাত্রার ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে প্রতিটি দেশে ব্যাংকিং চ্যানেলকে ব্যবহার করে অবৈধ অর্থের লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রমে। অর্থাৎ, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা তথা দেশের স্থিতিশীলতার প্রতি একটি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি হতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যাংকিং কার্যক্রমকে মুক্ত রাখতে ব্যাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক ইস্যুকৃত গাইডলাইন্স এবং সর্বশেষ ১৬/০৬/২০২০ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৬ এ বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে ২০১৬ সালে প্রণীত 'Risk Based Policy & Guidance on AML-CFT` শীর্ষক ইংরেজি গাইডলাইন্সটি সর্বশেষ আইন ও বিধিমালা, নীতি ও পদ্ধতি, আন্তর্জাতিকভাবে অনুশীলিত টুলস ও টেকনিকস ইত্যাদি সন্নিবেশপূর্বক ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির (CCC) তত্ত্বাবধানে হালনাগাদ ও প্রয়োগ উপযোগী করা হয়েছে। আলোচ্যসূচীর বিবেচনায় গাইডলাইন্সটির নাম পরিবর্তন করতঃ `**Risk Assessment and Management Guidelines on Money Laundering and Terrorist Financing**` শিরোনামে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নেয়া হয়েছে। এক্ষণে, পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনাক্রমে গাইডলাইন্সটি সকলের নিকট আরো বোধগম্য করার নিমিত্ত বাংলায় অনুবাদ করতঃ **'রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স অন মানি লন্ডারিং এন্ড টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং'** শিরোনামে প্রকাশ করা হল।

আমি জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের প্রাথমিক ধারণা, ML-TF প্রতিরোধে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ, ML-TF ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গাইডলাইন্সটির শুরুতে আলোকপাত করা হয়েছে। ML-TF ঝুঁকি, যা আমাদের শাখাসমূহ তাদের দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার সময় মুখোমুখি হয় তা চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও হ্রাসকরণের মৌলিক ধারণাও এতে বর্ণিত হয়েছে।

সাধারণত আমাদের গ্রাহক, প্রোডাক্টস ও সার্ভিসেস, বিজনেস প্র্যাকটিস বা ডেলিভারি মেথডস এবং জুরিসডিকশন বা ভৌগলিক অঞ্চল হতে উদ্ভূত বিজনেস রিস্ক এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন না করতে পারার কারণে উদ্ভূত রেগুলেটরি রিস্ক হতে ML-TF ঝুঁকি উদ্ভব হয়ে থাকে। ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে কিংবা চিহ্নিত ঝুঁকি ঘটার সম্ভাবনা (likelihood) এবং সংগঠিত ঝুঁকির ফলাফলের (impact) সংমিশ্রণে কিভাবে রিস্ক স্কোর হিসাবায়ন করা হবে তা গাইডলাইন্সে বর্ণিত হয়েছে এবং ঝুঁকির মাত্রা অনুসারে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ গাইডলাইন্সে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বর্তমান নীতি ও পদ্ধতির পাশাপাশি চর্চা, ব্যাংকের পরিপালন কাঠামো, গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা, গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, লেনদেন মনিটরিং, রিপোর্টিং, প্রশিক্ষণ, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (TBML) ব্যাংকার, নিয়ন্ত্রক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সর্বোপরি দেশের জন্য একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি অধ্যায়ে TBML এর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যাংককে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি হতে রক্ষা করার জন্য প্রথমেই আমাদের সকলকে গাইডলাইন্সে প্রদত্ত নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুধাবন এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরে এ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ/বাস্তবায়ন করা হলে এ ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার সকল ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য ML-TF ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হবে। অধিকন্তু, এ গাইডলাইন্সটি দেশি-বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যাদের সাথে আমাদের করেসপনডেন্ট ব্যাংকিং রিলেশনশিপ রয়েছে, তাদেরকে আমাদের AML-CFT সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি বুঝতে এবং সর্বোপরি আমাদের কর্পোরেট প্রতিশ্রুতি জানতে সহায়তা করবে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় এ গাইডলাইন্সে বর্ণিত নীতিনির্ধারণী দিকনির্দেশনা ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণে আমি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি। গাইডলাইন্সটি প্রণয়নে যারা সহযোগিতা ও নিরলস শ্রম দিয়েছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ আতাউর রহমান প্রধান)
সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর

প্রথম অধ্যায় ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন

১.১ মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ধারণা ঃ

মানিলন্ডারিং হচ্ছে অবৈধ অর্থ বা সম্পদকে বৈধ করার একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় (হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তর) অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের অবৈধ উৎস গোপন করার মাধ্যমে উক্ত অর্থকে বৈধ করা বা বৈধ করার চেষ্টা করা হয় তাকে মানিলন্ডারিং বলে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের বৈধ রূপ দেয়ার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা যেমন মানিলন্ডারিং, তেমনি বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ অবৈধ কার্যে ব্যয়, বিদেশে পাচার, কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে উক্ত অর্থ গোপন/লুকানো বা লুকানোর চেষ্টা করাও মানিলন্ডারিং। মানিলন্ডারিং হলো অবৈধ অর্থের বৈধকরণের প্রক্রিয়া এবং বৈধ অর্থের অবৈধ ব্যবহার ও পাচার।

ইউএস কাস্টমস সার্ভিসেস এর মতে, "মানিলন্ডারিং হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে আহরিত অর্থের প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, চলাচল বা মালিকানা গোপন বা ছদ্মাবরণ করার উদ্দেশ্যে ঐ অর্থ স্থানান্তর, হস্তান্তর, রূপান্তর বা বৈধ অর্থের সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়। মানিলন্ডারিং প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে অবৈধ কর্মকান্ড থেকে আহরিত বা সম্পৃক্ত অর্থ বৈধ হিসেবে প্রতিপন্ন করা।"

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতে, "মানিলন্ডারিং হচ্ছে গুরুতর অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে আহরিত সম্পদের রূপান্তর বা হস্তান্তর ; যার উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত সম্পদের অবৈধ উৎস গোপন বা আচ্ছাদিত করা অথবা উক্ত অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে সহায়তা করা, যাতে তাকে আইনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং উক্ত অবৈধ সম্পদের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, চলাচল, অধিকার বা মালিকানা গোপন করা যায়।"

Jeffrey Robinson তাঁর বিখ্যাত বই "The Laundrymen" এ মানিলন্ডারিং সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, "অবৈধ বা কালো টাকা একটি লেনদেন চক্রের মাধ্যমে বৈধ বা সাদা টাকায় রূপান্তরকরণই মানিলন্ডারিং।" অন্য কথায়, "অবৈধভাবে আহরিত অর্থের উৎস একটি ধারাবাহিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে ঢেকে দেয়া বা দুর্বোধ্য করে তোলা হয়, যাতে করে পরবর্তী সময়ে ঐ অর্থকে বৈধ আয় হিসেবে পুনরাবির্ভাব ঘটানো যায় এবং দেশের অর্থনীতিতে পুনঃব্যবহার করা যায়।"

১.২ মানিলন্ডারিং এর সংজ্ঞা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন ২০১৫) এর ২(ফ) ধারা অনুযায়ী "মানিলন্ডারিং" অর্থ—

(অ) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর ঃ
  (১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা
  (২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর , বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোনো আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কোনো বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

(ঊ) সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা;

(ঋ) এইরূপ কোনো কার্য করা যাহার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

(এ) উপরে বর্ণিত যে কোনো অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা।

১.৩ সম্পৃক্ত অপরাধসমূহ ঃ

"সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate offence)" অর্থ নিম্নে উল্লিখিত অপরাধ, যাহা দেশে বা দেশের বাহিরে সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত কোনো অর্থ বা সম্পদ লন্ডারিং করা বা করিবার চেষ্টা করা, যথা ঃ

(১) দুর্নীতি ও ঘুষ;
(২) মুদ্রা জালকরণ;
(৩) দলিল দস্তাবেজ জালকরণ;
(৪) চাঁদাবাজি;
(৫) প্রতারণা;
(৬) জালিয়াতি;
(৭) অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা;
(৮) অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা;
(৯) চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা;
(১০) অপহরণ, অবৈধভাবে আটকাইয়া রাখা ও পণবন্দী করা;
(১১) খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি;
(১২) নারী ও শিশু পাচার;
(১৩) চোরাকারবার;
(১৪) দেশী ও বিদেশী মুদ্রা পাচার;
(১৫) চুরি বা ডাকাতি বা দস্যুতা বা জলদস্যুতা বা বিমান দস্যুতা;
(১৬) মানব পাচার বা কোনো ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোনো অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করা বা করিবার চেষ্টা ;
(১৭) যৌতুক;
(১৮) চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ;
(১৯) কর সংক্রান্ত অপরাধ;
(২০) মেধাস্বত্ব লংঘন;
(২১) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান;
(২২) ভেজাল বা স্বত্ব লংঘন করে পণ্য উৎপাদন;
(২৩) পরিবেশগত অপরাধ;
(২৪) যৌন নিপীড়ন (Sexual Exploitation);

(২৫) পুঁজি বাজার সম্পর্কিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাহার কাজে লাগাইয়া শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে বাজার সুবিধা গ্রহণ ও ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার লক্ষ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation);

(২৬) সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organised Crime) বা সংঘবদ্ধ অপরাধী দলে অংশগ্রহণ;

(২৭) ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়; এবং

(২৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত অন্য যে কোনো সম্পৃক্ত অপরাধ।

১.৪ মানিলন্ডারিং এর ঝুঁকি ঃ

যেহেতু বিশ্বব্যাপী মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে অঙ্গীকারাবদ্ধ, তাই এক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল থাকা একান্ত আবশ্যক। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে অপর্যাপ্ত পদক্ষেপ ব্যাংকের জন্য নানাবিধ ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে। এ সকল ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. **সুনাম সম্পর্কিত ঝুঁকি ঃ** ব্যাংক সম্পর্কে জনগণের বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। আমানতকারীর আস্থা হারানোর ঝুঁকি রয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যাংকিং সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২. **পরিচালনগত ঝুঁকি ঃ** ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণহীনতা ও জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে, ব্যাংক অদক্ষতার দায়ে দায়ীসহ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

৩. **আইনগত ঝুঁকি ঃ** ব্যাংক আইনী সমস্যায় নিপতিত হতে পারে। এই সাথে রেগুলেটরী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন বাধা-নিষেধে ব্যাংক আবদ্ধ হতে পারে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকান্ড বিশ্লেষণপূর্বক মানিলন্ডারিংকে অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন ২০১৫) এর বিধানাবলী পরিচালনে/ পরিপালনে ব্যাংকের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া, বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সময়ে সময়ে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে, যে গুলোর যথাযথ অনুসরণ, পরিচালন/পরিপালন অত্যাবশ্যক।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ গাইডবইটি প্রণয়ন করা হলো। তবে, এ নীতিমালা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন, ২০১৫ সহ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধন, ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এর কোনো ধরনের আইনগত ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

১.৫ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে পরিপালন নীতিমালার উদ্দেশ্য ঃ

১. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন ২০১৫ সহ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধন ২০১২ ও ২০১৩ সহ) সম্পর্কে অবগত করা।
২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন এর ধারণা, সংজ্ঞা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এদের প্রভাব, এগুলো প্রতিরোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা।
৩. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন ২০১৫) ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধন ২০১২ ও ২০১৩) এর বিধানাবলী বাস্তবায়নে ব্যাংকের দিকনির্দেশনা তুলে ধরা।
৪. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন ২০১৫ সহ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধন ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিত করা।
৫. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের করণীয় ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।
৬. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, নীতি ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।
৭. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের নির্দেশনা পরিপালনে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা।
৮. গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতিমূলক তথ্যাদি গ্রহণ নিশ্চিত করা।
৯. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সন্দেহজনক সম্ভাব্য নির্দেশকসমূহ সম্পর্কে অবগত করা।
১০. সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে দিকনির্দেশনা প্রদান করা।
১১. নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR), সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) প্রস্তুতকরণে দক্ষতা অর্জন করা।
১২. সন্দেহজনক লেনদেনের তদন্ত প্রক্রিয়ায় কার্যকর "নিরীক্ষা পথরেখা' (audit trail) বা সাক্ষ্য প্রমাণ গঠনে দিকনির্দেশনা প্রদান করা।
১৩. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা এবং ব্যাংকারদের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করা।
১৪. ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন এর বিরুদ্ধে কার্যকর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।
১৫. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কর্মকান্ড পরিচালনায় কার্যকর সহায়তা প্রদান করা।
১৬. ব্যাংকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যকর একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পদ্ধতি গড়ে তোলা।

১.৬ মানিলন্ডারিং করার কৌশল ঃ

মানিলন্ডারিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো কৌশল নেই তবে লন্ডারারগণ সাধারণত তিনটি পর্যায় বা স্তরে তা সম্পাদন করে থাকে।

১. Placement : অবৈধভাবে আহরিত অর্থ প্রাথমিকভাবে ব্যাংকে কিংবা অন্য কোন অর্থব্যবস্থায় প্রবেশ করে তখন তাকে Placement বলা হয়। উদাহরণ- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঘুষ বা কোন

সম্পৃক্ত অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ যখন কোনো একটি ব্যাংক হিসাবে জমা হয় তখন এর Placement ঘটে।

২. Layering : গচ্ছিত অবৈধ অর্থকে বৈধ অর্থের সাথে মিশ্রণ করে নির্দিষ্ট সময়ান্তে ব্যাংকের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে জটিল লেনদেন বা হাত পরিবর্তন বা স্থানান্তর করে মূল অবৈধ অর্থ বা সম্পদের উৎসকে আড়ালকরণ। উদাহরণ– অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার, একটি ব্যাংক হিসাব হতে বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন নামে অর্থের স্থানান্তর বা জমা।

৩. Integration : উক্ত অবৈধ অর্থ বা সম্পদকে আইন সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা। Layering পদ্ধতি সফল হলে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে উক্ত অবৈধ অর্থ দেশের অর্থনৈতিক স্রোতধারায় এমনভাবে ফেরত আসে যা বৈধভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত আর্থিক ব্যবস্থাপনায় লেনদেন হয়। উদাহরণ– অবৈধ অর্থে ক্রয়কৃত সম্পত্তির বিক্রয়, গাড়ি, বীমা পলিসি ঘন ঘন বাতিল করা, মানিলন্ডারিংকৃত অর্থে গার্মেন্টস কারখানা গড়ে তুলে সেখানে কর্মসংস্থান তৈরী করা ইত্যাদি।

১.৭ যে সকল ব্যবসার আড়ালে মানিলন্ডারিং সংঘটিত হয় ঃ

মানিলন্ডাররা তাদের অবৈধ অর্থ আহরণের উৎস অজ্ঞাত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবসায় নিজেদের নিয়োজিত রাখে। মানি লন্ডারদের নিকট আকর্ষণীয় ব্যবসার তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ। এ ধরনের কতিপয় ব্যবসার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

১. **শেল কর্পোরেশন (Shell Corporation) ঃ** এ সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিকরা বেনামে মানিলন্ডারিং এর সাথে জড়িত থাকে।

২. **অফসোর ব্যাংকিং ঃ** অফসোর ব্যাংকিং এর সুযোগ গ্রহণ করে অবৈধ অর্থ বৈধ করে ও কর ফাঁকি দেয় এবং সরকারের বিধি–বিধান ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে।

৩. **আমদানি–রপ্তানি ব্যবসা ঃ** আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আহরণ, রাজস্ব ফাঁকি, বিদেশে মুদ্রা পাচার ইত্যাদি আমদানি–রপ্তানি ব্যবসার আড়ালে সম্পাদন করা হয়। এছাড়া, ছোট আকারের প্রতিষ্ঠান যাদের বিভিন্ন ধরনের ট্রেডিং ব্যবসা আমদানি–রপ্তানির মাধ্যমে সংঘটিত হয় এবং ব্যাপকভাবে বড় আকারের নগদ অর্থে লেনদেন পরিচালিত হয়।

৪. **ক্যাশ ইনটেনসিভ ব্যবসা ঃ** যে সকল ব্যবসায় নগদ অর্থের প্রবাহ বেশী, ঐ সকল ব্যবসা মানিলন্ডারদের নিকট খুবই আকর্ষণীয়। এ সকল ব্যবসার মধ্যে রয়েছে– রেস্তোরা, ভিডিও শপ, গাড়ি, গ্যারেজ, নির্মাণ শিল্পের উপকরণ, বিভিন্ন পণ্যের দোকান, কনস্ট্রাকশন ফার্ম, চামড়াজাত পণ্যের দোকান ইত্যাদি।

১.৮ মানিলন্ডাররা অন্যান্য যে সকল ব্যবসার আড়ালে মানিলন্ডারিং করে থাকে ঃ

১. কারেন্সি এক্সচেঞ্জ হাউজ;
২. ক্যাসিনো / কার্ড ক্লাব;
৩. ট্রাভেল এজেন্সি;
৪. ব্রোকার ডিলার;
৫. কনজুমার ইলেকট্রনিক্স এর পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা (বিশেষতঃ শুল্কমুক্ত এলাকায়);
৬. মোটর গাড়ি, জাহাজ, প্লেন ব্যবসা;
৭. রিয়েল এস্টেট এজেন্সি;
৮. আর্ট ও এন্টিক ব্যবসা ইত্যাদি।

১.৯ মানিলন্ডারিং সম্পর্কে সতর্ক সঙ্কেত (Red Flags) ঃ

১. হিসাবে সামান্য স্থিতি থাকে, অথচ বড় অঙ্কের লেনদেন সংঘটিত হচ্ছে।
২. বেনামে এক বা একাধিক ব্যাংক হিসাব পরিচালনার চেষ্টা এবং বিভিন্ন হিসাব হতে একটি হিসাবে সকল টাকা জমা করতঃ অন্যত্র স্থানান্তর করা।
৩. যে সকল হিসাবে লেনদেন সংঘটিত হয় সে সকল হিসাবে সাধারণত চেক বা ড্রাফটের মাধ্যমে আকস্মিকভাবে মোটা অঙ্কের নগদ জমা হওয়া।
৪. হিসাবে মোটা অঙ্কের জমা হওয়ার পর আকস্মিকভাবে অর্থ নগদে বা অনলাইনে উত্তোলন / ডিডি বা টিটি বা অনলাইনে একই ব্যাংকের অন্য শাখায় বা অন্য ব্যাংকে স্থানান্তর ।
৫. বহুসংখ্যক ছোট ছোট অঙ্কের জমা স্লিপের মাধ্যমে হিসাবে ক্যাশ জমা দেয়া, যা বড় অঙ্কের সমষ্টিতে পরিণত হয়।
৬. একাধিক ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা এবং বিভিন্ন হিসাব হতে একটি হিসাবে সকল টাকা জমাকরতঃ অন্যত্র স্থানান্তর করা।
৭. সুপ্ত / নিষ্ক্রিয় হিসাবে বৈদেশিক রেমিট্যান্স বা নগদ অর্থ জমাকরতঃ অর্থ উত্তোলন করা।
৮. এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে ঘন ঘন অর্থ হস্তান্তর বা স্থানান্তর ।
৯. হিসাবে লেনদেনের প্যাটার্ন পরিবর্তিত হওয়া।
১০. লেনদেন মাসুলকে আমলে না নেয়া।
১১. প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি বা গড়িমসি করা।
১২. অর্থের প্রকৃত মালিক ও উৎস গোপন করা।
১৩. লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়টি গোপনকরণ, উহ্য রাখা, ছদ্মাবরণ তৈরী বা এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস।
১৪. লেনদেনের উল্লিখিত তথ্য তার ব্যবসার পরিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১.১০ বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং এর কৌশলসমূহ ঃ

বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বা সম্পদের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে ব্যবসা ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (Trade Based Money Laundering) করার বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি/রপ্তানি পণ্যের প্রকৃতি, মূল্য, পরিমাণ অথবা গুণাগুণ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য/বর্ণনা বা কাগজপত্র উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ

১. আমদানির ক্ষেত্রে চালানে বর্ণিত পণ্য/সেবার অতিমূল্য (Over invoicing) এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে চালানে বর্ণিত পণ্য/সেবার কমমূল্য (Under invoicing) উল্লেখ করা।
২. আমদানি/রপ্তানির ক্ষেত্রে বহু প্রকার চালান (Multiple invoice) ব্যবহার করা অর্থাৎ যেখানে যেটা সুবিধাজনক সেটা ব্যবহার করা।
৩. পণ্য ও সেবার প্রকৃত পরিমাণের চেয়ে কম বা বেশী জাহাজীকরণ।
৪. পণ্য ও সেবার মিথ্যা বর্ণনা (False description) প্রদান।
৫. পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী দেশের (origin of goods) নাম গোপন করা।

মানিলন্ডারিং এর ক্ষেত্রে সকল দেশে সবসময় একই প্রকৃতির কৌশল অবলম্বন নাও হতে পারে। তবে উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় অর্থ বা সম্পদ অবৈধভাবে বিদেশ হতে নিজ দেশে আনয়ন বা বিদেশে প্রেরণ করে মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে অর্থ বা সম্পদের বৈধতা দেয়ার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। এ ধরনের ঝুঁকিতে ব্যাংক যাতে জড়িত না হয়, সে লক্ষ্যে ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্যের দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যাংকের সংশ্লিষ্টবিধি বিধান অনুসরণে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এলসিতে বর্ণিত পণ্য/সেবার মূল্য আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে যাচাই করতে হবে। রপ্তানিকারক/বেনিফিসিয়ারি এর ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহ করে শাখা কর্তৃক পর্যালোচনা করতে হবে। বিল অব এন্ট্রি এর মূল কপি সংরক্ষণ করতে হবে। শিপিং ডকুমেন্টসসমূহ এলসি, প্রোফরমা ইনভয়েস ইত্যাদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করতে হবে।

১.১১ মানিলন্ডারিং কেন করা হয় ঃ

মানিলন্ডারিং করার কতিপয় উদ্দেশ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. অর্থ বা সম্পদ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জীবনীশক্তি বিধায় তা দ্রুত উপার্জনের অবৈধ প্রচেষ্টা গ্রহণ;
২. অর্থ বা সম্পদের অবৈধ অর্জনের উৎস গোপন বা আড়াল করা যাতে আইনের দৃষ্টিতে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়;
৩. অবৈধ পথে অর্জিত অর্থ বা সম্পদকে বৈধতা দেয়ার প্রচেষ্টা;
৪. আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার আকাঙ্খা;
৫. অতি ভোগ বিলাসী জীবন যাপন করার অভিপ্রায়;
৬. আইন বা কর ফাঁকি দেয়া;
৭. সন্ত্রাসী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ বা সম্পদ সরবরাহ বা সহযোগিতা করা।

১.১২ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের গুরুত্ব ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ফলে নিজ দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি হতে পারে । হত্যা, খুনসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে পারে। সরকারি রাজস্ব আয় হ্রাসসহ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্য হ্রাস পাওয়াসহ নিজ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র ও দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক সহযোগিতার হাত সংকুচিত কিংবা অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ করে দিতে পারে। এ দেশ হতে পাচারকৃত অর্থ বিভিন্ন দেশ হতে ফেরত আনাসহ এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, আদান প্রদানে মারাত্মক বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাংকের ভাবমূর্তি নষ্টসহ ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। এ কারণে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা / কর্মচারীকে এতদসংক্রান্ত আইন, বিধি বিধান এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নীতিমালা পরিপালনে অধিক যত্নশীল হওয়া একান্ত জরুরি।

১.১৩ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা কেন আবশ্যক ঃ

নিম্নবর্ণিত কারণে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা আবশ্যক ঃ

১. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত /ধ্বংস করতে সহায়তা করে।
৩. এগুলো সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় বাড়িয়ে তোলে।
৪. এগুলো দুর্নীতি ও অবৈধ ব্যবসাকে উৎসাহিত করে।
৫. বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুর্নীতিগ্রস্ত হতে সহায়তা করে।
৬. বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটনে ভূমিকা রাখে।
৭. মানিলন্ডারিং অপরাধ বৃদ্ধির কারণে এবং তা দমনের লক্ষ্যে সরকারের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
৮. সরকারি রাজস্ব আয় হ্রাস পায় এবং সৎ কর পরিশোধকারীদের পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
৯. মানিলন্ডারিং এর ফলে পুঁজিবাজারসহ অর্থনৈতিক বাজার অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে।
১০. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা না হলে অপরাধীরা অপরাধমূলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত হতে পারে।
১১. মানিলন্ডারিং এর ফলে রাষ্ট্র, সরকার এবং ব্যাংকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে।
১২. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে।
১৩. বিদেশী দাতা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সাহায্যকারী দেশ ও সংস্থার সহযোগিতা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত বা বন্ধ হতে পারে।
১৪. মানিলন্ডারিং দেশের সঠিক জিডিপি নির্ধারণে বাধা স্বরূপ।
১৫. মানিলন্ডারিং সমগ্র বিশ্বে এক দুষ্ট ক্ষত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

১.১৪ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহ ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন দেশ, আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থা, কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন রেজুলুশন গঠন এবং এর পরিপালনে গৃহীত ব্যবস্থাদি নিম্নরূপ ঃ

• **মানিলন্ডারিং, কন্ট্রোল এ্যাক্ট, ১৯৮৬, যুক্তরাষ্ট্র ঃ**

১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের চোরাচালান রোধ এবং এ সংক্রান্ত অর্থ প্রবাহ বন্ধ করার লক্ষ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বারের মতো মানিলন্ডারিং কন্ট্রোল এ্যাক্ট, ১৯৮৬ প্রবর্তন করা হয়। এই আইনে প্রতিটি অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি কুড়ি (২০) বছরের কারাদন্ড এবং পাঁচ (০৫) লক্ষ মার্কিন ডলার জরিমানা। এই আইনে কোন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হলে ব্যাংকের লাইসেন্স বাতিল করার বিধান রয়েছে।

• **ভিয়েনা কনভেনশন ঃ**

মাদক পাচার এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক "United Naitons Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988" গৃহীত হয়, যা ভিয়েনা কনভেনশন (Vienna Convention) নামে পরিচিত। মানিলন্ডারিং বিষয়টি এতে সরাসরি না এলেও আন্তর্জাতিকভাবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে এটি হলো প্রথম কোনো উদ্যোগ। বাংলাদেশ ভিয়েনা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

• **Financial Action Task Force (FATF) :**

১৯৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জি-৭ গ্রুপের বার্ষিক সভায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ইস্যুতে Financial Action Task Force (FATF) গঠিত হয়। এটি একটি আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থা বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে অনুঘটক (Catalyst) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে নীতিমালা ও সুপারিশ প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে তার মান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকরণ। সময়ের দাবীর প্রেক্ষিতে FATF এ বিষয়ে ৪০টি সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। ২০০১ সালে FATF তার কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনগত এবং অর্থনৈতিক উপাদান বিশ্লেষণ ও বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে ৮টি সুপারিশ প্রণয়ন করে এবং ২০০৫ সালে আরো একটি সুপারিশ যুক্ত করে এ সম্পর্কিত ৪৯টি সুপারিশে উন্নীত হয়। সর্বশেষ ২০১২ সালে FATF কর্তৃক মোট ৪৯টি সুপারিশকে পুনঃসংস্করণ করে ৪০টি সুপারিশে রূপান্তর করা হয়েছে যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। FATF এর সুপারিশসমূহের প্রতি ১৮০টিরও অধিক দেশ অনুমোদন দিয়েছে। ৩৪টি দেশ ও আঞ্চলিক সংগঠন FATF এর বর্তমান সদস্য এবং বিশ্বব্যাংক, IMFসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত সুপারিশমালার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। ফলে, FATF এর সুপারিশসমূহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদন্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ কর্তৃক তা অনুসরণ ও পরিপালনের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

• **FATF style (অনুরূপ) সংস্থা :**

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে FAFT এর আদলে APG (Asia Pacific Group on Money Laundering), CFATF (Caribean Financial Action Task Force), ESAAMLG (Eastern and South African Anti Money Laundering Group) সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই আঞ্চলিক সংস্থাগুলো তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে FATF এর সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি তদারকি করে। এ লক্ষ্যে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংগঠনের কার্যক্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

উল্লেখ্য, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস দমনের সহযোগিতার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের মধ্যে AML/CFT সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে বাংলাদেশ তার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। বর্তমানে বাংলাদেশ ২০১৮-২০২০ মেয়াদে APG এর Co-Chairman হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

• **Basel Committee :**

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে Basel Committee ব্যাংকসমূহের অনুসরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন্স প্রণয়ন করেছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে এই সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রকাশনাসমূহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত হয়েছে ঃ

- Prevention of the Criminal use of the Banking System for the purpose of Money Laundering (December, 1988)

- Core Principles for Effective Banking Supervision, 1997 (Principle No.15).
- Customer Due Diligence for Bank's (October, 2001).
- Consolidated KYC Risk Management (October, 2003)

• **Egmont Group :**

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের Financial Intelligence Unit (FIU) এর মধ্যে তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত সহযোগিতাকারী একটি সংগঠন যা Egmont Group নামে পরিচিত। এই গ্রুপের সদস্যবৃন্দ ML–TF প্রতিরোধে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরস্পরের মধ্যে আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, প্রশিক্ষণ, আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি সহযোগিতামূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করে থাকে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ উক্ত সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে।

• **Wolfsberg Group :**

পৃথিবীর বৃহত্তর ১৬টি ব্যাংক সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের বেসরকারী ব্যাংকসমূহের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে গাইডলাইন্স প্রণয়ন করে, যা Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles নামে পরিচিত।

• **United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) :**

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ২০০৪ সাল হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

• **Security Council Resolution 1373 :**

শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে ১৩৭৩ নম্বর রেজুল্যুশন গৃহীত হয়, যা পরিপালনে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ১৩৭৩ নম্বর রেজুল্যুশন সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে সকল দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এই রেজুল্যুশন কার্যকর হওয়ার পর থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলো সন্ত্রাসে অর্থায়নকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত/বিবেচনা করে আসছে।

• **International Monetary Fund (IMF) :**

FATF কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগকে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদানে IMF বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এবং ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালের ঘটনার পরবর্তীতে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ভূমিকা বৃদ্ধি করেছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ/নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে FATF কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে যথেষ্ট উদ্যোগী নয় এমন দেশের একটি তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) নামে পরিচিত। এই ধরনের বিভিন্ন তালিকা ইতোমধ্যে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। সে সকল দেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা বা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

১.১৫ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে দেশীয় পদক্ষেপ ঃ

■আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ML-TF প্রতিরোধে বাংলাদেশের এ ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। বাংলাদেশ ১৯৯৭ হতে APG এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে। প্রতিষ্ঠাকাল হতে বাংলাদেশ APG এর বার্ষিক সভাগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছে।

■FATF এর সুপারিশ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ২০০২ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ প্রবর্তন করে। পরবর্তীকালে উক্ত আইন বাতিলক্রমে কতিপয় সংশোধনীসহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (আদেশ নং-১২, ২০০৮) জারী করা হয়। একই বছরে সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ, ২০০৮ জারী করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশ দুটি ২০০৯ সালে যথাক্রমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৮ নং আইন) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ১৬ নং আইন) নামে প্রবর্তন করা হয়। ২০১২ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ কিছুটা সংশোধন করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ০৫ নং আইন) পাস করা হয়। ২০১৩ সালে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ সংশোধন করা হয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সর্বশেষ সংশোধন করা হয় ২০১৫ সালে যা, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে ২৬/১১/২০১৫ তারিখে সর্বসাধারণের জন্য গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। আলোচ্য আইনটি জারী হওয়ায় রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বিস্তৃত হয়েছে।

■২০১২ সালের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী এ সংক্রান্ত মামলা তদন্ত করার দায়িত্ব শুধুমাত্র দুদকের উপর ন্যস্ত ছিল। ২০১৫ সালের সংশোধনী মোতাবেক মানিলন্ডারিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত অপরাধ যে সংস্থার সাথে জড়িত তা ঐ সংস্থা তদন্ত করতে পারবে। এতে মামলার তদন্ত ও রায়ে গতি সঞ্চার হচ্ছে।

■বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক National Strategy for Preventing Money Laundering and Combating Financing of Terrorism ২০১৫ – ২০১৭ ঘোষণা করা হয়েছে।

■জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে National Coordination Committee (NCC) গঠন করা হয়েছে।

■বাংলাদেশ সরকার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৪ ধারার বিধান অনুযায়ী, ২০১২ সালে Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) গঠন করেছে। ২০১৩ সালে এটি Financial Intelligence Unit (FIU) সমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন Egmont Group এর সদস্য পদ লাভ করেছে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) হচ্ছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা। BFIU দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রয়োগ, বাস্তবায়ন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন ২০১৫) বাস্তবায়নের জন্য বিএফআইইউ দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সময়ে সময়ে সার্কুলার/পত্রের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা প্রদান করাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করার দায়িত্ব পালন করছে।

■২০১৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হয়। চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় ML–TF সংশ্লিষ্ট উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল উদ্ভাবন এবং ব্যাংকসমূহের মধ্যে তথ্যাদি বিনিময়ের লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহের CAMLCOদের নিয়ে Association of Anti Money Laundering Compliance Officer in Banks of Bangladesh (AACOBB) গঠন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ML-TF ঝুঁকি

২.১ ML-TF ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার বাধ্যবাধকতা ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ এর ১০ ধারা অনুসারে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এর ব্যবসার প্রকৃতি, গ্রাহক, পণ্য বা সেবা, দেশ বা ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে যা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হবে।

২.২ ঝুঁকি নিরূপণ ঃ

তফসিলি ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডকে এর গ্রাহক, ব্যবসার স্থান বা ভৌগলিক অবস্থান, প্রোডাক্টস, সার্ভিসেস এবং লেনদেন বা ডেলিভারি চ্যানেলসমূহের কারণে উদ্ভুত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিরূপণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক ঝুঁকি নিরূপণ প্রতিবেদন এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে করে এর ভিত্তি জানা যায়, সময় সময় হালনাগাদ করা যায় এবং বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংকের মত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ঝুঁকি নির্ণয়ের তথ্য সরবরাহ করা যায়।

২.৩ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও হ্রাসকরণ ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর নিজস্ব নীতিমালা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি থাকতে হবে যা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটি/ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রণয়নকৃত নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি ও প্রয়োজনে জোরদার করতে হবে।

২.৪ ঝুঁকির সংজ্ঞা ঃ

ঝুঁকি হলো একটি ঘটনা সংঘটনের সম্ভাব্যতা ও তার ফলাফলের সংমিশ্রণ। সহজ কথায়, একটি ঘটনা সংঘটনের সম্ভাবনা এবং উক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ সুনাম হানি বা ক্ষতি সাধিত হবে, তার সংমিশ্রণকে ঝুঁকি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। ঘটনার ফলাফল বিভিন্ন মাত্রার ইতিবাচক হতে নেতিবাচক হতে পারে।

২.৫ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের উপায়সমূহ ঃ

ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের উপায়সমূহ হতে পারেঃ

- প্রমাণ ভিত্তিক উপায়, যেমন চেকলিস্ট এবং হিস্টোরিকাল ডাটার পর্যালোচনা।
- সিস্টেমেটিক টীম এপ্রোচ যেখানে একদল বিশেষজ্ঞ একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার আলোকে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।
- আরোহী যুক্তিভিত্তিক কৌশল।

২.৬ ঝুঁকি মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ঃ

একটি সঠিক ও কার্যকর ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ব্যাংকের AML-CFT রিস্ক প্রোফাইল চিহ্নিতকরণ ও অনুধাবনে সহায়তা করে থাকে এবং ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ব্যাংককে AML-CFT পরিপালনের বিষয়ে যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রয়োগে সক্ষম করে তুলে। ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গ্যাপ বা দূর্বলতা সঠিকভাবে নির্ণয়ে সাহায্য করে। তাই ঝুঁকি মূল্যায়নে সংক্ষিপ্ত এবং সংগঠিত উপস্থাপনায় AML-CFT রিস্ক এর একটি বিশদ বিশ্লেষণ থাকা উচিত।

২.৭ রিস্ক বেইজড এপ্রোচ ঃ

ব্যাংককে নিজস্বার্থেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি চিহ্নিত, মূল্যায়ন ও উপলব্দি করা উচিত। হিসাবের প্রকৃতি ও লেনদেনের ধরণ অনুসারে ঝুঁকি বৈচিত্রময় ও ভিন্ন হতে পারে। তাই ঝুঁকির প্রকৃতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি নিরসন বা হ্রাসকরণে ব্যাংকারদেরকে তাদের নিজস্ব দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

২.৮ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ঃ

যে কোনো ব্যাংকিং সেবা প্রদানের সময় শাখার প্রথম দায়িত্ব হলো উক্ত সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট ML-TF ঝুঁকি অনতিবিলম্বে চিহ্নিত করা। বিভিন্ন ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ML-TF ঝুঁকি নিম্নরূপঃ

- রিটেইল ব্যাংকিং ঃ ক্যাশ ইনটেনসিভ ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের বিধান, লেনদেনের পরিমান, উচ্চ-মূল্য লেনদেন, বৈচিত্রময় ব্যাংকিং সেবা।
- ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ঃ গোপনীয়তার সংস্কৃতি, প্রকৃত সুবিধাভোগী সনাক্তকরণের জটিলতা, আড়ালকরণ (Offshore trust ব্যবহারের মাধ্যমে), ব্যাংকিং গোপনীয়তা, আর্থিক পণ্য ও সেবার বৈচিত্রতা, PEPs, উচ্চ মূল্যের লেনদেন, একাধিক জুরিসডিকশান।
- ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ঃ লেয়ারিং ও ইন্টিগ্রেশন, নগদ অর্থ বা অন্যান্য সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের হস্তান্তর, বাজারের বৈশ্বিক প্রকৃতি।
- করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিংঃ উচ্চ মূল্যের লেনদেন, রেমিটার ও অর্থের উৎস সম্পর্কে সীমিত তথ্য, বিশেষতঃ, যখন লেনদেনটি যে ব্যাংকের মাধ্যমে সংঘটিত হয় তার অবস্থান এমন দেশ বা অঞ্চলে যা FATF এর সুপারিশ একেবারেই মেনে চলে না বা পরিপালনে ঘাটতি রয়েছে, ব্যাংকের মালিকানায় PEPs এর জড়িত থাকার সম্ভাবনা।

২.৯ যে সকল ঝুঁকি মোকাবেলা করা প্রয়োজন ঃ

বিএফআইইউ এর নির্দেশনার আলোকে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধানতঃ দুইটি ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হয়। যেমন- (ক) ব্যবসায়িক ঝুঁকি (Business Risk) ও (খ) রেগুলেটরি ঝুঁকি (Regulatory Risk)।

(ক) **ব্যবসায়িক ঝুঁকি** হলো মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের প্রোডাক্টস ও সার্ভিসেস মানি লন্ডারার কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই ব্যাংককে নিম্নবর্ণিত ব্যবসায়িক ঝুঁকিসমূহ গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করতে হবেঃ

- গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি (customer risks)
- প্রোডাক্টস ও সার্ভিসেস সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি (products or services risks)
- ব্যবসায়িক চর্চা এবং/অথবা ডেলিভারি মেথড সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি (business practices and/or delivery method risks) ও
- ব্যবসায়িক দেশ বা স্থান সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি (country or jurisdictional risks)।

(খ) অপরদিকে **রেগুলেটরি ঝুঁকি** হলো মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন, ২০১৫ সহ) ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সকল সংশোধনী সহ), উক্ত আইনদু'টির অধিনে জারীকৃত বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর নির্দেশনাসমূহের সকল বাধ্যবাধকতা পরিপালন করতে না পারা। যেমন–

- CTR ও STR/SAR যথাযথভাবে দাখিলে ব্যর্থ হওয়া
- যথাযথভাবে গ্রাহক সনাক্ত করতে না পারা বা ভুলভাবে সনাক্ত করা
- অপর্যাপ্ত AML-CFT প্রোগ্রাম ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ ML-TF ঝুঁকিমুক্ত একটি পরিবেশে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড তার দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে এটা মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। তাই আমাদেরকে ML-TF ঝুঁকি চিহ্নিত করণসহ উক্ত ঝুঁকি হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওয়ার্ক

৩.১ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা ঃ

কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেড সকল পর্যায়ে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে ঃ

- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যাংকের কর্মক্ষমতা, প্রশাসনিক অবস্থা ও সুনাম বৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখে।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কোনো একক কার্যকলাপ নয় যা ব্যাংকের মূল কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বরং এটাও ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং কৌশলগত পরিকল্পনাসহ সকল প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদেরকে মানানসই সিদ্ধান্ত গ্রহণে, কর্মপরিকল্পনায় অগ্রাধিকার প্রদানে এবং বিকল্প কর্মপন্থাসমূহকে আলাদা করতে সহায়তা করে থাকে।
- অনিশ্চয়তা, উক্ত অনিশ্চয়তার প্রকৃতি এবং কীভাবে তা মোকাবেলা করতে হবে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তা সুস্পষ্টভাবে বিবেচনা করে।
- নিয়মতান্ত্রিক, সময়োপযোগী ও গঠনতান্ত্রিক দৃষ্টি সম্পন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং ধারাবাহিক, তুলনীয় ও বিশ্বাসযোগ্য ফলাফল অর্জনে অবদান রাখে।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে ভাল ও সহজলভ্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়াবলী এবং রিস্ক প্রোফাইলের সাথে সম্পর্কিত।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গতিশীল, পুনরাবৃত্তিমূলক ও পরিবর্তনে সাড়া দানকারী।

৩.২ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওয়ার্ক ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক নিম্নবর্ণিত উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিয়মাবলী স্থাপন করা যার অধীনে নির্ধারিত সেবা সরবরাহ করা হবে। সেগুলো হতে পারেঃ

- গ্রাহকের প্রকারভেদ
- ব্যবসার প্রকৃতি, মাত্রা, ভিন্নতা এবং জটিলতা
- টার্গেট মার্কেট
- ইতোমধ্যে উচ্চ ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত গ্রাহকের সংখ্যা
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড তার নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করে কিংবা তার গ্রাহকের কার্যক্রম পরিচালিত হয় এমন অঞ্চলসমূহ, বিশেষতঃ, উচ্চ স্তরের দুর্নীতি বা সংগঠিত অপরাধের আওতাধীন অঞ্চল এবং/অথবা AML/CFT নিয়ন্ত্রণে দূর্বল অঞ্চলসমূহ এবং/অথবা FATF কর্তৃক তালিকাভুক্ত
- প্রযুক্তির ব্যবহার বা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল যেগুলোর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড সরাসরি গ্রাহকের সাথে লেনদেন করে অথবা CDD পরিচালনার জন্য তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভর করে (বা করতে পারে)
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও রেগুলেটরি ফাইন্ডিংস
- ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যকলাপ ও গ্রাহকের প্রোফাইল বিবেচনাধীন লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমান

(খ) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ
(গ) ঝুঁকি মূল্যায়ন বা নির্ণয়
(ঘ) ঝুঁকি প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদি (হ্রাসকরণ, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যায়ক্রমিক)। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ML-TF ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নির্ণয়ের জন্য অন্যান্য বিষয়াদির সাথে ব্যাংকের ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও রেগুলেটরি ঝুঁকি বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৩ ব্যবসায়িক ঝুঁকি ঃ

ব্যবসায়িক ঝুঁকি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডকে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি উপাদান বা একাধিক উপাদানের সংমিশ্রণ দ্বারা উদ্ভূত ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে ঃ

- কাস্টমার
- প্রোডাক্টস ও সার্ভিসেস
- বিজনেস প্র্যাক্টিসেস/ডেলিভারি মেথডস বা চ্যানেলস
- কান্ট্রি এবং জুরিসডিকশন

এ চারটি গ্রুপের অধীনে ব্যাংকের একক ঝুঁকি নির্ধারিত হয়।

কাস্টমারস ঃ
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর রয়েছে দেশব্যাপী বিশাল ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক। রয়েছে বিভিন্ন ধরণের গ্রাহক। ব্যাংকের অধিকাংশ গ্রাহক হলো সাধারণ জনগণ। ব্যাংকের সাথে সমাজের ধনী লোকেরা এবং নিম্ন আয় গোষ্ঠীর লোকেরা হিসাব পরিচালনা করে এবং সম্পর্ক বজায় রাখে। উদাহরণস্বরূপ, সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবসায়ীসহ), শিল্পমালিক, সরকারী ও বেসরকারী চাকুরিজীবী, ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক, গৃহিণী, খুচরা ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

গ্রাহকদের ক্ষেত্রে, যে সকল গ্রাহক ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়ম-কানুনের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে আগ্রহী হয় না, তাদেরকে উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ ধরণের গ্রাহক তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় ও ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে। এ ধরণের হিসাবসমূহকে উচ্চ ঝুঁকির হিসাব হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। উচ্চ ঝুঁকির হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক তার স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ ধরণের গ্রাহকদের জন্য কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (CDD) যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অর্থের উৎস, পূর্বের রেকর্ড ও কার্যাবলী বিবেচনা করা হয়ে থাকে। নিম্নের হিসাবসমূহের জন্য বিশেষ মনিটরিং সিস্টেম কার্যকর করতে হবেঃ
(১) সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি, (২) ফরেন PEPs, (৩) বড় ধরণের লেনদেন, (৪) গ্রাহকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে, (৫) কর্পোরেট কাস্টমার যাদের মালিকানার কাঠামো অস্বাভাবিক এবং একান্তই জটিল
যখন ব্যাংক যথাযথ প্রমাণ ও রেকর্ডসহ কোনো গ্রাহকের সত্যিকারের পরিচিতি নিতে/নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন উক্ত গ্রাহককে উচ্চ ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ব্যাংক যদি বড় লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থের উৎস নিশ্চিত হতে না পারে, তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হিসাবকেও উচ্চ ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড গ্রাহকের KYC Profile সম্পাদনে এবং সত্যিকারের পরিচিতি গ্রহণে সতর্ক থাকে। ঐ ধরণের গ্রাহকদের জন্য CDD সম্পাদন করতে হবে। তাই হিসাব খোলার প্রাক্কালে এবং

হিসাবে লেনদেনের সময় আমরা এগুলোকে মাঝারি বা উচ্চ ঝুঁকির হিসাব হিসেবে বিবেচনা করব। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর ১৬/০৬/২০২০ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর ২৬ অনুসারে অর্থের উৎস ও লেনদেন মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। যেন যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি বা ML-TF ঝুঁকির ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে।

নিম্নবর্ণিত প্রকৃতির গ্রাহকদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে হিসাব খোলা যাবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) হতে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা রয়েছে যে, কোনো হিসাব খোলার পূর্বে যথাযথ তথ্য উপাত্ত সহকারে গ্রাহকের KYC এবং CDD প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং গ্রাহক হতে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথায় শাখায় হিসাব খোলা উচিত হবে না। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক নিম্নবর্ণিত গ্রাহকদের হিসাব খোলার সাথে যুক্ত ঝুঁকি হ্রাস করার চেষ্টা করেঃ

১. নতুন গ্রাহক।
২. নতুন গ্রাহক যিনি বড় ধরণের লেনদেন করতে চায়।
৩. একজন গ্রাহক বা গ্রুপ যে বা যারা তাদের নিজের বা নিজের গ্রুপের মধ্যে প্রচুর লেনদেন করে থাকে।
৪. এমন গ্রাহক যার ব্যবসার সাথে প্রচুর নগদ লেনদেন জড়িত।
৫. এমন গ্রাহক যার পরিচিতি যাচাই করা কঠিন।
৬. এমন গ্রাহক যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত নোট বা ছোট ডিনমিনেশনে অর্থ নিয়ে আসে।
৭. নন-রেসিডেন্ট কাস্টমার।
৮. কর্পোরেট গ্রাহক যাদের মালিকানার কাঠামো অস্বাভাবিক এবং একান্তই জটিল।
৯. PEPs/IPs/Head of International organizations এমন গ্রাহক ও তাদের পরিবারের সদস্য বা নিকটতম সহযোগী।
১০. এমন গ্রাহক যারা নিম্নলিখিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক বা লেনদেন পরিচালনা করেঃ

- প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকের অবস্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং অযৌক্তিক ভৌগলিক দূরত্ব
- প্রায়শঃ এবং অজ্ঞাত কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাবে আদান- প্রদান
- প্রায়শঃ এবং অজ্ঞাত কারণে বিভিন্ন ভৌগলিক দূরত্বে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অর্থের আদান- প্রদান।

১১. গ্রাহক এমন দলিলাদি জমা দেয়, যাতে প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় অস্পষ্টতা থাকে।
১২. গ্রাহক তার/ তার পরিবারের এমন সদস্যের নামে হিসাব খুলেন এবং বিশাল অংকের অর্থ জমা করার ইচ্ছা পোষণ করেন যা তার বৈধ পারিবারিক আয়ের উৎসসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ক্রমিক নম্বর ১০, ১১ ও ১২ কে উচ্চ ঝুঁকির হিসাব হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সাধারণত এ ধরণের হিসাব খোলার জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর শাখাসমূহকে অনুৎসাহিত/নিষেধ করা হয়ে থাকে। তারপরও এ ধরণের হিসাব বিদ্যমান থাকলে, শাখার দায়িত্ব হলো যথাযথ নিয়মে তা বন্ধ করে দেয়া অথবা CCC বরাবরে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) করা।

প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর রয়েছে বিস্তৃত প্রকৃতির প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলো হলো ঃ

a. Savings Deposit
b. Current Deposit
c. Special Notice Deposit
d. Sonali Bank Daily Profit Account
e. Fixed Deposit (different term)
f. Monthly Earning Scheme
g. Monthly fixed deposit scheme (SDS, EDS, MDS, DBS, MES, MSS, SBS, SBDP, RSS, SBRSS, RDS etc)
h. Non Resident Deposit Scheme
i. School Banking
j. Double/Triple Benefit Scheme
k. Islamic Banking Deposits (MSA, AWCA, MSND, MSS, MHSS)
l. Cash Credit (Hypo, Pledge)
m. SOD (against deposit scheme)
n. OD
o. SME Finance
p. Project Finance
q. Lease Finance
r. Bridge Finance
s. Working Capital
t. House Building Loan (General, Staff)
u. International Trade Finance (Export, Import, Bill Purchase)
v. Telegraphic Transfer (TT)
w. Demand Draft (DD)
x. Payment Order (PO)
y. Online Transfer
z. Debit Card
aa. Credit Card

bb. Utility Bill Payment

cc. Govt. Allowances Payment

উপরোক্ত প্রোডাক্টস ও সার্ভিসের মধ্যে অধিকাংশের ঝুঁকির মাত্রা খুবই নগন্য। তবুও হিসাব খোলার একেবারে প্রারম্ভিক স্তরেই সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ ব্যাংকে যে কোনো ধরণের হিসাব খোলার পূর্বে কেওয়াইসি প্রোফাইল ও কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি উচ্চ ঝুঁকির হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে নিয়মিত সতর্ক মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।

স্থায়ী আমানতের প্রোডাক্টসমূহের ক্ষেত্রে জমার পরিমান নির্ধারিত থাকে। তাই, এ ধরণের হিসাব নিম্ন ঝুঁকির হয়ে থাকে। কারণ, এ ধরণের হিসাবের অর্থের উৎস ব্যাংক কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যখন এ ধরণের হিসাবের অর্থের উৎস ও গ্রাহক সম্পৃক্ত অন্যান্য তথ্যাদি সম্পর্কে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হন, তখনই এ ধরণের হিসাব খোলার অনুমতি দেয়া হয়।

মাসিক কিস্তির হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে KYC Profile সম্পাদনের মাধ্যমে হিসাবধারীর পরিচিতি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। তাই এখানে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পর্কিত ঝুঁকি থাকলেও তার মাত্রা কম। কেননা, হিসাব খোলার পূর্বেই হিসাবধারীর আয়ের উৎস সম্পর্কিত প্রমাণাদি নেয়া হয়ে থাকে।

সঞ্চয়ী, চলতি ও এসএনডি হিসাবের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। অর্থের উৎস ও অর্থের গন্তব্য নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হয়। গ্রাহকের পূর্বের কার্যক্রম ও পেশার বিবেচনায় বড় ধরণের নগদ আমানত এবং তহবিল স্থানান্তরে মাঝারি ও উচ্চ মাত্রার ঝুঁকি উদ্ভুত হতে পারে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড দীর্ঘদিন থেকে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত। এ সকল ব্যবসার ক্ষেত্রে গ্রাহকের অতীত রেকর্ড, পারফরম্যান্স, লাইসেন্স, ক্রেডিট রিপোর্ট ইত্যাদি খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এমনকি যদি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংগঠনের সামান্য পরিমান সম্ভাবনা থাকে, তাহলে শাখাকে অবশ্যই কিছু রক্ষণাত্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, বিশেষতঃ, আমদানি ও রপ্তানির বিপরীতে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ বা আইন কানুনসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

ক. ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট, ১৯৪৭।

খ. যে সকল পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা হবে, তা স্বনামখ্যাত/প্রতিষ্ঠিত পরিদর্শন কোম্পানী কর্তৃক যাচাই করতে হবে।

গ. আমদানির ক্ষেত্রে LC খোলার বা চুক্তি অনুমোদনের পূর্বে কান্ট্রি অব অরিজিন, ক্যারিয়ার, ভেসেল, পোর্ট অব শিপমেন্ট ইত্যাদি যাচাই করতে হবে যেন Sanction country সমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই এ ব্যবসার সাথে জড়িত না থাকতে পারে।

ঘ. পণ্যের মূল্যস্তর HS Code এর মাধ্যমে যাচাই করতে হবে।

ঙ. প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন রিপোর্ট সংগ্রহের মাধ্যমে পণ্যের মান ও পরিমান যাচাই করতে হবে।

ফরেন এক্সচেঞ্জ বিজনেস ঃ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডকে এ দেশের ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট, ১৯৪৭ অনুসরণ করতে হবে। তদুপরি এ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বিধিও অনুসরণ করতে হবে।

সাধারণত Letter of Credit (LC) বা Contract এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। পণ্য ও সেবার আমদানি এবং রপ্তানির জন্য উক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসার মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সম্ভাবনা থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে শাখাকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। LC খোলার অনুমতি প্রদানের পূর্বে শাখা কর্তৃক আমদানিকারকের ক্রেডিট রিপোর্ট তৈরির নিমিত্ত KYC Profile সম্পাদন করতে হবে। LC খোলার অনুমতি প্রদানে পূর্বে গ্রাহকের অতীত কর্মকান্ড, অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, ব্যবসার ধরণ, লেনদেনের পরিমান, নগদ প্রবাহ ও তহবিল প্রবাহ, নিট সম্পদ, ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। অধিকন্তু, পণ্য শিপমেন্টের পূর্বে প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং পণ্যের নাম, পরিমান, গুণমান ইত্যাদি উল্লেখিত দলিলাদিও সংগ্রহ করতে হবে। রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্ডার-ইনভয়েসিং ও আমদানির ক্ষেত্রে ওভার-ইনভয়েসিং এবং মিস-ডিক্লারেশন প্রতিরোধ করার জন্য শাখাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিধি অনুযায়ী পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে শাখাকে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও বিধি অনুসরণ করে মূল্য যাচাই করতে হবে। কিছু ভিন্নতা থাকতে পারে, তাও বিবেচনায় নিতে হবে। শাখা যদি সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে না পারে, তবে সে ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট উচ্চ ঝুঁকি রয়ে যাবে।

ফরেন রেমিট্যান্স ঃ

বৈদেশিক মুদ্রায় প্রেরিত অর্থ দুই ভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমনঃ (ক) হিসাবের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ও (খ) ওয়াক-ইন কাস্টমারদেরকে স্পট ক্যাশ প্রদান।
উপরোক্ত সেবাসমূহ রেমিটার ও বেনিফিশিয়ারীকে প্রদানের নিমিত্ত সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে করেসপনডেন্ট ব্যাংকিং রিলেশনশিপ রয়েছে। আন্তর্জাতিক ওয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে অর্থ প্রেরণ করা হয়, সে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের KYC ও CDD পরিপালন করা হয়। রেমিটারের তথ্যাদি সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ এ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে দেশের বিদ্যমান আইন ও বিএফআইইউ এর গাইডলাইনস অনুসারে আমাদের শাখাগুলোকে গ্রাহকের হিসাব খুলতে হয়। বেনিফিশিয়াল ওনার বা প্রকৃত সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রেও এ বিধান অনুসরণ করতে হয়।
স্পট ক্যাশের মাধ্যমে অর্থ বেনিফিশিয়ারীকে প্রদানের ক্ষেত্রে যদি রেমিট্যান্সের পরিমান খুব সামান্য হয় এবং সাধারণ জনগণের সংশ্লিষ্টতা থাকে, সেক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারী হতে জাতীয় পরিচয়পত্র, মোবাইল নম্বর, ঘোষণা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।

লোন এন্ড এ্যাডভান্সেস ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন ধরণ ও প্রকৃতির ঋণ ও অগ্রীম প্রদান করে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কিছু গ্রাহক অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বা সম্পদের বৈধতা দেয়ার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ ও অগ্রীম গ্রহণ করে তাদের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের সাথে মিশ্রিত করার অবৈধ পন্থা অবলম্বন

করতে পারে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয়ের জন্য ঋণ মঞ্জুরীর পূর্বে গ্রাহকের সম্পদের বর্তমান মূল্য পরিমাপ করা হয়, তার পূর্বের পারফরমেন্স বিবেচনা করা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তার ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয় এবং ব্যবসার অবস্থা সরেজমিন যাচাই করাসহ অঞ্চল ভিত্তিক/নিজ এলাকার গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়।

তহবিলের স্থানান্তর (Diversification of Fund) ঃ

অনুমোদিত ঋণ ও অগ্রীম যথাযথভাবে ব্যবহার করছে কিনা তা ঋণ বিতরণের প্রতিটি পর্যায়ে যাচাই করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের সততাও বিবেচনা করা হয়। ঋণের পরিমাণ, ব্যবসার প্রকৃতি এবং লোকেশন ভিন্নতার কারণে ML-TF রিস্ক এর সম্ভাবনা বিবেচনা করা হয়ে থাকে।
ঋণের অর্থ সঠিক ও যথাযথভাবে বিনিয়োগ না করে গ্রাহক কর্তৃক অর্থ সরিয়ে ফেলা বা অন্য কাজে ব্যবহারের প্রবণতা রয়েছে কিনা তা সনাক্তের জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর শাখাসমূহ তাদের নিজস্ব বিচক্ষণতা ব্যবহার করে থাকে।

বিজনেস প্র্যাকটিস/ডেলিভারি মেথড বা চ্যানেল ঃ

নিম্নোক্ত প্র্যাকটিস/ডেলিভারি মেথড বা চ্যানেলের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এদের প্রতিটির জন্য উদ্ভূত পৃথক ঝুঁকি নির্ণয় করে থাকে ঃ

- সরাসরি গ্রাহক
- অনলাইন/ইন্টারনেট
- ফোন
- ফ্যাক্স
- ই-মেইল
- থার্ড পার্টি এজেন্ট বা ব্রোকার।

কান্ট্রি/জুরিসডিকশন ঃ

অন্যদিকে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যবসা করার জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেড সংশ্লিষ্ট দেশে বা জুরিসডিকশনের কারণে উদ্ভূত ঝুঁকি নির্ণয় করে থাকে ঃ

- এমন কোনো দেশ যেখানে উল্লেখযোগ্য স্তরের দুর্নীতি ও অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে মর্মে বিশ্বস্ত সূত্র হতে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- এমন কোনো দেশ যেখানে অর্থনৈতিক বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
- ট্যাক্স হেভেন হিসেবে চিহ্নিত দেশ এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা সহায়তা প্রদান করা হয় কিংবা উক্ত দেশের অভ্যন্তরে চিহ্নিত সন্ত্রাসী গ্রুপ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে মর্মে বিশ্বস্ত সূত্র হতে চিহ্নিত করা হয়েছে এমন কোনো দেশ।

- এমন কোনো দেশ যেখানে পর্যাপ্ত AML&CFT সিস্টেম নেই মর্মে FATF বা এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছে।
- অবৈধ অর্থের প্রবাহ রয়েছে মর্মে চিহ্নিত এমন কোনো দেশ।

৩.৪ রেগুলেটরি ঝুঁকি ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধনী, ২০১৫ সহ), সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা পরিপালন না করার কারণে উদ্ভূত ঝুঁকি হলো রেগুলেটরি ঝুঁকি । এ ধরণের ঝুঁকির উদাহরণ নিম্নরূপঃ

- গ্রাহক বা বেনিফিশিয়াল ওনারকে যথাযথভাবে চিহ্নিত ও যাচাই না করা
- সঠিকভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হওয়া
- সঠিকভাবে স্টাফ বাছাই করতে না পারা
- স্টাফদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যর্থ হওয়া
- একটি AML&CFT প্রোগ্রাম না থাকা
- সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হওয়া
- প্রয়োজনীয় রিপোর্ট বিএফআইইউতে নিয়মিতভাবে দাখিল না করা
- একজন AML&CFT পরিপালন কর্মকর্তা না থাকা
- উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহকদের (যেমনঃ PEPs, IPs) ক্ষেত্রে Enhanced Due Diligence (EDD) করতে ব্যর্থ হওয়া
- হিসাবের লেনদেন স্থগিতকরণ সংক্রান্ত বিএফআইইউ বা বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোনো নির্দেশনা পরিপালন না করা
- বিএফআইইউ বা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক হিসাবের সঠিক তথ্য বা লেনদেন বিবরণী দাখিল না করা।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ঝুঁকি মূল্যায়ন

৪.১ ঝুঁকি মূল্যায়ন ঃ

ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট (ML-TF) ঝুঁকি হ্রাসকরণে, প্রতিটি ব্যাংককে এতদসংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে। ঝুঁকি নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি ঝুঁকির Risk Score এবং Treatment সম্বলিত একটি সহজ ও জেনেরিক টেবিল ব্যবহৃত হয় (Annexure-A)। Risk Score হচ্ছে ঝুঁকি ঘটার সম্ভাবনা (Likelihood) ও ঝুঁকি সংগঠিত হলে তার থেকে উদ্ভূত ক্ষতি (Impact) এর সংমিশ্রণ।

কাস্টমারস, প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস, বিজনেস প্র্যাকটিসেস/ডেলিভারি মেথডস, কান্ট্রি/জুরিসডিকশন এবং রেগুলেটরি রিস্কের প্রতিটি গ্রুপের ঝুঁকি নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনার জন্য উপরোক্ত জেনেরিক টেবিল ব্যবহার করা যাবে।

৪.২ রিস্ক স্কোর গণনা ঃ

কোনো ইভেন্ট বা ঘটনার সাথে সংযুক্ত ঝুঁকি হলো উক্ত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বা Chance (likelihood) এবং তার ফলে উদ্ভূত ক্ষতির (impact) সংমিশ্রণ। অতএব, প্রতিটি ঝুঁকিকে নিম্নোক্ত দু'টি উপাদানের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়ঃ

ক. ঝুঁকি ঘটার সম্ভাবনা - **'likelihood'**
খ. ঝুঁকি ঘটলে উদ্ভূত ক্ষতির পরিমাণ - **'impact' (consequence)**

LIKELIHOOD	**X**	**IMPACT**	=	**RISK LEVEL/SCORE**

Likelihood scale:

Likelihood scale বলতে ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত ML&TF ঝুঁকিসমূহের একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি ঘটার সম্ভাবনাকে বোঝায়। ঝুঁকির নিম্নবর্ণিত তিনটি লেভেল বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

Table: Likelihood Scale

Frequency	Likelihood of an ML&TF risk	Score
Very likely	Almost certain: it will probably occur several times a year	3
Likely	High probability it will happen once a year	2
Unlikely	Unlikely, but not impossible	1

Impact scale:

Impact scale বলতে কোনো ঘটনা (ঝুঁকি) সংঘটনের ফলে উদ্ভূত ক্ষতির (বা নেতিবাচক অন্য কিছুর) তীব্রতাকে বোঝায়। সম্ভাব্য প্রভাব বা ফলাফল নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় নিতে হবে। এটা সবকিছু বিবেচনা করবে না এবং এটা নির্দেশনামূলকও নয়। তবে নিম্নবর্ণিত দৃষ্টিকোণ থেকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকির Impact বা প্রভাব পরিমাপ করা যেতে পারে ঃ

ক. ঝুঁকি কিভাবে ব্যাংকের ব্যবসার ক্ষতি করতে পারে (ঝুঁকিসমূহ সঠিকভাবে মোকাবেলা না করার কারণে কোনো অপরাধ বা বিএফআইইউ বা রেগুলেটর কর্তৃক আরোপিত জরিমানার ফলে ব্যাংক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে)।

খ. কোনো সুনির্দিষ্ট লেনদেনের ফলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে প্রাণহানী বা সম্পদহানী হতে পারে এমন ঝুঁকি রয়েছে।

গ. কোনো সুনির্দিষ্ট লেনদেনের ফলে নিম্নলিখিত যে কোনো একটির জন্য অর্থ ব্যবহার হতে পারে এমন ঝুঁকি রয়েছে ঃ ঘুষ ও দুর্নীতি, জাল নোট, জাল দলিল ও নথিপত্র, পণ্য/শ্রমিক/অভিবাসী পাচার, ব্যাংকিং অপরাধ, মাদক অপরাধ, সাইকোট্রপিক পদার্থের অপরাধ, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, অপহরণ, সন্ত্রাস, চুরি, আত্মসাৎ বা ফ্রড, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, দেশি ও বিদেশী মুদ্রার পাচার, কালোবাজারী

ঘ. কোনো সুনির্দিষ্ট লেনদেনের ফলে অবৈধ ড্রাগে অর্থায়ন সংশ্লিষ্টতায় ক্ষতি হতে পারে এমন ঝুঁকি রয়েছে।

ঙ. সুনামের ঝুঁকি- একটা অবৈধ কাজে সহায়তার (অনিচ্ছাকৃতভাবে) কারণে ব্যাংকের উপর কীধরণের প্রভাব পড়তে পারে, যার অর্থ হতে পারে সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং/অথবা গ্রাহক সমাজ কর্তৃক ব্যাংক ছেড়ে চলে যাওয়া।

চ. একটা অবৈধ কাজে সহায়তার কারণে বৃহত্তর গ্রাহক সমাজে কীভাবে প্রভাব ফেলবে; সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির কাছে সুনামহানী হতে পারে এবং ব্যবসা খারাপ হতে পারে।

ঝুঁকি ঘটার ফলে সংগঠিত ঝুঁকির নিম্নোক্ত তিন পর্যায়ের (level) প্রভাব (Impact) বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

Consequence	Impact – of an ML/TF risk	Score
Major	Huge consequences – major damage or effect. Serious terrorist act or large-scale money laundering.	3
Moderate	Moderate level of money laundering or terrorism financing impact.	2
Minor	Minor or negligible consequences or effects.	1

৪.৩ রিস্ক মেট্রিক্স এবং রিস্ক স্কোর ঃ

Likelihood scale ও Impact scale মূল্যায়নের পর, পরবর্তী ধাপ হলো LIKELIHOOD ও IMPACT এর সমন্বয়ে একটি রিস্ক মেট্রিক্স তৈরি করা এবং রিস্ক স্কোর বের করা। এ রিস্ক স্কোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং সার্বিক ঝুঁকি বিবেচনায় কীধরণের মনিটরিং, প্রচেষ্টা বা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে তার পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হতে পারে। নিম্নে প্রদত্ত রিস্ক মেট্রিক্স ও রিস্ক স্কোর টেবিল হতে দেখা যাবে কীভাবে রিস্ক স্কোর পাওয়া যায়। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর জন্য ০৬ (ছয়) স্তরের রিস্ক স্কোর বিবেচনা করা হয়েছে।

রিস্ক মেট্রিক্স ঃ

LIKELIHOOD ↓				
	Very Likely (3)	3 = Medium	6 = High	9 = Extreme
	Likely (2)	2=Medium Low	4=Medium High	6 = High
	Unlikely (1)	1 = Low	2=Medium Low	3 = Medium
		Minor (1)	Moderate (2)	Major (3)

IMPACT →

রিস্ক স্কোর টেবিল ঃ

Rating	Impact of an ML & TF risk	Treatment/Action
9 =Extreme	Risk almost sure to happen and/or to have very serious consequences. Response: Do not allow transaction to occur or reduce the risk to acceptable level.	1. Approval from higher authority 2. Response to the risk seriously 3. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 4. Ensure reporting to CCC or BFIU
6 = High	Risk very likely to happen and/or to have serious consequences. Response: Do not allow transaction until risk reduced.	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
4=Medium High	Risk likely to happen and/or to have moderate consequences. Response: Allow transaction if risk can be reduced.	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
3 =Medium	Possible this could happen and/or have moderate consequences. Response: May go ahead but preferably reduce risk.	1. Response to the risk fairly 2. Proper effort and monitoring in addition to conducting CDD. 3. Scrutinize before reporting to CCC or BFIU.
2=Medium Low	Less possibility this could happen and/or have moderate consequences. Response: Go ahead with caution.	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
1 = Low	Unlikely to happen and/or have minor or negligible consequences. Response: Okay to go ahead.	1. Simplified CDD (Name, Address, Mob/Phone number, NID, etc.)

৪.৪ রিস্ক রেজিস্টার ঃ

ঝুঁকি ঘটার সম্ভাবনা (LIKELIHOOD) ও তার প্রভাব (IMPACT) এর সমন্বয়ে রিস্ক স্কোর হিসাব করা এবং একটি রিস্ক মেট্রিক্স ও রিস্ক স্কোরের ধারণা পাওয়ার পর আমাদেরকে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর জন্য প্রযোজ্য নিম্নোক্ত ০৫ (পাঁচ) টি ML-TF রিস্ক রেজিস্টার প্রস্তুত করে তা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। উক্ত রিস্ক রেজিস্টারে প্রতিটি ঝুঁকির নির্ধারিত ফলাফল অনুযায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও উল্লেখ থাকতে হবে।

i. Risk Register for Customer
ii. Risk Register for Products and Services
iii. Risk Register for Business Practices/Delivery Methods/Channels
iv. Risk Register for Country/Jurisdiction
v. Risk Register for Regulatory Risk.

প্রতিটি শাখাকে শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট কাস্টমার, প্রোডাক্ট বা সার্ভিস, বিজনেস প্র্যাকটিস বা ডেলিভারি মেথড, কান্ট্রি বা জুরিসডিকশন এবং রেগুলেটরি রিস্কের জন্য রিস্ক স্কোর বা রেটিং নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাদের প্রুডেন্স ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তারা Annexure-A এ প্রদত্ত ০৫ (পাঁচ) টি ML-TF রিস্ক রেজিস্টারকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৫.১ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপাদান ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর কাস্টমার, প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস, বিজনেস প্র্যাকটিস/ডেলিভারি মেথড বা চ্যানেল এবং কান্ট্রি বা জুরিসডিকশনের যে কোনো একটি বা একাধিকের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ঝুঁকি স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন এবং ব্যাংকের যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন বা পদ্ধতি থাকতে হবে। সে লক্ষ্যে শাখা পর্যায়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিম্নোক্ত উপাদানগুলো গুরুত্ব দিতে হবে ঃ

ক. ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও নীতি
খ. নিয়মিত ঝুঁকি মনিটরিং
গ. উচ্চ ঝুঁকির এবং নিম্ন ঝুঁকির ঘটনাসমূহ
ঘ. ঝুঁকির সাথে সম্পৃক্ত ভেরিয়েবলসমূহ
ঙ. ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা (EDD, CDD, Simplified CDD, Transaction Monitoring, Reporting ইত্যাদি)।

৫.২ সুনির্দিষ্ট উচ্চ ঝুঁকির (Specific High Risk) উপাদান এবং প্রয়োজনীয় CDD/EDD এর পরামর্শ ঃ

যে সব উপাদানগুলো উচ্চ ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় CDD/EDD ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা নিম্নোক্ত টেবিলে দেখানো হলো ঃ

ক্রঃ নং	গ্রাহক	হিসাব খোলার প্রয়োজনীয় CDD/EDD
ক)	NPO/NGO/দাতব্য সংস্থা, ট্রাস্ট, ক্লাব, সমিতি ও সংগঠন ইত্যাদি	১) হিসাবের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক, উদ্দেশ্য এবং অর্থের উৎস সম্পর্কে গভর্নিং বডি/ট্রাস্টি বোর্ড/এক্সিকিউটিভ কমিটি/স্পনসরগণের কাছ থেকে একটি ঘোষণাপত্র নিতে হবে। ২) হিসাব পরিচালনাকালে প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে কোনো ধরণের পরিবর্তন হলে তা ব্যাংককে অবহিত করা হবে মর্মে গভর্নিং বডি/ট্রাস্টি বোর্ড/এক্সিকিউটিভ কমিটি/স্পনসরগণের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকারনামা নিতে হবে। ৩) হিসাব পরিচালনার সিগনেটরীজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি/ট্রাস্টি বোর্ড/এক্সিকিউটিভ কমিটির একটি নতুন রেজুলেশনের কপি নিতে হবে।
খ)	গৃহিনী হিসাব	১) অর্থের উৎস এবং প্রকৃত সুবিধাভোগী সম্পর্কে হিসাবধারী হতে একটি ঘোষণাপত্র নিতে হবে। ২) গ্রাহকের প্রোফাইলের পাশাপাশি অর্থ সরবরাহকারীর (যদি থাকে) পূর্ণ বিবরণ হালনাগাদ করতে হবে। ৩) গ্রাহক কর্তৃক মাসিক জমার পরিমাণ ব্যাংক নির্ধারিত উপযুক্ত সীমা অতিক্রম করলে অর্থ সরবরাহকারীদেরকে চিহ্নিত ও যাচাই করতে হবে।

ক্রঃ নং	গ্রাহক	প্রয়োজনীয় CDD/EDD
গ)	একক মালিকানা এবং স্বনিযুক্ত ব্যক্তি/পেশাজীবী	১) হিসাব/ব্যবসার টার্নওভার হিসাবের সাথে লিংক করেই কেবলমাত্র ব্যক্তিক হিসাবে ব্যবসায়িক লেনদেনর অনুমোদন দেয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপঃ একজন গ্রাহকের মাসিক ক্রেডিট টার্নওভার ১০ (দশ) লক্ষ বা ততোধিক হলে তাকে ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য আলাদা হিসাব খোলার প্রয়োজন হতে পারে। ২) ব্যবসার বাস্তব অস্তিত্ব বা গ্রাহকের স্বনিয়োজিত অবস্থা যাচাই করার জন্য ব্যাংক কর্তৃক হিসাব খোলার ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে সরেজমিন পরিদর্শন করা যেতে পারে এবং পরিদর্শন রিপোর্ট হিসাব খোলার ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। অসন্তুষ্টিজনক যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক বিএফআইইউ বরাবরে রিপোর্ট করা যেতে পারে বা প্রযোজ্যক্ষেত্রে, রিস্ক প্রোফাইল পরিবর্তন করতে পারে।
ঘ)	ভূমি মালিক	এ ধরণের গ্রাহকের ক্ষেত্রে, অর্থ বা আয়ের উৎস নির্ধারণের জন্য ব্যাংক কোনো স্বীকৃত/গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে।
ঙ)	অনলাইন লেনদেন	অনলাইন লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ভৌগলিক কারণ/অবস্থানের বিষয়ে ব্যাংককে বিশেষ নজর দিতে হবে।
চ)	নগদ	১) যথাযথ এবং তুলনামূলকভাবে অনমনীয় একটি সীমা নির্ধারণপূর্বক নগদ লেনদেনসমূহ অধিক গুরুত্বের সাথে মনিটর করতে হবে। ২) জমা ও উত্তোলনের প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়ে নগদ লেনদেনসমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
ছ)	ওয়্যার ট্রান্সফার	১) যথাযথ এবং তুলনামূলকভাবে অনমনীয় একটি সীমা নির্ধারণপূর্বক এ ধরণের লেনদেনসমূহ অধিক গুরুত্বের সাথে মনিটর করতে হবে। ২) যে সকল আর্থিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট হিসাবের অতীত রেকর্ড, প্যাটার্ন, আয়ের উৎস ও উদ্দেশ্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলোকে সন্দেহজনক হিসেবে দেখতে হবে এবং বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সঠিকভাবে যাচাই করতে হবে।

৫.৩ সাধারণ উচ্চ ঝুঁকির (General High Risk) পরিস্থিতি/উপাদান ঃ

কাস্টমার, প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস, ডেলিভারি চ্যানেলস এবং ভৌগলিক অবস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত উচ্চ ঝুঁকির পরিস্থিতি (Scenarios)/উপাদান (Factors) বিবেচনা করতে হবে ঃ

কাস্টমার	প্রোডাক্ট ও ডেলিভারি চ্যানেল	ভৌগলিক অবস্থান
• নন-রেসিডেন্ট কাস্টমার • করেসপনডেন্ট ব্যাংকের হিসাব • অফশোর ট্যাক্স হেভেন্স এর সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন গ্রাহক	• নন-ফেস-টু-ফেস গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বা লেনদেন • ক্যাশ ইনটেনসিভ বা বেনামে লেনদেনের বিভিন্ন রূপ	• এমন কোনো স্থান (Jurisdictions) যা অপর্যাপ্ত AML&CFT ব্যবস্থার জন্য FATF কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছে কিংবা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে

কাস্টমার	প্রোডাক্ট ও ডেলিভারি চ্যানেল	ভৌগলিক অবস্থান
• অধিক মূল্যের সাথে জড়িত গ্রাহক • সুস্পষ্টভাবে আয়ের উৎস নির্ণয় করা যায় না এমন হাই নেট ওয়ার্থ কাস্টমার • গ্রাহকের প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা বা পর্যাপ্ততা নিয়ে সন্দেহ থাকা • অন্য ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে ব্যাংকিং সেবা দিতে অস্বীকৃতি রয়েছে মর্মে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে • এমন কোম্পানী যার মনোনীত শেয়ারহোল্ডার বা বাহক আকারে শেয়ার রয়েছে • আইনী প্রতিনিধি বা পার্সোনাল এ্যাসেট হোল্ডিং ভেহিক্যালস এর বন্দোবস্ত।	• অপরিচিত বা অসম্পর্কিত তৃতীয় পক্ষ হতে অর্থ গ্রহণ করা।	• এমন দেশ, যেখানে AML&CFT এর স্টান্ডার্ডের ঘাটতি রয়েছে মর্মে Mutual Evaluations বা Detailed assessment reports এর মতো বিশ্বস্ত উৎস হতে মূল্যায়ন করা হয়েছে • জাতিসংঘ, OFAC list দ্বারা নিষেধাজ্ঞাধীন দেশসমূহ • উল্লেখযোগ্য মাত্রার দুর্নীতি বা অন্যান্য অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে মর্মে বিশ্বস্ত উৎস হতে চিহ্নিত দেশসমূহ • সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা সহায়তা করা হয় মর্মে বিশ্বস্ত উৎস হতে চিহ্নিত দেশসমূহ বা ভৌগলিক এলাকা।

সাধারণ উচ্চ ঝুঁকির উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রতিটি শাখাকে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি স্তরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকর EDD ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে, কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিনা তা নির্ণয়ের জন্য শাখাগুলোকে নিয়মিত মনিটরিং এর মাত্রা ও প্রকৃতি জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অধিকতর সতর্কতা (EDD) ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

ক) গ্রাহক সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য (পেশা, সম্পদের পরিমাণ, ঠিকানা) নেয়া।

খ) গ্রাহকের রিস্ক প্রোফাইল পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের সময়সীমা কমিয়ে আনা।

গ) গ্রাহক ও প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের উপাত্ত হালনাগাদের সময়সীমা কমিয়ে আনা।

ঘ) উল্লেখিত ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রকৃতির উপর অতিরিক্ত তথ্য নেয়া।

ঙ) সম্পাদিত লেনদেনের কারণ সম্পর্কে তথ্য নেয়া।

চ) গ্রাহকের অর্থের উৎস বা সম্পদের উৎস সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য নেয়া।

ছ) গ্রাহক PEPs হলে তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা বা চলমান রাখার ক্ষেত্রে সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের অনুমোদন নেয়া।

জ) বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংখ্যা ও সময় বৃদ্ধি করতঃ এবং অতিরিক্ত পরীক্ষা প্রয়োজন এমন লেনদেনের প্যাটার্ন নির্বাচন করতঃ ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিষয়ে অধিকতর মনিটরিং করা।

ঝ) যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব, যেমন- সম্পদ ক্রয় ইত্যাদি, সে সকল ক্ষেত্রে লেনদেনের সমর্থনে দালিলিক প্রমান নেয়া।

৫.৪ সাধারণ নিম্ন ঝুঁকির (General Low Risk) পরিস্থিতি/উপাদান ঃ

এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে, যেখানে গ্রাহক ও প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রকাশ্যে পাওয়া যায়, সেখানে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি কম হতে পারে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে এবং শাখা কর্তৃক ঝুঁকির পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করতঃ সহজতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (SDD) গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ধরণের নিম্ন ঝুঁকির পরিস্থিতি/উপাদান নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য নিম্ন ঝুঁকির উপাদান	• বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। • Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (NBFI)। • সরকারি প্রতিষ্ঠান। • বিদেশী সরকারি প্রতিষ্ঠান। • জন প্রশাসন বা এন্টারপ্রাইজ। • বাংলাদেশের যে কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান। • বাংলাদেশের বাইরের যে কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান যার তথ্য প্রকাশের রেগুলেটরি বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং তথ্য সহজলভ্য।
প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসেস এবং ডেলিভারি চ্যানেলের ক্ষেত্রে নিম্ন ঝুঁকির উপাদান	• বেসিক ব্যাংকিং হিসাব (BBA)। • মাসিক জমার পরিমাণ ৫০,০০০/- টাকার কম এমন নিম্ন মূল্যের (Low value) হিসাব। • বেতন হিসাব যেখানে বেতন বহির্ভুত অন্য কারণে ব্যবহৃত হয় না। • পেনশন হিসাব। • শুধুমাত্র ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স গ্রহণ করা হয় এমন রেমিট্যান্স কার্ড। • শুধুমাত্র আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ শ্রেণির গ্রাহকদেরকে প্রদানকৃত নির্ধারিত ও সীমিত অন্যান্য আর্থিক প্রোডাক্ট বা সেবা।
ভৌগলিক অবস্থানের ক্ষেত্রে নিম্ন ঝুঁকির উপাদান	• এমন দেশ, যেখানে FATF এর Recommendations যথাযথ ও কার্যকরভাবে পরিপালন করা হয় মর্মে Mutual Evaluations বা Detailed assessment reports এর মতো বিশ্বস্ত উৎস হতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। • এমন দেশ, যেখানে নিম্ন মাত্রার দুর্নীতি বা অন্যান্য অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে মর্মে বিশ্বস্ত উৎস হতে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পূর্বে উল্লিখিত সাধারণ নিম্ন ঝুঁকির উপাদানের ক্ষেত্রে ব্যাংককে এমনভাবে সহজতর সতর্কতা (SDD) ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, যাতে গ্রাহক, গ্রাহক কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি এবং যে কোনো প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতি কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে, এ SDD ব্যবস্থা অবশ্যই বিএফআইইউ এর AML/CFT পলিসিতে বর্ণিত ব্যবস্থার সাথে এবং নিম্ন ঝুঁকির উপাদানসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, উদাহরণ হিসেবে, SDD ব্যবস্থা শুধুমাত্র গ্রাহক গ্রহণযোগ্যতার নির্ণায়কের সাথে নিয়মিত মনিটরিং প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিৎ। এ ধরণের SDD ব্যবস্থার উদাহরণ হতে পারে ঃ

ক) গ্রাহক পরিচিতি হালনাগাদকরণের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা।

খ) যৌক্তিক আর্থিক সীমার উপর ভিত্তি করে চলমান মনিটরিং ও লেনদেন পর্যালোচনা হ্রাস করা।

গ) বিশেষ তথ্য সংগ্রহ না করা (ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার নিমিত্ত নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম নথিপত্রের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেয়া যাবে না, তবে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক ও লেনদেনের প্রকার হতে হিসাবের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নিশ্চিত হওয়া যাবে)।

৫.৫ অধিক পদক্ষেপ প্রয়োজন এমন পরিস্থিতি ঃ

ক) যখন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।
খ) AML–CFT আইনের বিধানে বিএফআইইউতে STR দাখিলের বিষয়ে কোনো ব্যতিক্রম নেই।
গ) শাখার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতিতে কিংবা আন্তর্জাতিক মানের যেমন FATF recommendations ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত উচ্চতর ঝুঁকির উপাদানের ক্ষেত্রে।
ঘ) গ্রাহক এমন অঞ্চল হতে বা অঞ্চলের যেখানে AML&CFT এর ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত মর্মে FATF দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে কিংবা যেখানে AML&CFT স্টান্ডার্ড খুবই দুর্বল মর্মে ব্যাংকের শাখার নিজস্ব মূল্যায়নে চিহ্নিত হয়েছে অথবা বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুরূপভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

৫.৬ প্রোডাক্টস ও সার্ভিসেস ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর নির্দিষ্ট কিছু প্রোডাক্ট ও সার্ভিস তাদের নিজস্ব প্রকৃতির কারণেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ ধরণের প্রোডাক্ট ও সার্ভিসগুলো বেনামী হিসাবের সংখ্যা বা অধিক পরিমাণের মুদ্রা বা সমতুল্য মুদ্রার সংশ্লিষ্টতাকে সুযোগ করে দিতে পারে। এ ধরণের কিছু প্রোডাক্ট ও সার্ভিসের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

- ইলেক্ট্রনিক ফান্ড প্রদান সেবা- অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (ACH) লেনদেন এবং অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM) ।
- ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং।
- ট্রাস্ট ও এসেট ম্যানেজমেন্ট সেবা।
- মনিটারি ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমনঃ ব্যাংকের চেক, ক্যাশিয়ার্স চেক, মানি অর্ডার, ট্রাভেলার্স চেক।
- ফরেন করেসপনডেন্ট।
- ট্রেড ফাইন্যান্স।
- থার্ড পার্টি পেমেন্ট প্রোসেসর বা প্রেরককে প্রদানকৃত সেবা।
- ফরেন এক্সচেঞ্জ।
- বিশেষ ব্যবহার বা পুঞ্জীভূত হিসাব।
- ঋণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, বিশেষতঃ ক্যাশ কোলেটারাল ও মার্কেটাবল সিকিউরিটিজ দ্বারা সিকিউর্ড লোন।
- নন-ডিপোজিট হিসাবের সেবা (যেমনঃ নন ডিপোজিট ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট ও ইনসুরেন্স)।
- বেনামী লেনদেন/ যা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
- সশরীরে অনুপস্থিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক বা লেনদেন।

৫.৭ কিছু নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট ও সার্ভিসের ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল ঃ

১। ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ঃ

ক) ইলেক্ট্রনিক ফান্ড পেমেন্ট প্রসেস সম্পর্কে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

খ) এ ধরণের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে হবে।

গ) নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

ঘ) যে কোনো হিসাব হতে বড় ধরণের অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে হিসাবধারীর সাথে ফোনে বা অন্য কোনো উপায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে।

২। ট্রেড ফাইন্যান্স ঃ

ক) ব্যবসার প্রকৃতি বা ধরণ নিশ্চিত হতে হবে।

খ) ঋণকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

গ) হিসাবের টার্নওভার নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

ঘ) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের কপি এবং কাগজপত্র ব্যাংকে বা শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ) ব্যক্তিগত হিসাব ও ট্রেড হিসাবের লেনদেন মনিটর করতে হবে।

চ) লেনদেনের বিষয়ে কোনো যুক্তিসংগত কারণ পরিলক্ষিত না হলে তা সন্দেহজনক লেনদেন (STR) হিসেবে বিএফআইইউ বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহকারে দাখিল করতে হবে।

৩। কাস্টমার ও সত্তা ঃ

যদিও যে কোনো হিসাবেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে, তথাপি ব্যবসার প্রকৃতি, পেশা বা প্রত্যাশিত লেনদেন কার্যক্রমের কারণে নির্দিষ্ট গ্রাহক ও সত্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু ঝুঁকির উদ্ভব হতে পারে। ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার এ পর্যায়ে, ব্যাংকগুলোকে নিজস্ব প্রজ্ঞা ব্যবহার করা প্রয়োজন যেন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির সকল গ্রাহককে একই স্তরের ঝুঁকির মধ্যে বিবেচনা বা সংজ্ঞায়িত করা না হয়। গ্রাহকদের ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে গ্রাহকদের অন্যান্য ভেরিয়েবল, যেমন কাঙ্ক্ষিত সেবা ও ভৌগলিক অবস্থানও বিবেচনা করা উচিৎ।

৪। ভৌগলিক অবস্থান ঃ

উচ্চতর ঝুঁকির কারণ হতে পারে এমন ভৌগলিক অবস্থানগুলো চিহ্নিত করা ব্যাংকের AML–CFT পরিপালন ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। গ্রাহকের হিসাব খোলার সময়ই প্রত্যেক শাখাকে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ব্যবসার সার্থে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট ঝুঁকি অথবা নির্দিষ্ট ভৌগলিক গন্তব্যে লেনদেন করার সময় এ সম্পর্কিত ঝুঁকি অনুধাবন ও মূল্যায়ন করতে হবে। তবে শুধুমাত্র ভৌগলিক ঝুঁকিই গ্রাহকের বা লেনদেনের ঝঁকির মাত্রা ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনোভাবেই নির্ধারণ করে না। উচ্চতর ঝুঁকির ভৌগলিক অবস্থান আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় যে কোনো প্রকারের হতে পারে। আন্তর্জাতিক উচ্চতর ঝুঁকির ভৌগলিক অবস্থান হিসেবে সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে ঃ

- রাষ্ট্রীয় মদদে সন্ত্রাসবাদে জড়িত দেশসমূহসহ জাতিসংঘ ও OFAC নিষেধাজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ এ ক্ষেত্রে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। এ সব দেশ ও ভৌগলিক অঞ্চল সরকারের তালিকা OFAC ও UN ওয়েবসাইটে দেয়া থাকে।

- এমন অঞ্চল বা দেশসমূহ যা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার দূর্বলতার কারণে Financial Action Task Force (FATF) এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা নন-কোঅপারেটিভ হিসেবে চিহ্নিত ও মনিটরকৃত।
- দেশের ভেতরের এমন কিছু অঞ্চল (জেলা), যেমন বর্ডার এলাকা ও যেখানে ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে প্রায়শ রায়ট সংগঠিত হয়।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রত্যেকটি শাখাকে নিম্নবর্ণিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত তথ্যের মাত্রা ও গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণ করতে হবেঃ

- ফান্ড ট্রান্সফার
- প্রাইভেট ব্যাংকিং
- মনিটারি ইনস্ট্রুমেন্ট বিক্রি
- ফরেন করেসপনডেন্ট হিসাব
- দেশের ভেতরে ও বাইরে ব্যাংকের ব্যবসায়িক অবস্থান।

এ তথ্য ব্যাংকের মোট সম্পদের আকার, গ্রাহক শ্রেণি, সত্তা, প্রোডাক্ট, সার্ভিস এবং ভৌগলিক অবস্থানের সাথে তুলনা করে মূল্যায়ন করা উচিৎ। বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে তথ্যের তুলনা করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ এবং এ বিশ্লেষণ করার সময় তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করা উচিৎ। বিশেষ করে, একটি শাখা কর্তৃক দাখিলকৃত STR সংখ্যার সাথে একই অঞ্চলাধীন অন্য ব্যাংক বা শাখা কর্তৃক দাখিলকৃত STR সংখ্যার তুলনা পরিহার করা উচিৎ। ব্যাংকের AML রিস্ক প্রোফাইল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংককে তার নিজস্ব প্রোডাক্ট, সার্ভিসেস, গ্রাহক, সত্তা এবং ভৌগলিক অবস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির তথ্যাদি ব্যবহার করা উচিৎ।

৫.৮ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল ঃ

১. হিসাব খোলা বা গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সন্তুষ্টিজনক সকল তথ্যাদি নিতে হবে।

২. KYC (Know Your Customer) এর সাথে সম্পর্কিত তথ্যাদির মধ্যে নিম্নোক্তগুলো অন্তর্ভুক্ত ঃ

ক. ব্যক্তি বা সত্তা কী করে।
খ. ব্যক্তি বা সত্তার পূর্বের ব্যবসা/পেশা সংশ্লিষ্ট নথি/তথ্য বিশ্লেষণ করা।
গ. আয়ের উৎস নিশ্চিত হওয়া।
ঘ. অর্থের উৎসের বিপরীতে কোন ধরণের পেশা বা ব্যবসা রয়েছে?
ঙ. গ্রাহক উক্ত পেশা বা ব্যবসার সাথে কতদিন যাবত জড়িত?
চ. পূর্বের ব্যবসা/চাকুরী/পেশা ত্যাগ করার পেছনে কারণ কী?
ছ. সম্পদের আকার বা পরিমাণ সম্পর্কে জানতে হবে।
জ. উপরোক্ত বিষয়াদির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র/কাগজপত্র নিতে হবে।
ঝ. সন্দেহজনক লেনদেন নিরূপণের লক্ষ্যে সকল লেনদেনের জন্য Transaction Profile (TP) তৈরি করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ AML/CFT পরিপালন কাঠামো

৬.১ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার ঘোষণা ঃ

ব্যাংকের দৈনন্দিন লেনদেন ও গ্রাহক সেবা নিরাপদ রাখা এবং ব্যাংকের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে ঃ

(ক) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২' (সংশোধন ২০১৫ সহ) এবং 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯' (সংশোধন ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এ বর্ণিত তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন।

(খ) ব্যাংকের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয় বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করে একটি বার্তা প্রদান করবেন এবং তাতে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয়ের বার্তাটি সারা বছর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হবে। তাছাড়া তিনি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিপালনীয় বিষয়াদির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন।

৬.২ AML/CFT বিষয়ক কাঠামো ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে। বর্তমানে বিদ্যমান এ ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

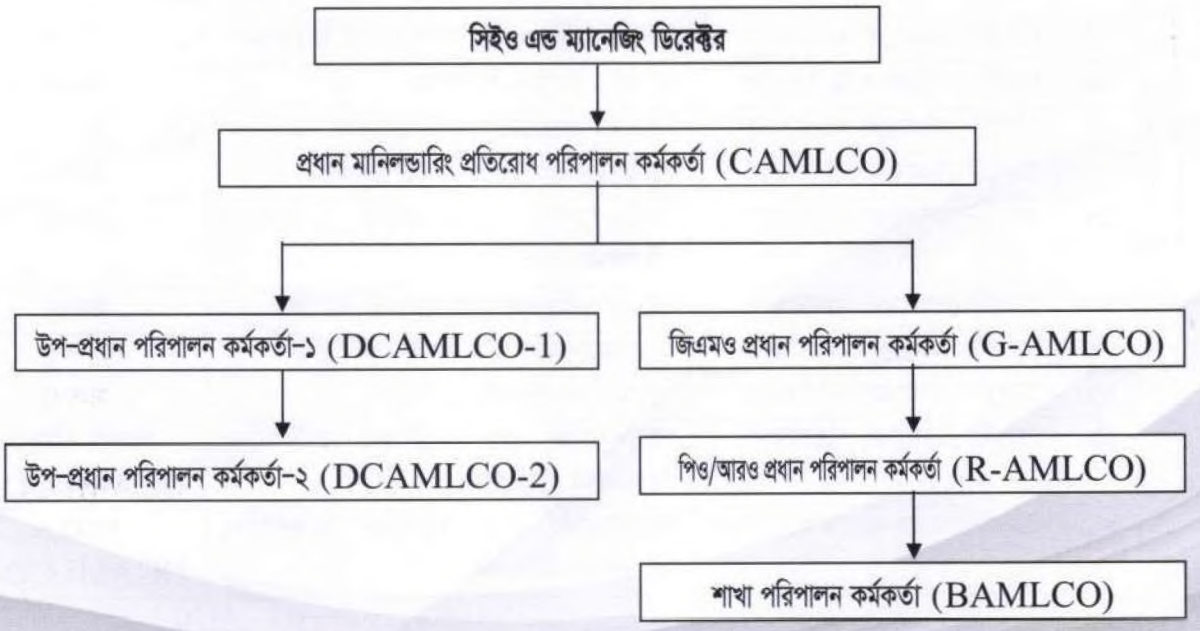

৬.৩ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (Central Compliance Committee-CCC) গঠন ঃ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ১৬/০৬/২০২০ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-২৬ এর ১.৩(১)(ক) নং ক্রমিকে বর্ণিত আছে যে, প্রতিটি ব্যাংক একজন "উর্ধ্বতন কর্মকর্তার" নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি' (Central Compliance Committee) প্রতিষ্ঠা করবে। উক্ত কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি ন্যূনতম ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট হবে; যাতে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাসহ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের (যেমন: হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, ক্রেডিট ডিভিশন, রিটেল ও কর্পোরেট ব্যাংকিং ডিভিশন, ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিভিশন, অপারেশন ডিভিশন, কার্ড ডিভিশন, আইটি ডিভিশন ইত্যাদি) প্রধান অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সদস্য হবেন। তবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কোনো কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তাদের উপর অর্পিত মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবে।

বিএফআইইউ এর উক্ত নির্দেশনার আলোকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে 'কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি' (Central Compliance Committee-CCC) গঠন করা হয়েছে। ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার (CAMLCO) নেতৃত্বে এবং মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন ছাড়াও অন্য ৮টি ডিভিশনের প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত ১২ সদস্য বিশিষ্ট ঈঈঈ এর বর্তমান কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	পদবী	ডিভিশন	CCC-তে অবস্থান
০১.	ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও CAMLCO	মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন	সভাপতি
০২.	জেনারেল ম্যানেজার	মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন	সদস্য
০৩.	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন	সদস্য
০৪.	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	ব্রাঞ্চেস কন্ট্রোল ডিভিশন	সদস্য
০৫.	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন	সদস্য
০৬.	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	জেনারেল এ্যাডভান্সেস ডিভিশন	সদস্য
০৭.	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভিশন (বিজনেস আইটি)	সদস্য
০৮.	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	ফরেন রেমিটেন্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন	সদস্য
০৯.	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স ডিভিশন	সদস্য
১০.	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন-২	সদস্য
১১.	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন	সদস্য সচিব ও DCAMLCO-1
১২.	এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার	মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন	সদস্য ও DCAMLCO-2

৬.৪ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির (CCC) দায়িত্ব ঃ

কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির প্রধান দায়িত্বসমূহ হলো ঃ

(ক) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার আওতায় এ সংক্রান্ত কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারণ করা এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করা।

(খ) সংশ্লিষ্ট ডিভিশন **(মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন)** কর্তৃক বার্ষিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচী বাস্তবায়নে তদারকি করা।

(গ) বছরে অন্তত ৪ (চার) টি (ত্রৈমাসিক) সভা আয়োজন করে ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালনের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

(ঘ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ, এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর) ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর অবগতি ও নির্দেশনার জন্য দাখিল করা এবং উক্ত প্রতিবেদনে শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদন (Self Assessment) এবং ব্যাংকের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত শাখা পরিদর্শনের চেকলিস্ট (Independent Testing Procedures) এর উপর ভিত্তি করে বিবেচ্য ষান্মাসিকে পরিদর্শিত শাখাসমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করা।

(ঙ) উক্ত প্রতিবেদনে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিএফআইইউ কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করা এবং সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয়ের নির্দেশনা ও মতামতসহ প্রতিবেদনটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির (SMT) সভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা।

(চ) প্রতিবেদনটির একটি কপি সংশ্লিষ্ট ষান্মাসিক শেষ হওয়ার ২(দুই) মাসের মধ্যে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

৬.৫ CAMLCO মনোনয়ন ও তাঁর দায়িত্ব ঃ

CAMLCO মনোনয়ন ঃ

ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা বা CAMLCO (Chief Anti Money Laundering Compliance Officer) হবেন প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তাই CAMLCO মনোনয়নের সময় ব্যাংককে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে ঃ

(ক) CAMLCO এর পদবী হবে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

(খ) লাইন ম্যানেজমেন্টে AML সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের **(মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন)** দায়িত্ব তাঁর অধীনে থাকতে হবে।

(গ) CAMLCO -কে ব্যাংকের অন্য কোনো দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে এর ফলে ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে না।

(ঘ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলী এবং এতদ্‌বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহের উপর তাঁর সম্যক ধারণা, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(ঙ) CAMLCO এর পরিবর্তন হলে অবিলম্বে লিখিতভাবে বিএফআইইউকে অবহিত করতে হবে।

CAMLCO এর দায়িত্ব ঃ

প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত সার্বিক দায়িত্ব পালন করলেও তাঁর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) তিনি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকে প্রতিষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (Central Compliance Committee-CCC) এর প্রধান হবেন এবং CCC এর নিয়মিত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) তিনি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদিতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

(গ) তিনি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার আওতায় CCC ও **মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন** কর্তৃক কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা দিবেন ও তত্ত্বাবধান করবেন।

(ঘ) তিনি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে এ ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা ষান্মাসিক ভিত্তিতে ও প্রয়োজনে যে কোনো সময় সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয়কে অবহিত করবেন এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

(ঙ) তাছাড়া, তিনি এতদবিষয়ে সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয় কিংবা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) তিনি নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত থাকবেন। তবে তিনি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

৬.৬ মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশনের (MLTFPD) দায়িত্ব ঃ

মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন (MLTFPD) সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের অন্যান্য ডিভিশনের মতই একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশন। এই ডিভিশন/বিভাগ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কর্মপরিধির (Area of Operation) আওতায় পরিচালিত হয়। তবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর ১৬/০৬/২০২০ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৬ এর নির্দেশনা মোতাবেক এ ডিভিশনের প্রধান দায়িত্ব হলো ঃ

(ক) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির (CCC) সাচিবিক দায়িত্ব পালন করা এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে পরিপালনীয় বিষয়সমূহ সম্পাদন করা।

(খ) ডিভিশনের প্রধান (ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার) হিসেবে উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) দায়িত্ব পালন করা।

(গ) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি এবং CAMLCO এর তত্ত্বাবধানে বার্ষিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(ঘ) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির (CCC) এর সভা আয়োজন করা, সভার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্টদেরকে অবহিত করা এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে কমিটিকে অবহিত করা।

(ঙ) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির নির্দেশনা অনুসারে শাখাসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী জারী করা এবং এতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহক পরিচিতি গ্রহণ, লেনদেন মনিটরিং ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য পরিপালনীয় নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা।

(চ) নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) ও সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

(ছ) শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং ব্যাংকের অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন-১ ও ২ কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রতি ষান্মাসিকে পরিদর্শিত শাখাসমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। উক্ত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে ঃ

(অ) মোট শাখার সংখ্যা এবং শাখা হতে প্রাপ্ত মোট সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সংখ্যা;

(আ) রিপোর্টকালে অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন-১ ও ২ কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখার সংখ্যা এবং শাখাসমূহের অবস্থা (শাখাওয়ারী প্রাপ্ত নম্বর);

(ই) প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনে অধিক সংখ্যক শাখায় একই ধরনের যে সকল অনিয়মের বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ঐ সকল অনিয়ম রোধে ডিভিশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(ঈ) অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন-১ ও ২ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ অনিয়মসমূহ এবং ঐ সকল অনিয়ম রোধে ডিভিশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা; এবং

(উ) প্রাপ্ত রিপোর্টে "অসন্তোষজনক" ও "প্রান্তিক" হিসেবে মূল্যায়িত শাখাসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণ ও রেটিং উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা;

(জ) শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি পরিদর্শন বা অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন-১ ও ২ এর মাধ্যমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা এবং বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনা।

(ঝ) বিএফআইইউ এর যে কোনো নির্দেশনা, পরামর্শ ও চাহিদা মোতাবেক কার্যাদি সম্পন্ন করা।

৬.৭ জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, প্রিন্সিপাল অফিস এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়-দায়িত্ব ঃ

জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস প্রধান তাঁর দপ্তরের একজন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (না থাকলে ন্যূনতম এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার) পদমর্যাদার নির্বাহীকে দপ্তর আদেশ জারির মাধ্যমে তাঁর অঞ্চলের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা নিয়োজিত করবেন। সংশ্লিষ্ট জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস প্রধানের নিকট মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (AML/CFT) বিষয়ে তাঁর জবাবদিহিতা থাকবে। তিনি AML/CFT বিষয়ক আইন, নীতিমালা এবং পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। অধিকন্তু, শাখা পর্যায়ে AML/CFT সংক্রান্ত পরিপালন কার্যক্রম তদারকি এবং পিও/আরও সহ প্রধান কার্যালয়ের কাজের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রিন্সিপাল অফিসার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন। প্রিন্সিপাল অফিস প্রধান এবং আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলে প্রধান মানিলন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা তাঁদের আওতাধীন শাখাসমূহে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে BAMLCO মনোনয়ন দান করবেন এবং শাখা প্রধান/BAMLCO কর্তৃক AML/CFT বিষয়ক আইন, নীতিমালা এবং সিস্টেম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কী না তা নিবিড়ভাবে তদারকি করবেন, শাখা পরিদর্শনকালে বিষয়টি নিশ্চিত করবেন এবং বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাদের AML/CFT বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতায় আনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৬.৮ BAMLCO মনোনয়ন ঃ

প্রতিটি শাখা ও কর্পোরেট শাখা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় কর্তৃক দপ্তর আদেশ জারির মাধ্যমে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Branch Anti Money Laundering Compliance Officer-BAMLCO) হিসেবে নিয়োগদান/মনোনয়ন দিতে হবে। তবে যে সকল শাখায় ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে নিযুক্ত থাকবেন, সে সকল শাখায় জেনারেল ব্যাংকিং বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজারকে BAMLCO হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। অনুরূপভাবে, যদি এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে নিযুক্ত থাকেন সে ক্ষেত্রে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসারকে BAMLCO হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও তার নিচের পদবীর যে সকল কর্মকর্তা শাখা প্রধান হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন তারা নিজেরা BAMLCO হিসেবে মনোনীত হবেন। তাদের মনোনয়নের দপ্তরাদেশ সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় কর্তৃক জারী করতে হবে। শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর সকল নির্দেশনা এবং এ ব্যাংকের নীতিমালার বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। BAMLCO এর মনোনয়নপত্রে/দপ্তরাদেশে তার কর্মপরিধি ও দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

BAMLCO এর দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

০১. গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য শাখায় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
০২. বিভিন্ন হিসাবের লেনদেন মনিটরিং করা।
০৩. ঝুঁকিপূর্ণ হিসাব চিহ্নিত করা।
০৪. নতুন ও বিদ্যমান এবং ওয়াক-ইন কাস্টমারদের Screening (UN, OFAC, Local) কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা।
০৫. অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করা।
০৬. CTR যোগ্য প্রতিটি হিসাবের সকল তথ্য সঠিকভাবে CBSএ এন্ট্রি নিশ্চিত করা এবং CTR যোগ্য প্রতিটি হিসাবের তালিকা শাখায় সংরক্ষণ করা।
০৭. শাখার সকল বন্ধ হিসাবের রেকর্ডপত্র ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা।
০৮. স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে (Self Assessment) AML/CFT বিষয়ক শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
০৯. AML/CFT বিষয়ক ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা।
১০. সময় সময় কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালন করা।
১১. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট/মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন কর্তৃক কাঙ্খিত বিভিন্ন হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।
১২. শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখা।
১৩. শাখায় এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা /কর্মচারীর রেকর্ড লিপিবদ্ধ রাখা।

উল্লেখ্য, BAMLCO এর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে BAMLCO কে সহযোগিতা করবে। অন্যথায় দায়িত্ব অবহেলার দায়ে সংশ্লিষ্ট ডেস্ক বা সেকশন বা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

৬.৯ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে (AML-CFT) শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

০১. প্রতিটি শাখায় পদমর্যাদার ভিত্তিতে শাখা ব্যবস্থাপক নিজে অথবা শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা অথবা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা BAMLCO হবেন (বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় দপ্তর আদেশ জারির মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেবেন)। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে আইন, বিধিমালা, ইস্তেহার, ইস্তেহার পত্র এবং এতদসংক্রান্ত জারীকৃত বিভিন্ন পত্রাদি সম্পর্কে তাঁর হালনাগাদ জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

০২. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে শাখায় একটি সিস্টেম থাকতে হবে যাতে KYC, TP, CTR, STR সম্পর্কে স্বাভাবিক নিয়মে রিপোর্টিং কিংবা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। দৈনন্দিন ব্যাংকিং কার্যক্রমে যাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় এবং গ্রাহকগণ যাতে অযথা হয়রানীর শিকার না হয়, সেদিকে গুরুত্ব প্রদান করা।

০৩. শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করা।

০৪. শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য আদান প্রদান করা হলে তা গ্রাহকের নিকট কোনভাবে ফাঁস না করা এবং বিএফআইইউ ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কর্মকর্তাসহ অন্যান্য পরিদর্শন নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রদান করা।

০৫. শাখার যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী AML/CFT বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ/কর্মশালায় যোগদান করেছেন তাদের এ সংক্রান্ত রেকর্ড পত্র শাখায় সংরক্ষণ করা।

০৬. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে শুরু থেকে জারীকৃত সকল ইস্তেহার এবং চিঠিপত্র একটি আলাদা ফাইলে শাখায় সংরক্ষণ করা।

০৭. শাখা ব্যবস্থাপক/BAMLCO এর উদ্যোগে প্রতি তিন মাস অন্তর শাখার সংশ্লিষ্টকর্মকর্তাদের নিয়ে AML / CFT বিষয়ক ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা। সভার আলোচ্যসূচির মধ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক শাখার মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর শাখার বিভিন্ন দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, কর্মপন্থা ও কৌশল নির্ধারণ, অগ্রগতি পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ যা সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। পরবর্তী সভায় তা উপস্থাপন এবং আলোচনা করে পরবর্তী করণীয় বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে STR করণ, KYC গ্রহণ ও হালনাগাদকরণ, এ সংক্রান্ত তথ্য যাচাইকরণ, CTR করণ ও নিবিড় তদারকি ব্যবস্থা চালু রাখা, গ্রাহক structuring এর মাধ্যমে CTR এড়িয়ে চলার কৌশল অবলম্বন করছে কী–না যাচাইকরণ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ ধরনের ঘটনা চিহ্নিত হলে সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিপরীতে STR করতে হবে।

০৮. বিভিন্ন ব্যক্তি/সত্ত্বার হিসাব সম্পর্কিত তথ্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) বা United Nations (UN) রেজুলেশনের আওতায় রিপোর্টকরণ ও লেনদেন স্থগিতের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

০৯. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন (**মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বিশেষ**) **প্রতিবেদন/সার্টিফিকেট নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ে প্রেরণ করা** এবং বিভিন্ন সময়ে বিএফআইইউ/দুর্নীতি দমন কমিশন/আদালত ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে প্রেরণ করা।

৬.১০ AML/CFT বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের দায়-দায়িত্ব ঃ

ক) হিসাব খোলার পূর্বে সম্ভাব্য/আগ্রহী গ্রাহকদের নিকট হতে বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

খ) বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে প্রকৃত গ্রাহক চিহ্নিতকরণ, হিসাবের সম্ভাব্য লেনদেন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

গ) সকল ধরনের নিয়মাচার ও দলিলাদির সম্পাদন নিশ্চিত করা।

ঘ) নতুন গ্রাহক সম্পর্কিত KYC (Know Your Customer) প্রোফাইল সম্পন্ন করা।

ঙ) গ্রাহকের প্রোফাইল ও লেনদেন কার্যক্রম মনিটর করা।

চ) গ্রাহকের হিসাবে বড় অংকের জমার উৎস সম্পর্কে দালিলিক প্রমাণ/তথ্যাদি গ্রহণ করা।

ছ) গ্রাহকের হিসাবে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে শাখা ব্যবস্থাপক/BAMLCO কে অবহিত করা।

জ) লেনদেন মনিটরিং এর পূর্বে সকল ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-বিধান পরিপালন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

ঝ) গ্রাহকের Transaction Profile বা অনুমিত মাত্রা হালনাগাদ রাখা/সংরক্ষণ করা।

ঞ) গ্রাহকের লেনদেনের ট্রেন্ড বুদ্ধিমত্তার সাথে পর্যবেক্ষণ করা।

সপ্তম অধ্যায় ঃ নীতি ও পদ্ধতি

৭.১ গ্রাহকের সংজ্ঞা ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহক বলতে নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে ঃ

১. ব্যাংকের সাথে কোনরূপ হিসাব সংরক্ষণ করে বা ব্যাংকিং সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এমন যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

২. ব্যাংক হিসাব বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যার পক্ষে হিসাব পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে Guidelines on Beneficial Ownership অনুসরণ করতে হবে।

৩. বিদ্যমান আইনী কাঠামোর আওতায় কোনো হিসাবধারী, ট্রাস্ট বা লেনদেনের প্রকৃত সুবিধাভোগীর হিসাব পরিচালনার জন্য নিযুক্ত কোনো পেশাদার মধ্যস্থতাকারী (যেমন- আইনজীবী, আইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট, ট্রাস্টি ইত্যাদি)।

৪. কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একক লেনদেনে সংঘটিত অধিক মূল্যের Occasional Transaction (যেমনঃ ডিমান্ড ড্রাফট, পে অর্ডার, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, অনলাইন ইত্যাদি) বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং অন্য কোনো ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক লেনদেন এর তুলনায় কোনো লেনদেন অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হলে তা 'অধিক মূল্যের' বলে বিবেচিত হবে।

৫. এছাড়া, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি বা সত্তা।

৭.২ গ্রাহক স্বীকৃতির নীতিমালা (Customer Acceptance Policy) ঃ

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের অংশ হিসেবে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের নিজস্ব নিম্নরূপ গ্রাহক স্বীকৃতির নীতিমালা রয়েছে, যা প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুসরণ করতে হবে ঃ

১. গ্রাহকের পরিচিতি সম্পর্কে প্রমাণসহ সুনির্দিষ্ট তথ্য ব্যতিরেকে কোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। গ্রাহকের প্রদত্ত তথ্য ব্যাংকার কর্তৃক যাচাই করে সন্তুষ্ট হতে হবে।

২. গ্রাহকের আয় ও অর্থের উৎস, ব্যবসার কর্মকান্ড, অবস্থান, লেনদেনের আকার ও ধরন, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও পেশা সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণসহ এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

৩. হিসাব খোলার সময় গ্রাহকের পরিচিতির সাথে কোনো পরিচিত অপরাধী ব্যক্তি/গোষ্ঠি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন এবং এরূপ কোনো ব্যক্তি বা সত্তার সাথে সামঞ্জস্য আছে কী না, তা যাচাই করে সম্পর্ক বা মিল নেই মর্মে নিশ্চিত হতে হবে।

৪. প্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছর) ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিজ নামে বা যুগ্ম নামে হিসাব খুলতে পারেন। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বেলায় অভিভাবকগণ তাদের পক্ষে এ ধরনের হিসাব খুলতে পারবেন।

৫. গ্রাহক যদি সুপরিচিত না হন সেক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কোনো পরিচয়দানকারীর সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। পরিচয়দানকারীর হিসাবের লেনদেন সন্তোষজনক হতে হবে এবং হিসাব পরিচালনাকারীর অর্থের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

৬. আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত কোনো ব্যক্তির হিসাব খোলা যাবে না।

৭. অস্থানীয় বা অপরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো একাউন্ট খোলা যাবে না। তবে গ্রহণযোগ্য কারণ থাকলে অস্থানীয়দের হিসাব খোলা যাবে।

৮. কোন লেনদেন সন্দেহজনক সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য গ্রাহকের পেশা/ব্যবসা সম্পর্কে পরিষ্কার/স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন ও স্বাভাবিক লেনদেন শুরুর প্রাক্কালেই এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৯. KYC পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রাহক নির্বাচন ও ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হবে।

১০. যে কোনো নিরক্ষর ব্যক্তি প্রচলিত নিয়মাবলী পালন সাপেক্ষে নিজ নামে হিসাব খুলতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে পরিচিতিদানকারী কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ফটো অবশ্যই থাকতে হবে। কেবলমাত্র আমানতকারীর ব্যক্তিগত উপস্থিতিতেই উক্ত হিসাব হতে টাকা উঠানো যাবে।

১১. কোন Shell Bank এর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।

১২. বেনামে বা ছদ্মনামে (Fictitious name) বা সংক্ষিপ্ত নামে কোনো হিসাব খোলা যাবে না।

১৩. হিসাবের শিরোনাম ব্যতীত শুধুমাত্র নম্বরযুক্ত কোনো প্রকার হিসাব খোলা যাবে না।

১৪. হিসাব খোলার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা (UN Sanction List) এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত বা নিষিদ্ধ ব্যক্তি/গোষ্ঠি/সংগঠনের তালিকা যাচাই (Screening) করতে হবে এবং এ ধরনের কোনো ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না।

১৫. যে সব ক্ষেত্রে গ্রাহকের পরিচিতি যাচাই করা সম্ভব হবে না এবং গ্রাহক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও কাগজপত্র প্রদানে অনীহা পরিলক্ষিত হয়, সেসব ক্ষেত্রে হিসাব খোলা যাবে না। এসব হিসাব খোলার জন্য শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রথমেই গ্রাহককে আবশ্যিক/প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে অনুরোধ জানাতে হবে। কোনো গ্রাহক যাতে অযথা হয়রানির শিকার না হন সে দিকেও বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৬. Walk-in-Customer কে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও সন্তোষজনক পরিচিতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭. ব্যাংকার–কাস্টমার সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি/ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও যাচাই করতে হবে।

১৮. হিসাব খোলার সময় গ্রাহকের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে এবং প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।

১৯. লকার সুবিধা গ্রহণকারী গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

২০. সামাজিক এবং আর্থিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

২১. Correspondent Banking সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে Respondent ব্যাংকের পরিচিতির যাবতীয় তথ্য/দলিলাদি সংগ্রহ ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন বিবেচনায় আনতে হবে।

২২. কোনো ব্যাংক যদি Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডিং ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করে বা হিসাব সংরক্ষণ/পরিচালনা করে বা সেবা প্রদান করে তাহলে ঐ ব্যাংকের সাথে কোনো করেসপন্ডিং ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।

২৩. অনিবাসী, সম্পদশালী, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, Non face to face, PEPS ইত্যাদির হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২৪. যে কোন সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন অন্ধ ব্যক্তি অন্যের সহায়তায় হিসাব খুলতে পারবে, তবে এক্ষেত্রে সহায়তাকারীর পরিচিতি সংরক্ষণ করতে হবে। লেনদেনের সময় উভয়ের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

২৫. ব্যাংকের একই শাখায় একই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে একই ধরনের একাধিক হিসাব খোলা যাবে না।

২৬. শাখা ব্যবস্থাপক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো হিসাব খোলা যাবে না।

২৭. লেনদেন সন্তোষজনক না হলে হিসাব বন্ধ করার ক্ষমতা ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

২৮. ব্যবসা পরিচালনাগত ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার আলোকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সময় সময় এতদসংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করতে পারবে।

২৯. হিসাব খোলার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী গ্রাহকের পাসপোর্ট সাইজের ফটোসহ যাবতীয় কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।

৩০. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত এ সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৭.৩ গ্রাহক পরিচিতি (Know Your Customer- KYC) ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকের পরিচিতি গ্রহণ ও যাচাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে ঃ

১. গ্রাহকের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত হিসাব খোলার ফরম ব্যবহার করতে হবে। বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidelines on Electronic Know Your Customer (e-KYC) এ বর্ণিত আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিতে হবে এবং সম্ভব না হলে হার্ড কপি হিসাব খোলার ফরম ব্যবহার করতে হবে।

২. গ্রাহকের পরিচিতির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এখানে "পূর্ণাঙ্গ" বলতে হিসাবের আবেদনকারী/হিসাবধারী গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইকল্পে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য, যেমনঃ নাম, পেশা,

জন্ম তারিখ ও বিস্তারিত ঠিকানা, এবং পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ/গ্রহণযোগ্য পরিচিতিমূলক ছবিযুক্ত আইডি কার্ড, ফোন/মোবাইল নম্বর ইত্যাদিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সন্নিবেশকে বুঝাবে। অপরদিকে "সঠিক (Accurate)" বলতে পূর্ণাঙ্গ এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যার সঠিকতা যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে যাচাই করা হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে গ্রাহক কর্তৃক হিসাব খোলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে। এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য গ্রহণ বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বিবেচনায় প্রজোয্য ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

৩. যদি গ্রাহকের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৪. ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক গ্রাহকের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপনপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ করতে হবে।

৫. হিসাবধারী ব্যতীত অন্য কাউকে (Walk-in Customer) লেনদেনে সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে (যেমনঃ ডিডি, টিটি, এমটি, পে-অর্ডার বা অনলাইন লেনদেন ইত্যাদি) Walk-in Customer এর জন্য প্রযোজ্য নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

গ্রাহক সনাক্তকরণ/বাছাই এর নিয়মাবলী ঃ

(ক) ঝুঁকি পরিহারে গ্রাহক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গরূপে অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে KYC নীতি/পদ্ধতি অনুসরণ করা।

(খ) প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতার জন্য KYC নীতি মেনে চলা।

(গ) KYC এর অভাবে যেন ব্যাংককে ঝুঁকিতে পড়তে না হয় সে দিকে গুরুত্বারোপ করা।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষার্থে আমানতকারী ও ঋণগ্রহীতাদের আস্থা সৃষ্টি ও অর্জন করা।

(ঙ) সকল ক্ষেত্রে পেশাগত ঝুঁকি এড়িয়ে চলার ব্যবস্থা করা।

(চ) আইনগত ঝুঁকি পরিহারের লক্ষ্যে সকল ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা।

ব্যক্তিগত হিসাব খোলার ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

(ক) সঠিক নাম (বাংলা ও ইংরেজিতে)।

(খ) স্বামী/স্ত্রীর নাম।

(গ) পিতার নাম।

(ঘ) মাতার নাম।

(ঙ) জন্ম তারিখ।

(চ) বর্তমান ও স্থায়ী আবাসিক ঠিকানা।

(ছ) কর্মস্থলের ঠিকানা।

(জ) ফোন / মোবাইল নম্বর।

(ঝ) পেশা/চাকুরী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং ফান্ড ও আয়ের উৎস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

(ঞ) ঠিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রয়োজনে বাড়ি/অফিস/কর্মস্থল পরিদর্শন করা যেতে পারে। কোনো একক দলিল গ্রাহকের পরিচিতি সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করে না, বিধায় সমন্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে ঃ

১) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) যাচাই

২) হাল আমলের ইউটিলিটি বিলস, TIN ইত্যাদি যাচাই।

৩) ভোটার তালিকা যাচাই।

৪) টেলিফোন ডাইরেক্টরী যাচাই।

৫) বাড়ির রেকর্ড পত্রাদি যাচাই/অফিস পরিদর্শন।

(ট) জন্ম তারিখ সঠিকভাবে লিখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে জন্ম তারিখ যেন জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)/জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র/এসএসসি সনদের সাথে মিল থাকে।

(ঠ) ফটোগ্রাফ (সত্যায়িত) গ্রহণ।

(ড) ফটোগ্রাফ যাচাইয়ের লক্ষ্যে হাল আমলের পাসপোর্ট, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) যাচাই।

(ঢ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেমন, ইউনিয়ন কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার অথবা ব্যাংক এর নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নিকট হতে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ।

(ণ) ব্যাংকের পরিচিত সম্মানিত গ্রাহকের কাছ থেকে সম্ভাব্য গ্রাহকের Introductory Reference গ্রহণ এবং

(ত) পরিচয় দানকারীর পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা গ্রাহকের নথিতে সংরক্ষণ।

(থ) অস্থানীয় গ্রাহকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাখায় হিসাব খোলার যৌক্তিকতা প্রমাণের সপক্ষে দলিলাদি গ্রহণ করতে হবে।

সংগঠন/সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

(০১) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ঃ

ট্রেড লাইসেন্স এর কপি গ্রহণসহ হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীদের নাম, পিতা-মাতার নাম, যোগাযোগের নম্বরসহ (ফোন/মোবাইল) ব্যক্তিগত হিসাব খোলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল দলিলাদি /নিয়মাচার পরিপালন।

ক্লাব, ক্রীড়া ও সামাজিক সংগঠন, সমিতি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ

এ ধরনের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক এবং নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র ও তথ্যাদি শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।

১. সংগঠনের / প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক ঠিকানা।
২. গঠনতন্ত্র।
৩. কমিটির গঠন, মেয়াদ ও তালিকা।
৪. রেজুলেশন।
৫. নিবন্ধন সনদপত্র (যদি থাকে)।
৬. আয়ের উৎস।
৭. হিসাব খোলার উদ্দেশ্য।
৮. হিসাব পরিচালনাকারী (সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/অর্থ সম্পাদক/অন্যান্য) প্রত্যেকের ব্যক্তিগত (হিসাব খোলার নিয়ম মতো) কাগজপত্র ও তথ্যাদি যাচাই এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) পার্টনারশীপ ব্যবসা/ প্রতিষ্ঠান ঃ

পার্টনারশীপ ডীড, ট্রেড লাইসেন্স, বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্রের কপি গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত হিসাব খোলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল দলিলাদি/নিয়মাচার পরিপালন। এছাড়া, সর্বশেষ অডিট রিপোর্টের কপি সংগ্রহ।

(৩) লিমিটেড কোম্পানি ঃ

(ক) রেজিস্টার্ড অফিসের বিস্তারিত তথ্য ও ব্যবসায়ের অবস্থান/স্থান নিশ্চিত হওয়া।
(খ) মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর সার্টিফাইড কপি ও সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এর সার্টিফাইড কপি গ্রহণ।
(গ) হিসাব খোলার ব্যাপারে বোর্ড রেজুলেশনের কপি ও হিসাব পরিচালনায় ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের নামের তালিকা গ্রহণ।
(ঘ) আবেদনকারী কোম্পানির ব্যবসার বিস্তারিত বিবরণ, হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, হিসাবে লেনদেনের টার্নওভার সম্পর্কে ধারণা নেয়া, ফান্ডের উৎস এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে সর্বশেষ ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কপি গ্রহণ।
(ঙ) প্রতিষ্ঠান/কোম্পানিতে অন্ততঃপক্ষে যাদের ২০% ও তদুর্ধ্ব অংশের শেয়ার রয়েছে তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গ্রহণ।
(চ) সিগনেটরীজ হিসেবে মনোনীত ব্যক্তিদের কোম্পানীতে অবস্থান/পদমর্যাদা অবহিত হওয়াসহ তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে হবে। সিগনেটরীজ পরিবর্তনের তথ্য ব্যাংককে যথাসময়ে অবহিত করতে হবে, যা ব্যাংক যাচাই করবে।
(ছ) পরিচালকবৃন্দের তালিকাসহ বিস্তারিত তথ্য গ্রহণ।

৭.৪ গ্রাহকের হিসাব এবং গ্রাহক সম্পর্কে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান/বিশ্লেষণ (Risk Based Monitoring) ঃ

কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার বৈশিষ্ট্য, হিসাবের ধরন, লেনদেনের প্রকৃতি, পেশার ধরন এবং অতীত কর্মকান্ড ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ঝুঁকির মান নির্ণয় করা প্রয়োজন।

হিসাবের ধরন ঃ কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে প্রথমে বুঝতে হবে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা প্রতিষ্ঠান স্ব-ইচ্ছায় ব্যাংকে হিসাব খোলার জন্য এসেছে কী না অথবা ব্যাংকাররা হিসাব খোলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে কী না এই বিষয়টি প্রাথমিক বিবেচনায় নিতে হবে। হিসাব খোলা বা পরিচালনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, ব্যক্তির পেশার ধরন, পূর্ববর্তী অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত ছিল কী না, যদি থাকে তা পরিবর্তন হওয়ার কারণ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ঝুঁকির মান নির্ধারণ করা আবশ্যক। অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলা এবং লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় এই ধরনের হিসাবের মনিটরিং ব্যবস্থা দৃঢ় রাখতে হবে।

হিসাবে লেনদেনের ধরন ঃ গ্রাহক তার হিসাবে কি ধরনের লেনদেন করে থাকে, যেমনঃ নগদ জমা বা উত্তোলন, ট্রান্সফারের মাধ্যমে জমা বা উত্তোলন বা বৈদেশিক রেমিট্যান্স বা ডিডি, এমটি, টিটি, অনলাইন এর মাধ্যমে অর্থ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ বা বিভিন্ন স্থান হতে রেমিট্যান্স এর মাধ্যমে অর্থ জমা ইত্যাদি উপায়ে লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP) অতিক্রম করে কী না, যদি অতিক্রম করে তার ধরন বিশ্লেষণ করতে হবে। নগদ জমা বা উত্তোলনের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন রির্পোটিং (CTR) কে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে ভগ্নাংশ আকারে টাকা জমা বা উত্তোলন (Structuring) করা হয় কী না তা পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক।

পেশার ধরন ঃ গ্রাহক কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত আছে কী না, যেমনঃ রিয়েল এষ্টেট ব্যবসা, স্বর্ণের ব্যবসা, মূল্যবান পাথরের ব্যবসা, মুদ্রা বিনিময় ব্যবসা বা জনশক্তি রপ্তানির ব্যবসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের হিসাবের লেনদেনের প্রকৃতি, আকার এবং লেনদেনের মাত্রা সংশ্লিষ্ট পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কী না যাচাই করতে হবে। নির্ধারিত বা বর্ণিত পেশার বাইরে অন্য কোনো অবৈধ পেশা বা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত আছে কী না তাও লেনদেনের প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করা আবশ্যক।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ঃ কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নামে শাখায় হিসাব পরিচালিত হলে, কি ধরনের পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত আছে, উক্ত উৎপাদনমূলক ব্যবসা পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে সরকারি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া আছে কী না তা দেখা আবশ্যক। এছাড়া, বৈধ উৎপাদনের অন্তরালে অন্য কোন ভেজাল পণ্য উৎপাদন বা বিপণনে নিয়োজিত আছে কী না এ বিষয়টি যথাসম্ভব অনুসন্ধান এবং যাচাই করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন বা অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত আছে প্রতীয়মান হলে দ্রুত Suspicious Transaction Reporting (STR) এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৭.৫ গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Customer Due Diligence-CDD) ঃ

ব্যাংক যাতে গ্রাহকের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কার্যকলাপের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করতে ব্যাংকার কর্তৃক CDD সম্পন্ন করা অপরিহার্য।

গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা CDD বলতে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে গ্রাহকের পরিচিতি নিশ্চিতকরণ, সংগৃহীত পরিচিতিমূলক তথ্য বা উপাত্তের সঠিকতা এবং অর্থের উৎস যাচাইকরণসহ হিসাবের পরিচিতিমূলক তথ্য বা উপাত্ত ও লেনদেন নিয়মিতভাবে (On-going) মনিটরিং করাকে বুঝাবে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ ও যাচাইকরণ (KYC), CDD প্রক্রিয়ার একটি অংশ।

(১) গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ে CDD সম্পাদন করতে হবে ঃ
   (ক) গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময়;
   (খ) ব্যাংকের হিসাবধারী নয় এরূপ গ্রাহক অর্থাৎ, Walk-in Customer কর্তৃক সম্পাদিত ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা বা তদুর্ধ্ব মূল্যের Occasional Transaction (যেমনঃ ডিমান্ড ড্রাফট, পে অর্ডার, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, অনলাইন ইত্যাদি) এর সময়;
   (গ) যখন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকবে যে ইতঃপূর্বে গ্রাহকের পরিচিতির নিমিত্তে যে তথ্য বা দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত বা সঠিক নয়; এবং
   (ঘ) কোনো লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সাথে জড়িত মর্মে সন্দেহে CDD সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা ফাঁস (Tipping-Off) হবার সম্ভাবনা থাকলে CDD সম্পাদন না করেই সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট করতে হবে;
   (ঙ) বিদ্যমান গ্রাহকের সাথে আর্থিক লেনদেন সংঘটনের সময়।

(২) গ্রাহকের পরিচিতি এবং ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এখানে "ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে" বলতে বিদ্যমান নির্দেশনার আলোকে গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক CDD সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করাকে বুঝাবে। উল্লেখ্য, ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত আলোচ্য CDD কার্যক্রম নিয়মিতভাবে (On-going) পর্যালোচনা করতে হবে।

(৩) প্রতিটি হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সনাক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী'র পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে ঃ
   (ক) যদি কোনো গ্রাহক অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে হিসাব পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ছাড়াও উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;
   (খ) আপাতঃদৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গ্রাহককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ/প্রভাবিত করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এবং
   (গ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এক্ষেত্রে, যিনি/যাদের উক্ত কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণযোগ্য স্বার্থ (Controlling/ownership interest) রয়েছে, তিনি/তারা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী বলে বিবেচিত হবেন।

(ঘ) উপর্যুক্ত (খ) ও (গ) দফার নির্দেশনা পূরণকল্পে কোনো ব্যক্তি (Natural Person) চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার পদে আসীন সংশ্লিষ্ট এমন ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তকরণপূর্বক তার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.৬ গ্রাহক সম্পর্কিত সহজতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Simplified CDD) ঃ

গ্রাহক হয়রানি রোধ করতঃ ব্যাংকিং লেনদেন সুবিধার্থে এবং মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি বিবেচনায় গ্রাহক সম্পর্কিত নিম্নোক্ত সহজতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

(ক) ব্যাংকের হিসাবধারী নয় এরূপ গ্রাহক অর্থাৎ, Walk-in Customer কর্তৃক অনুর্ধ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রেরণকারী/আবেদনকারী ও প্রাপক/বেনিফিসিয়ারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রেরণকারী/আবেদনকারীর টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

(খ) উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত লেনদেন ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক বা ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার নীচে হলে বর্ণিত তথ্যাদির পাশাপাশি প্রেরণকারী/আবেদনকারী বা জমাকারী/উত্তোলনকারীর ছবিযুক্ত আইডি সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) আর্থিক অর্ন্তভুক্তির (Financial Inclusion) উদ্দেশ্যে নিম্নঝুঁকি সম্পন্ন হিসাব খোলা বা পরিচালনার ক্ষেত্রে (সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা হিসাব, স্কুল ছাত্রের হিসাব, কৃষকের হিসাব এবং অন্যান্য No-Frill Account); এবং

(ঘ) এক্ষেত্রে Guidelines on e-KYC এ বর্ণিত গ্রাহক সম্পর্কিত সহজতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

৭.৭ গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence-EDD) ঃ

শাখা কর্তৃক নিরূপিত উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন (High Risk) গ্রাহকের ক্ষেত্রে নিম্নরূপে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা EDD গ্রহণ করতে হবে ঃ

(১) নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উৎস (Independent and reliable sources) থেকে গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে;

(২) হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, হিসাবের অর্থ বা সম্পদের উৎস জানার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে, এ ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে; এবং

(৪) High Risk গ্রাহকের হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে অধিকতর মনিটর করতে হবে।

<u>অন্যান্য নির্দেশনা</u> ঃ

(১) শাখা কর্তৃক কোনো গ্রাহককে Previlege ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করার ক্ষেত্রে CDD সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (EDD) গ্রহণ করতে হবে।

(২) যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে (যেমন : ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের পাবলিক ডকুমেন্টে High Risk and Non- Cooperative Jurisdictions হিসেবে তালিকাভুক্ত দেশ) সেসব দেশের কোনো ব্যক্তি বা সত্তার (আইনগত প্রতিনিধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ যে কোনো প্রতিষ্ঠান) সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা এবং লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (EDD) গ্রহণ করতে হবে।

৭.৮ KYC (Know Your Customer) কি ঃ

যে পদ্ধতিতে গ্রাহক হিসেবে একজন ব্যক্তি/ ব্যবসা/ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা/ চিত্র পাওয়া যায়, পাশাপাশি যার মাধ্যমে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় তাকে KYC (Know Your Customer) বলে। ব্যাংককে জাল-জালিয়াতি, প্রতারণা, অর্থ আত্মসাতসহ বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম থেকে সুরক্ষা এবং **মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে প্রত্যেক গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহপূর্বক KYC সম্পাদন একটি কার্যকর পদ্ধতি**। KYC পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ না করলে ব্যাংকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পর্কিত নানাবিধ ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

KYC Profile সম্পাদনকালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

(ক) KYC Profile সম্পাদনকালে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে হবে (গ্রাহকদের সব ধরনের ঠিকানা সন্নিবেশ করতে হবে)।

(খ) Subjective এবং Objective দুটি পর্যায়ে সম্ভাব্য গ্রাহককে বিভাজন/বাছাই (Screening) করতে হবে। সম্ভাব্য গ্রাহক এর পরিসম্পদের উৎস ও পেশা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং যাচাই করতে হবে।

(গ) এ সব তথ্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক বা তার সম্পদ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে ঐ গ্রাহককে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে ।

KYC এর গুরুত্ব ঃ

ব্যাংকের ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে KYC একটি কার্যকর পন্থা। KYC পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা না হলে ব্যাংক ও তার কর্মকর্তাগণ বিদ্যমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন অনুসারে বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হতে পারেন। বিশেষতঃ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক আর্থিক জরিমানা আরোপ, দুর্নীতি দমন কমিশন বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মামলা রুজু হলে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রদান, সুনাম নষ্ট এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাংকের বড় ধরনের আর্থিক ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। যেমনঃ আমানতকারী কর্তৃক আমানত উত্তোলন (প্রত্যাহার), আন্তঃব্যাংক সুবিধাদির অবলুপ্তি, ব্যাংকের বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন, পরিসম্পদ বাজেয়াপ্ত হওয়া এবং ঋণ হিসাবের ক্ষতি। এছাড়াও, উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে বেশি সময়, শ্রম ও শক্তি ব্যয় হতে পারে।

KYC (Know Your Customer) এর নীতি ঃ

১) KYC (Know Your Customer) নীতি ও পদ্ধতি পরিপালন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা। একজন গ্রাহক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে ধোঁকা দেয়ার জন্য বেনামে ও ভুয়া নাম ঠিকানায় হিসাব খুলতে সচেষ্ট থাকতে পারে।

২) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ক) ধারা অনুযায়ী লেনদেনকারী গ্রাহক সম্পর্কে ব্যাংকের নিকট প্রমাণসহ সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকতে হবে। গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

৩) কোন লেনদেন সন্দেহজনক কী না, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য গ্রাহকের পেশা এবং ব্যবসা সম্পর্কে পরিষ্কার/স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন ও স্বাভাবিক লেনদেন শুরুর প্রাক্কালেই এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৪) কোন হিসাবে লেনদেন পরিচালনার জন্য মনোনীত ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে খোঁজ খবর নিতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে সম্ভাব্য গ্রাহকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে।

৫) যে ধরনের হিসাবই হোক না কেন গ্রাহকের পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদি গ্রহণকালে গ্রাহকের সেসব রেকর্ডপত্র নিতে হবে যা অবৈধভাবে সংগ্রহ করা কঠিন। এককভাবে কোনো দলিল একজন গ্রাহকের পরিচিতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ হিসেবে প্রমাণ করে না বিধায় সমন্বিত পদ্ধতি (Cumulative Process) অনুসরণ করতে হবে। তাই ব্যাংককে তার গ্রাহক সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে হবে এবং এ সম্পর্কিত দালিলিক প্রমাণাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

৬) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(খ) ধারা অনুযায়ী গ্রাহকদের পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদি, প্রমাণপত্র এবং লেনদেনের যাবতীয় রেকর্ডপত্র হিসাব বন্ধ হওয়ার বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক অবসায়নের পর ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থতায় উক্ত আইনের ২৫(২)(ক) ধারায় বিএফআইইউ কর্তৃক রিপোর্টকারী সংস্থাকে অন্যূন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার এবং সর্বোচ্চ ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে। তাছাড়া, আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থার কোনো শাখা বন্ধ বা লাইসেন্স বাতিলের বিধান রাখা হয়েছে।

৭) ব্যাংককে KYC পদ্ধতি সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যার মধ্যে নিম্নবর্ণিত মৌলিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

ক) গ্রাহক স্বীকৃতির নীতিমালা।
খ) গ্রাহক চিহ্নিতকরণ।
গ) চলমান অতি ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবসমূহের পর্যবেক্ষণ বহাল রাখা।
ঘ) সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিতকরণ।

৮) প্রতিটি ব্যাংক নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্য (KYC) হালনাগাদকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রক্রিয়া প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর অন্তর সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া, উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রক্রিয়া ১ (এক) বছর পর পর সম্পন্ন করতে হবে। তবে গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্যের যে কোনো পরিবর্তন অবগত হওয়ার সাথে সাথেই তা হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়া নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজন অনুভূত হলে যে কোনো সময়েই গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্য হালনাগাদ করতে হবে। হালনাগাদকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পুনরায় অবিলম্বে এসব হিসাবের ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে।

৯) এপ্রিল ৩০, ২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা যে সকল হিসাবে KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি, সে সকল হিসাব 'সুপ্ত' (Dormant) হিসেবে চিহ্নিত হবে। সুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত এ সকল হিসাবে শুধুমাত্র অর্থ জমা করা যাবে কিন্তু উত্তোলন করা যাবে না। তবে গ্রাহক কর্তৃক শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক উক্ত গ্রাহকের KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলে গ্রাহক হিসাবটিতে স্বাভাবিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারবেন। মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন এরূপ সুপ্ত হিসাবের তথ্য সংরক্ষণ করবে।

KYC (Know Your Customer) এর পদ্ধতি ঃ

ক) হিসাব খোলার প্রাক্কালে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্ভাব্য গ্রাহকের পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে। দালিলিকরণের প্রয়োজনে হিসাব খোলার আবেদনপত্রে ব্যাংকের সুপারিশ, অর্থের উৎস এবং পরিচিতি ইত্যাদি বিষয় পূরণ করতে হবে। গ্রাহক সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নথিবদ্ধকরণের সময় তার/তাদের সম্পদের উৎস ও সম্ভাব্য লেনদেনের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়েই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

খ) হিসাব খোলার পর লেনদেন শুরু হলে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত হতে হবে যে, উক্ত লেনদেনের প্রকৃতি গ্রাহকের ব্যবসায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে সতর্কতার সাথে গ্রাহকের সন্দেহজনক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, গ্রাহকের চালচলন ও জীবনযাত্রার লক্ষণযোগ্য পরিবর্তন (যেমন- চাকুরীর মান, আর্থিক ক্ষমতা) ও লেনদেন কার্যক্রম সময়ে সময়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

গ) প্রকৃত পরিসম্পদের হিসাবসমূহের তথ্যাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের প্রকৃত আর্থিক ক্ষমতা, মূল্যমান, আয়ের উৎস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঘ) গ্রাহকের পাশাপাশি ব্যাংকের নিজস্ব নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উক্ত হিসাবসমূহের লেনদেন নিবিড়ভাবে মনিটর করতে হবে। এক্ষেত্রে Know Your Employee (KYE) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

ঙ) হিসাব খোলার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসাবটিকে উচ্চ ঝুঁকি/নিম্ন ঝুঁকি হিসেবে অবশ্যই চিহ্নিত করবেন। ঝুঁকি মূল্যায়নকালে নিম্নোক্ত তথ্যাদি ব্যবহার করা যাবে । যেমনঃ

- গ্রাহকের পেশা/ব্যবসার প্রকৃতি।
- গ্রাহকের প্রকৃত আর্থিক মূল্যায়ন/বিক্রয়ের পরিমাণ।
- হিসাব খোলার প্রকৃতি (গ্রাহক কী নিজ উদ্যোগে এসেছেন অথবা ব্যাংক কর্তৃক আনা হয়েছে)।
- সম্ভাব্য মাসিক লেনদেনের পরিমাণ।
- সম্ভাব্য মাসিক লেনদেনের সংখ্যা।
- সম্ভাব্য মাসিক নগদ লেনদেনের আর্থিক মূল্যায়ন।
- সম্ভাব্য বৈদেশিক রেমিট্যান্স জমা এবং প্রেরণকারী সংক্রান্ত তথ্যসমূহ গ্রহণ এবং যাচাইকরণ।
- সম্ভাব্য মাসিক নগদ লেনদেনের সংখ্যা।
- সম্ভাব্য মাসিক তহবিল স্থানান্তর ।

চ) KYC তথ্যাদি মাসিক ভিত্তিতে/প্রয়োজন অনুসারে অবশ্যই হালনাগাদ করতে হবে। নিম্ন ঝুঁকির হিসাবের ক্ষেত্রে তথ্য পরিবর্তন হলে তাও হালনাগাদ করতে হবে। কোন হিসাব উচ্চ ঝুঁকি হিসেবে

শ্রেণীকৃত হলে উক্ত হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ছ) হিসাবের লেনদেন পরিচালনার জন্য মনোনীত ব্যক্তি ও হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর (Beneficial Owner) তথ্য সংগ্রহপূর্বক তাদেরও KYC সম্পন্ন করতে হবে।

জ) KYC সম্পন্ন করার সময় Transaction Profile (TP) এ উল্লেখিত লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ গ্রাহকের আয় ও পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৯ সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহকের (Non face to face customer) ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহক বলতে ঐ সকল গ্রাহককে বুঝাবে যারা ব্যাংক শাখায় সশরীরে উপস্থিত না হয়ে ব্যাংকের এজেন্টের মাধ্যমে বা নিজের পেশাদার প্রতিনিধির (আইনজীবী, একাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে হিসাব খুলে থাকে এবং পরিচালনা করে থাকে। সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহককে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে এবং তা নিরসনের জন্য ব্যাংকের বিদ্যমান নীতি ও পদ্ধতি কঠোরভাবে পরিপালন করতে হবে। এ ধরণের গ্রাহকের ক্ষেত্রে CDD অনুসরণ করা আবশ্যক।

হিসাব পরিচালনায় পাওয়ার অব এটর্নি/ম্যান্ডেট ঃ

পাওয়ার অব এটর্নির মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতা/সম্পত্তি নিয়ে লেনদেনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় বিধায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়ার অব এটর্নির অধিকারী/সুবিধাভোগী, তা প্রদানকারী এবং তৃতীয় পক্ষের ম্যান্ডেটধারীর পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং সকল লেনদেনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

নতুন সেবা বা প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

এ ব্যাংক কর্তৃক প্রযুক্তি নির্ভর নতুন কোনো সেবা বা পদ্ধতি (যেমন, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি) প্রচলন বা প্রচলিত সেবা বা পদ্ধতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে উক্ত সেবা বা পদ্ধতির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি চিহ্নিত করতে হবে, তার মাত্রা নিরূপণ করতে হবে এবং এরূপ সেবা বা পদ্ধতি হতে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য ব্যবস্থাদি নতুনরূপে উদ্ভাবিত সেবা বা পদ্ধতির প্রচলন বা উন্নয়নকৃত সেবা বা পদ্ধতির প্রচলনের পূর্বেই গ্রহণ করতে হবে।

ইন্টারনেট/অনলাইন ব্যাংকিং ঃ

ইন্টারনেট/অনলাইনে ব্যাংকিং লেনদেন সুবিধাজনক বিধায় অপরাধীরা জালিয়াতি, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন কার্যক্রমে ইন্টারনেট/অনলাইন ব্যাংকিংকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। সুতরাং, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে "অনলাইন লাইভ একাউন্ট" খোলা ও এতে তাৎক্ষণিক লেনদেনের অনুমোদন দেয়া যথার্থ হবে না। বরং প্রাথমিক আবেদনপত্র অনলাইনে প্রণয়ন করে পরবর্তীতে আবেদনকারীর পরিচিতি যথাযথ পরীক্ষা/পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে। হিসাব খোলার পদ্ধতিগত নিয়মাদির যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতিতে খোলা হিসাবের মত অনলাইনে হিসাব খোলার পরপরই পূর্ণাঙ্গ লেনদেন সুবিধা প্রদান করা সঠিক হবে না। সুবিধা প্রদান করলে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

৭.১০ পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সনস (Politically Exposed Persons-PEPs) ঃ

পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সনস বা PEPs বলতে বুঝায় "Individuals who are or have been entrusted with prominent public functions of a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials".

PEPs এর হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

PEPs এর হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ হিসাবের জন্য প্রযোজ্য সকল বিষয়াদি (এ গাইড বইয়ের ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত) অনুসরণের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে ঃ

১) সংশ্লিষ্ট গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী PEPs কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ (যেমনঃ উন্মুক্ত তথ্যের উৎস, বিভিন্ন ডাটাবেইজ ব্যবহার ইত্যাদি) গ্রহণ করতে হবে।

২) PEPs এর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা বিদ্যমান সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।

৩) এছাড়াও এ গাইড বইয়ে বর্ণিত গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (EDD) গ্রহণ করতে হবে।

৪) PEPs এর পরিবারের সদস্য এবং তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ পরিপালন করতে হবে। এখানে 'PEPs' হিসেবে কোনো মধ্যম বা অধঃস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

৫) PEPs হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে।

৬) এক্ষেত্রে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 ও এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত অনিবাসীদের হিসাব খোলা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিবিধান যথারীতি পরিপালন করতে হবে।

প্রভাবশালী ব্যক্তি (Influential Persons-IPs) :

প্রভাবশালী ব্যক্তি বা IPs বলতে বুঝায় "Individuals who are or have been entrusted **domestically** with prominent public functions, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials".

IPs এর হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

উপরে সংজ্ঞায়িত যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি ব্যাংকের জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হলেও সকলেই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহক হবেন তার নিশ্চয়তা নেই। তাই সার্বিক বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তির হিসাব খোলা ও পরিচালনা উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হলে এ গাইড বইয়ে বর্ণিত গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (EDD) গ্রহণ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বলতে বুঝায় "Persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organization refers to members of senior management, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions."

প্রভাবশালী ব্যক্তির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ব্যাংকের জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, তবে নিশ্চিত নয়। তাই সার্বিক বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার হিসাব খোলা ও পরিচালনা উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হলে এ গাইড বইয়ে বর্ণিত গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (EDD) গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশনা তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও তার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত (close associates) ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

PEPs, IPs এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার হিসাব খোলা ও পরিচলনার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidance Notes on Politically Exposed Persons (PEPs) for all Reporting Organizations এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৭.১১ করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Correspondent Banking) এর ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং বলতে যে কোনো এক ব্যাংক (করেসপন্ডেন্ট) কর্তৃক অন্য ব্যাংককে (রেসপন্ডেন্ট) বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা, যেমনঃ ক্রেডিট, ডিপোজিট, কালেকশন, ক্লিয়ারিং, পেমেন্ট, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট, আন্তর্জাতিক অয়্যার ট্রান্সফার, ডিমান্ড ড্রাফট্ এর জন্য ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট বা অনুরূপ অন্য কোনো সেবা প্রদানকে বুঝাবে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য ও রেমিটেন্স এর ক্ষেত্রে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং রিলেশনশিপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ব্যবহৃত হতে না পারে সে জন্য করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং, বিশেষতঃ আন্তঃদেশীয় করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Cross Border Correspondent Banking) সম্পর্ক স্থাপন এবং তা অব্যাহত রাখা ও নবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ আবশ্যিকভাবে পরিপালন করতে হবে ঃ

(১) করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পূর্বে বিএফআইইউ কর্তৃক প্রণীত ও সরবরাহকৃত এ সম্পর্কিত প্রশ্নমালা **(পরিশিষ্ট 'খ')** মোতাবেক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকের ব্যবসায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার (CAMLCO) অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে, প্রশ্নমালায় যাচিত তথ্যাদির অতিরিক্ত হিসেবে উন্মুক্ত উৎস (Open Source) হতেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(২) করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকটি সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরভাবে তদারক করা হয়, এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি সাপেক্ষেই কেবলমাত্র কোনো বিদেশী ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে বা বজায় রাখা যাবে।

(৩) কোনো Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না বা বজায় রাখা যাবে না। Shell Bank বলতে ঐসব ব্যাংককে বুঝাবে যাদের যে দেশে ইনকর্পোরেটেড, সে দেশে কোনো

শাখা বা কার্যক্রম নেই এবং কোনো নিয়ন্ত্রিত আর্থিক গ্রুপ (regulated financial group) এর আওতাভূক্ত নয়।

(৪) যে সব করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করে বা হিসাব সংরক্ষণ করে বা সেবা প্রদান করে তাদের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না বা বজায় রাখা যাবে না।

(৫) যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে (যেমন: ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের পাবলিক ডকুমেন্টে High Risk and Non-Cooperative Jurisdiction হিসেবে তালিকাভুক্ত দেশ) সেসব দেশের ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন বা বজায় রাখার ব্যাপারে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (EDD) গ্রহণ করতে হবে। এসব ব্যাংকের প্রকৃত সুবিধাভোগী এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তাদের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৬) যে সকল রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক তাদের গ্রাহকদেরকে করেসপন্ডেট ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি লেনদেন সম্পাদন করার সুযোগ প্রদান করে থাকে (অর্থাৎ Payable through accounts*) তাদের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে –

(ক) রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক তাদের গ্রাহকের CDD যথাযথভাবে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে; এবং

(খ) করেসপন্ডেট ব্যাংকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের CDD বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব মর্মে নিশ্চিত হতে হবে।

*উল্লেখ্য এখানে Payable through accounts বলতে "Correspondent accounts that are used directly by third parties to transact business on their own behalf" বুঝাবে;

(৭) বিদ্যমান সকল করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক সময় সময় পুনর্মূল্যাংন করতে হবে এবং উক্ত ক্ষেত্রেও উপরোল্লিখিত নির্দেশনাবলী পরিপালন করতে হবে।

৭.১২ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ পরিপালন করতে হবে ঃ

(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা পরিপালনের দায়ভার এজেন্টের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শাখার উপর বর্তাবে;

(২) এজেন্ট এবং গ্রাহকদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ নির্দেশিত হিসাব খোলার ফরম ব্যবহার;

(৩) এজেন্ট ও গ্রাহকের সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ ও রিপোর্টকরণে সচেতন থাকা;

(৪) এজেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামের মধ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা ও এজেন্টদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং

(৫) এজেন্ট নিয়োগ ও তাদের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

(ক) এজেন্ট নির্বাচনে যথাযথ যাচাই বা বাছাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণপূর্বক তাদের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক পরিচিতি নিশ্চিতকরণ;

(খ) এজেন্টদের লেনদেনের পরিমাণ ও সংখ্যা, ভৌগলিক অবস্থান, ব্যবসায় ও মালিকানার প্রকৃতি এবং অন্যান্য যুক্তিযুক্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নিয়ে তাদের ঝুঁকির স্তর (উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন) নির্ধারণ এবং নিরূপিত ঝুঁকির স্তর বিবেচনায় নিয়ে এজেন্টদের লেনদেন ও কার্যক্রম তদারকীকরণ;

(গ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঝুঁকির স্তর নির্ধারণের কাজটি নিয়মিতভাবে (On-going) সম্পন্নকরণ;

(ঘ) এজেন্টদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত পরিপালন অবস্থা যাচাইকরণ;

(ঙ) বার্ষিক ভিত্তিতে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন এজেন্টদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন অবস্থা যাচাইয়ের নিমিত্তে পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকরণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ডিভিশন/বিভাগে প্রেরণ;

(চ) মধ্যম ও নিম্ন ঝুঁকি সম্বলিত এজেন্টদের পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত বিরতিতে সম্পন্নকরণ;

(ছ) এজেন্টদের হালনাগাদ (জানুয়ারি-জুন ভিত্তিক) তালিকা নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ; এবং

(জ) বিভিন্ন অভিযোগ/অনিয়মের ভিত্তিতে বাতিলকৃত এজেন্টদের একটি আলাদা তালিকা (জানুয়ারি-জুন ভিত্তিক) নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

৭.১৩ অয়্যার ট্রান্সফার (Wire transfer) ঃ

"অয়্যার ট্রান্সফার (Wire transfer)" বলতে এমন আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যাতে কোনো আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে অপর কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের শাখার সহায়তায় বেনিফিশিয়ারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান করে।

স্থানভেদে অয়্যার ট্রান্সফারকে ২ (দুই) ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ (১) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার ও (২) অভ্যন্তরীণ ওয়্যার ট্রান্সফার।

(১) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার ঃ

"আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার (Cross-border wire transfer)" বলতে এরূপ আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী এবং বেনিফিশিয়ারী ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করে। তাছাড়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে একটি লেনদেন দেশের বাইরে সম্পাদিত হলে তাও আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার মর্মে গণ্য হবে।

আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ঃ

(ক) সাধারণ বা বিশেষ অনুমতির আওতায় অন্যূন ১,০০০(এক হাজার) বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং উক্ত তথ্য ইন্টারমিডিয়ারি/বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়াও বর্ণিত সীমার নীচের লেনদেনসমূহের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর এরূপ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে যাতে আবেদনকারীকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

(খ) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের অর্থ বেনিফিশিয়ারিকে প্রদানের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারি সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

(গ) যে সকল ক্ষেত্রে একক আবেদনকারী কর্তৃক একাধিক আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের মাধ্যমে একাধিক বেনিফিসিয়ারির অনুকূলে ব্যাচ ফাইলে গুচ্ছাকারে (Bundled in a batch file) প্রেরণ করা হয় সে

সকল ক্ষেত্রে ব্যাচ ফাইলে আবেদনকারীর সঠিক ও বেনিফিসিয়ারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া, আবেদনকারীর হিসাব নম্বরও এক্ষেত্রে ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত করবে।

(২) অভ্যন্তরীণ ওয়্যার ট্রান্সফার ঃ

অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Domestic wire transfer) বলতে এরূপ আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী ও বেনিফিশিয়ারী একই দেশে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ট্রান্সফারে ব্যবহৃত প্রক্রিয়া অন্য কোনো দেশে সম্পন্ন হলেও তা অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার মর্মে গণ্য হবে।

অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ঃ

(ক) ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা বেনিফিশিয়ারির পরিচিতি সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এ গাইড বইয়ে বর্ণিত প্রযোজ্য নির্দেশনাসমূহ পরিপালন করতে হবে।

(খ) ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে (পণ্য ও সেবা ক্রয় ব্যতীত) পরিশোধ সংক্রান্ত ইন্সট্রাকশন/বার্তায় উপরের (ক) এর অনুরূপ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

(গ) নিম্নোক্ত মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকালে আবেদনকারী বা বেনিফিশিয়ারির পরিচিতি সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এ গাইড বইয়ে বর্ণিত প্রযোজ্য নির্দেশনাসমূহ পরিপালনের পাশাপাশি পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত/সরবরাহকৃত KYC Format ব্যবহার করতে হবে ঃ

Approved Mobile Financial Services (in broad categories) :

1. Disbursement of inward foreign remittances.
2. Cash in /out using mobile account through agents/Bank branches/ ATMs/ Mobile Operator's outlets.
3. Person to Business Payments - e.g. a. utility bill payments, b. merchant payments.
4. Business to Person Payments e.g. salary disbursement, dividend and refund warrant payments, vendor payments, etc.
5. Government to Person Payments e.g. elderly allowances. Freedom-fighter allowances, subsidies, etc.
6. Person to Government Payments e.g. tax, levy payments.
7. Person to Person Payments (One registered mobile Account to another registered mobile account).
8. Other payments like microfinance, overdrawn facility, insurance premium, DPS, etc.

(ঘ) সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত নির্দেশনাসমূহের পরিপালন বাধ্যতামূলক নয়। আন্তঃব্যাংক লেনদেন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উপরের (ক) দফায় বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন অব্যাহতিযোগ্য বিবেচিত হবে।

অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা ঃ

(১) এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশনা; বিএফআইইউ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা এবং এ সম্পর্কিত সব আইন বা বিধিবিধান যথারীতি অনুসরণ করতে হবে।

(২) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার এবং অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এ গাইড বইয়ের ৬৪ এবং ৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।

৭.১৪ অর্ডারিং, ইন্টারমিডিয়ারী ও বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকের করণীয় ঃ

অর্ডারিং ব্যাংক ঃ

অর্ডারিং ব্যাংককে অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া অর্ডারিং ব্যাংককে বেনিফিশিয়ারির অর্থবহ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এসব তথ্য ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তা অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে।

ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক ঃ

(ক) আন্তঃদেশীয় এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে অর্ডারিং ব্যাংক ও বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকের মাঝে কোনো ব্যাংক যে কোনো ধরণের ইন্টারমিডিয়ারী হিসেবে কার্য সম্পাদনকালে উক্ত ব্যাংক কর্তৃক আবেদনকারী এবং বেনিফিশিয়ারি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। আবেদনকারী এবং বেনিফিশিয়ারি সম্পর্কিত অপর্যাপ্ত তথ্যাদি চিহ্নিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও অর্ডারিং ব্যাংক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য কোনো ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক) হতে প্রাপ্ত তথ্য ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

(খ) প্রতিটি ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক কর্তৃক অয়্যার ট্রান্সফার সম্পাদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা বেনিফিশিয়ারির তথ্যের অভাবে উক্ত ট্রান্সফার সম্পাদন বা স্থগিতকরণ বা রহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় ফলোআপ কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে একটি ঝুঁকিভিত্তিক নীতিমালা ও পদ্ধতি থাকতে হবে।

বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক ঃ

(ক) অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেন কার্যক্রমে জড়িত বেনিফিশিয়ারি ব্যাংককে আবেদনকারীর বা বেনিফিশিয়ারির পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কোনো ঘাটতি আছে কি না তা যাচাই করার জন্য একটি ঝুঁকিভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। আবেদনকারীর বা বেনিফিশিয়ারির পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কোনো ঘাটতি অথবা পরিচিতি যাচাই না করা হয়ে থাকলে {অন্যূন ১,০০০ (এক হাজার) বা তদূর্ধ্ব পরিমান মার্কিন ডলার বা সমতুল্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে} প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে বা অন্যান্য সূত্র ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করবে বা পরিচিতি যাচাই করবে। প্রাপক/ বেনিফিশিয়ারীকে অর্থ পরিশোধের সময় বেনিফিশিয়ারি ব্যাংককে প্রাপক/ বেনিফিশিয়ারির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) প্রতিটি বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক কর্তৃক অয়্যার ট্রান্সফার সম্পাদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা বেনিফিশিয়ারির তথ্যের অভাবে উক্ত ট্রান্সফার সম্পাদন বা স্থগিতকরণ বা রহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় ফলোআপ কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে একটি ঝুঁকিভিত্তিক নীতিমালা ও পদ্ধতি থাকতে হবে।

৭.১৫ বিদেশে অবস্থিত ব্যাংক শাখা ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

০১. প্রতিটি ব্যাংক বিদেশে অবস্থিত তাদের শাখা এবং সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫ সহ), সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এবং উক্ত আইনের আওতায় জারীকৃত বিধিমালায় বর্ণিত বিধানাবলী এবং বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলীর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

০২. সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর বিদেশে অবস্থিত শাখা বা সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান যদি কোনো কারণে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫ সহ), সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এবং উক্ত আইনের আওতায় জারীকৃত বিধিমালায় বর্ণিত বিধানাবলী এবং বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলীর যথাযথভাবে পরিপালনে অসমর্থ হয়, তবে তার কারণ বিএফআইইউকে অবহিত করণের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে ব্যাংকের **মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন**কে অবহিত করতে হবে।

০৩. এ গাইড বইয়ে বর্ণিত নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি এ ব্যাংকের Off-Shore Banking Unit-OBU ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৭.১৬ CDD সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা ঃ

(১) প্রতিটি শাখা গ্রাহকের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত (বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০) ও এ ব্যাংকের কমন সার্ভিসেস ডিভিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত হিসাব খোলার ফরম এবং **পরিশিষ্ট –"ক"** এ সংযুক্ত নমুনা KYC ফরমের আলোকে গ্রাহক পরিচিতি এবং CDD যথাযথভাবে সম্পাদনপূর্বক তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ করবে; এক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidelines on e-KYC এ বর্ণিত ডিজিটাল নমুনা KYC ফরমও ব্যবহার করা যাবে;

(২) শাখা কর্তৃক গ্রাহকের KYC সম্পাদনের নিমিত্তে **পরিশিষ্ট –"ক"** এ সংযুক্ত নমুনা KYC ফরম ব্যবহারকালে কোনক্রমেই তা হিসাব খোলার ফরমের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা বা গ্রাহক কর্তৃক পূরন করে নেয়া যাবে না;

(৩) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একই শাখায়/একাধিক শাখায় একই গ্রাহকের একাধিক হিসাব পরিচালিত হলে গ্রাহক পরিচিতির পুনরাবৃত্তি পরিহার ও লেনদেন মনিটরিং এর সুবিধার্থে CBS এ উক্ত গ্রাহকের জন্য শুধুমাত্র একটি Unique Customer Identification Code (UCIC) বরাদ্দ করতে হবে। উক্ত UCIC গ্রাহক ও ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত সকল প্রকার সেবা চিহ্নিতকরণ (track) এবং পূর্ণাঙ্গভাবে আর্থিক লেনদেন মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে সহায়তা করবে;

(৪) মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় শাখা গ্রাহকের হিসাবের লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) তৈরি করবে। এ ক্ষেত্রে শাখা গ্রাহকের অতীত লেনদেনের (৬/১২ মাসের লেনদেন) উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট লেনদেনের ধরণ নিরূপণ করবে এবং নিরূপিত ধরণের ভিত্তিতে গ্রাহকের লেনদেন মনিটরিং করবে। শাখা কর্তৃক নির্ধারিত লেনদেনের ধরণে

উল্লেখযোগ্য হারে পরিবর্তন দেখা গেলে তা অনুসন্ধান করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, লেনদেনের অনুমিত মাত্রা সংশোধন করবে অথবা সন্দেহ হলে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন দাখিল করবে। এক্ষেত্রে গ্রাহক যাতে হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে শাখাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

(৫) গ্রাহক পরিচিতি প্রক্রিয়ায় গ্রাহক সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে, অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমে উল্লিখিত মানদন্ডের আলোকে নিরূপিত নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০৫ (পাঁচ) বছর এবং উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বছর পর পর হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্যের যে কোনো পরিবর্তন অবগত হওয়ার সাথে সাথেই তা হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়া নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজন অনুভূত হলে যে কোনোসময়েই গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্য হালনাগাদ করা যাবে। হালনাগাদকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পুনরায় অবিলম্বে এসব হিসাবের ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে;

(৬) কোনো বিদেশী বা অনিবাসী বাংলাদেশীদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর বিধানাবলী ও এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তকে জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করতে হবে;

(৭) সেফ কাস্টডি/সেফ ডিপোজিট সুবিধা প্রদানের সময় গ্রাহকের পরিচিতি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সকল পদ্ধতিগত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে শুধুমাত্র একাউন্ট হোল্ডারকে সেফ কাস্টডি/সেফ ডিপোজিট সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে;

(৮) বিদেশী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে; এবং

(৯) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত হিসাব বা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidelines for Prevention of Trade Based Money Laundering এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৭.১৭ CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখার করণীয় ঃ

গ্রাহকের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণের কারণে অথবা গ্রাহকের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত নির্ভরযোগ্য না হলে অর্থাৎ গ্রাহক পরিচিতির সন্তোষজনক তথ্য প্রাপ্তি এবং তা যাচাই সাপেক্ষে CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে নিম্নরূপে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

(১) শাখা উক্তরূপ গ্রাহকের হিসাব খুলবে না বা লেনদেন করবে না অথবা প্রয়োজনে বিদ্যমান হিসাব বন্ধ করে দিবে;

(২) বিদ্যমান এরূপ হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং হিসাব বন্ধ করার পূর্বে হিসাব বন্ধকরণের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে;

(৩) শাখা উপর্যুক্ত হিসাব না খোলা বা বন্ধ করা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণপূর্বক মানিলন্ডারিং, টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন এন্ড ভিজিল্যান্স ডিভিশনে প্রেরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত ডিভিশন এসব তথ্য অন্যান্য সকল শাখার অবগতিতে আনবে;

(৪) ক্ষেত্রমত, এরূপ গ্রাহকের বিষয়ে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট (STR/SAR) দাখিল করতে হবে; এবং

(৫) তবে সমাজের পশ্চাৎপদ বা এরূপ বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায় ঃ লেনদেন মনিটরিং

৮.১ লেনদেন মনিটরিং ঃ

লেনদেন মনিটরিং সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় বিধায় ব্যাংকের প্রতিটি শাখাকে (এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়/নিরীক্ষকদেরকে) অত্যন্ত সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে গ্রাহকের লেনদেনসমূহ মনিটর (যাচাই) করতে হবে। লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

(১) গ্রাহকের লেনদেন নিয়মিত ম্যানুয়েল এবং/অথবা অটোমেটেড উপায়ে মনিটর করতে হবে।

(২) সকল জটিল, অস্বাভাবিক এবং আপাতদৃষ্টিতে যে সকল লেনদেনের কোনো আর্থিক বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈধ উদ্দেশ্য নেই এরূপ লেনদেন অধিকতর গুরুত্ব সহকারে মনিটর করতে হবে। এছাড়াও সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম সনাক্তকরণের নিমিত্ত বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidance on Reporting Suspicious Transaction ও Guidelines for Prevention of Trade Based Money Laundering এ বর্ণিত নির্দেশকসমূহ বিবেচনা করতে হবে।

(৩) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ২(ফ)(ঈ) এ বর্ণিত কার্যক্রম ('কোন আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না'-Structuring) সংগঠিত হচ্ছে কিনা তা সনাক্তকরণে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট বিএফআইইউ বরাবরে দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) সকল প্রকার বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন এবং ইলেকট্রনিক উপায়ে সংঘটিত সকল লেনদেনকেও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

(৫) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট রেজ্যুলুশন এবং যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নিতে হবে।

(৬) গ্রাহকের লেনদেনের ধরণ, বারংবার সংঘটন (frequency), অস্বাভাবিক বড় অংকের লেনদেন, ভৌগলিক উৎপত্তি ও লক্ষ্যস্থল (geographical origin/destination), হিসাবের স্বাক্ষরকারী পরিবর্তন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে লেনদেন মনিটর করতে হবে।

(৭) নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হিসাবের ঝুঁকি পর্যালোচনা করার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে শ্রেণীকৃত হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা Enhanced Due Diligence (EDD) গ্রহণ/অবলম্বন করতে হবে।

৮.২ লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile- TP) ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর নির্দেশনা অনুসারে শাখা কর্তৃক হিসাবধারীর পেশা ও অর্থের উৎস বিবেচনায় হিসাবধারীর KYC করার পাশাপাশি লেনদেনের অনুমিত মাত্রাও (Transaction Profile- TP) তৈরি করতে হবে এবং হিসাব খোলার ৬ (ছয়) মাস পর প্রকৃত লেনদেন বিবেচনায় তা হালনাগাদ করতে হবে। বিদ্যমান লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP) ফরম গ্রাহককে দিয়ে পূরণ করিয়ে নেয়া যাবে না এবং ফরমের গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর ঘোষণা ও স্বাক্ষর প্রদানের অংশ বাদ যাবে। উক্ত ফরমে নগদ জমা, নগদ উত্তোলন, ট্রান্সফার, ফরেন রেমিট্যান্স, আমদানি/রপ্তানি আয়/ব্যয়সহ, অন্যান্য মাসিক লেনদেনের সংখ্যা, সর্বোচ্চ লেনদেনের অংক, মোট জমা বা মোট উত্তোলনের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। লেনদেনকালীন সময়ে তা যাচাই এবং মনিটরিং অব্যাহত থাকবে।

লেনদেনযোগ্য হিসাবের বিপরীতে লেনদেনের অনুমিত মাত্রা বা TP নেয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো হিসাবে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করা। শাখা কর্তৃক নির্ধারিত লেনদেনের ধরণে উল্লেখযোগ্য হারে পরিবর্তন দেখা গেলে তা অনুসন্ধান করতে হবে। গ্রাহকের লেনদেন হঠাৎ অনুমিত মাত্রা অতিক্রম করলে লেনদেন সাধারণত স্থগিত করা যাবে না। গ্রাহক তার হিসাবের সংশ্লিষ্ট লেনদেনের বিপরীতে ব্যাংকারকে সন্তোষজনক (প্রয়োজনে তথ্য প্রমাণসহ) জবাব দিতে সক্ষম না হলে সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিপরীতে STR করা যাবে। এক্ষেত্রে গ্রাহক যাতে হয়রানির শিকার না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গ্রাহকের মাসিক আয়/ব্যবসার প্রকৃত লেনদেনের যথার্থতা বিশ্লেষণ করে TP তৈরি করতে হবে। শুধুমাত্র লেনদেনের সুবিধার্থে TP এর মাত্রা অস্বাভাবিক পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেয়া সমীচীন হবে না। এতে গ্রাহকের আয় ও পেশা/ব্যবসার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করা ব্যাংকারের জন্য কঠিন হয়ে যাবে।

..... ব্যাংক / ব্যাংক লিঃ

.....শাখা

লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile)

(ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক উভয় প্রকৃতির হিসাবের জন্য প্রযোজ্য)

হিসাবের নাম ঃ
হিসাব নম্বর ঃ

জমা	সম্ভাব্য মাসিক জমার সংখ্যা	মাসে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ একক জমার পরিমাণ	সম্ভাব্য মাসিক মোট জমার পরিমাণ
নগদ জমা (যে কোন শাখা ও এটিএম জমাসহ) ট্রান্সফার/ ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে জমা ফরেন রেমিট্যান্স জমা রপ্তানী হতে আয় অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে).....			
		মোট সম্ভাব্য মাসিক জমার পরিমাণ	
উত্তোলন	সম্ভাব্য মাসিক উত্তোলনের সংখ্যা	মাসে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ একক উত্তোলনের পরিমাণ	সম্ভাব্য মাসিক মোট উত্তোলনের পরিমাণ
নগদ উত্তোলন (যে কোন শাখা ও এটিএম উত্তোলনসহ) ট্রান্সফার/ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে পরিশোধ ফরেন রেমিট্যান্স উত্তোলন আমদানী বাবদ ব্যয় অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে).....			
		মোট সম্ভাব্য মাসিক উত্তোলনের পরিমাণ	

সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা গ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তার নামঃ

পদবীঃ

স্বাক্ষরঃ

৮.৩ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (Cash Transaction Report-CTR) ঃ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক অর্থের নগদ প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং অর্থনৈতিক তথ্য বা ডাটা সংরক্ষণ, সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিতকরণ এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজনে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হিসাবসমূহের একটি নির্দিষ্ট সীমার নগদ লেনদেনের উপর মাসিক ভিত্তিতে নগদ লেনদেন প্রতিবেদন প্রেরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিএফআইইউ বরাবরে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে ঃ

"(১) প্রতিটি ব্যাংক শাখাসমূহের পূর্ববর্তী মাসের দৈনন্দিন লেনদেন পরীক্ষা করে কোনো একটি হিসাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে এক বা একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে জমা বা উত্তোলনের (অনলাইন, এটিএমসহ যে কোনো ধরণের নগদ জমা বা উত্তোলন) পরিমাণ যদি ১০(দশ) লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থের বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় হয় তবে তা স্ব স্ব মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন এর মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বিএফআইইউ বরাবরে নগদ লেনদেন বিবরণী হিসেবে দাখিল;

(২) প্রতি মাসের নগদ লেনদেন বিবরণী পরবর্তী মাসের ২১ তারিখের মধ্যে goAML web ব্যবহার করে goAML Manual এর নির্দেশনা মোতাবেক নির্ভুলভাবে দাখিল;

(৩) নগদ লেনদেন বিবরণী নিয়মিতভাবে পর্যালোচনান্তে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট হিসেবে বিএফআইইউ বরাবর দাখিল;

(৪) শাখার নগদ লেনদেন বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ (তবে কোনো ব্যাংক কর্তৃক এ সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হলে, প্রয়োজনে তাতে শাখার প্রবেশাধিকার থাকতে হবে);

(৫) সরকারি হিসাব (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগ), সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবে নগদ জমার ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন বিবরণী দাখিল করার প্রয়োজন হবে না, তবে নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথানিয়মে নগদ লেনদেন বিবরণী দাখিল করতে হবে;

(৬) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতনাদি/টিউশন ফি এবং সরকারি ইউটিলিটি বিল (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি) এর অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো হিসাবে নগদ জমার ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন বিবরণী দাখিল করার প্রয়োজন নেই। তবে নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন বিবরণী দাখিল করতে হবে; এবং

(৭) আন্তঃব্যাংক এবং আন্তঃশাখা নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন বিবরণী দাখিল করার প্রয়োজন হবে না।"

উল্লেখ্য, গত ১৭/১২/২০১৭ তারিখ হতে এ ব্যাংকের সকল শাখা কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত CBS (Core Banking Solution) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই বর্তমানে ব্যাংকের ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভিশন (বিজনেস আইটি) কর্তৃক প্রতি মাসের ২১ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের CTR goAML web ব্যবহার করে বিএফআইইউ বরাবরে দাখিল করা হচ্ছে। বিএফআইইউ এর goAML software এ দাখিলকৃত CTR ডাটায় গ্রাহক সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যাদি ভুল/অসম্পূর্ণ থাকলে তা উক্ত software কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল (Reject) হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে CTR দালিখ করা হয়নি মর্মে বিবেচিত হয়। তাই ত্রুটিমুক্ত (Error-free) CTR দাখিলের লক্ষ্যে CTR যোগ্য হিসাবসমূহের গ্রাহকের

যাবতীয় তথ্য (Uniform Account Opening Form এ নির্দেশিত তথ্যাবলী) এবং সিগনেচার কার্ডে রক্ষিত সিগনেটরী ইনফরমেশন CBS এ সঠিক ও সম্পূর্ণ রয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। CBS এ Account Open/Modify করার ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভিশন (বিজনেস আইটি) কর্তৃক সরবরাহকৃত (তাদের ০৬/০৮/২০১৮ তারিখের ১৫৮৬ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে) Data Correction Manual এর নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।

বিএফআইইউ বরাবরে সঠিকভাবে CTR দাখিলের নিমিত্ত শাখাসমূহের করণীয় নিম্নরূপ ঃ

(১) নতুন হিসাব খোলার সময় হিসাবধারী গ্রাহকের (ব্যক্তিক/অ-ব্যক্তিক) অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমে (Uniform Account Opening Form) নির্দেশিত পরিচিতিমূলক তথ্য উপাত্ত সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা CBS এ এন্ট্রি দিতে হবে।

(২) ফরমে এবং সিস্টেমে বাধ্যতামূলক কোনো তথ্য উপাত্তই ভুল বা অসম্পূর্ণ রাখা যাবে না। প্রতিটি ফিল্ড/কলামের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পূরণ করতে হবে।

(৩) Legacy System হতে মাইগ্রেটকৃত হিসাবসমূহের ভুল ও অসম্পূর্ণ তথ্য উপাত্ত CBS এ Modify করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) দৈনিক ভিত্তিতে CTR যোগ্য লেনদেন যাচাই করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব/হিসাবসমূহের (বিশেষ করে এসএনডি, চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব) যাবতীয় তথ্য ফরমে ও সিস্টেমে সঠিক ও সম্পূর্ণ রয়েছে কি না তা যাচাই করতে হবে।

(৫) সপ্তাহের যে কোনো একদিন বিকাল ৬ টার পর শাখা ব্যাবস্থাপক/BAMLCO এর তত্ত্বাবধানে পুরো সপ্তাহের CTR যোগ্য হিসাবসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সম্পন্ন করতে হবে।

(৬) মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের CTR যোগ্য হিসাবসমূহের যাবতীয় তথ্য ফরমে ও সিস্টেমে সঠিক ও সম্পন্ন রয়েছে মর্মে নিশ্চিত হতে হবে এবং CTR যোগ্য লেনদেনসমূহের মধ্যে STR যোগ্য কোনো লেনদেন রয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করতে হবে।

(৭) CTR যোগ্য লেনদেনসমূহের মধ্যে STR যোগ্য কোনো লেনদেন পরিলক্ষিত হলে তা যথাযথ নিয়মে STR হিসেবে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (সিসিসি) বরাবরে দাখিল করতে হবে।

(৮) CTR যোগ্য হিসাবের তালিকা শাখায় সংরক্ষণ করা।

(৯) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে CTR প্রেরণে ব্যর্থতার জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে।

৮.৪ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR) ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(য) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে *"সন্দেহজনক লেনদেন"* অর্থ এইরূপ লেনদেন

(১) *যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ হইতে ভিন্ন।*

(২) *যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,*

(ক) ইহা কোন অপরাধ হইতে অর্জিত সম্পদ।

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন।

(৩) *যাহা এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা।*

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে *"সন্দেহজনক লেনদেন"* অর্থ এইরূপ লেনদেন

(১) *যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ হইতে ভিন্ন।*

(২) *যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,*

(ক) উহা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ হইতে উদ্ভূত।

(খ) উহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তাকে অর্থায়নের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

(৩) *যাহা এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা।*

অপরদিকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারার নির্দেশনা মোতাবেক উপরে সংজ্ঞায়িত কোনো সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা ব্যাংক কর্তৃক পরিলক্ষিত/চিহ্নিত হলে স্বপ্রণোদিত হয়ে অবিলম্বে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে 'সন্দেহজনক লেনদেন' হিসেবে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিলের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা নিম্নরূপ ঃ

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারায় বর্ণিত নির্দেশ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা গ্রাহকের দৈনন্দিন লেনদেন বা কার্যক্রমে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবে;

(২) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(য) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা বিবেচনায় নিবে;

(৩) ব্যাংক শাখার কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তা শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে (BAMLCO) লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা রিপোর্টকৃত লেনদেন বা কার্যক্রম অবিলম্বে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবে এবং পর্যবেক্ষণসমূহ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবে। বর্ণিত লেনদেন বা কার্যক্রমটি সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচিত হলে তা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগে প্রেরণ করবে;

(৪) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ শাখা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমটি যথাযথভাবে ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি সন্নিবেশিত করে রিপোর্ট করা হয়েছে কি না তা পর্যালোচনাপূর্বক, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত তথ্য (যদি থাকে) সংযোজনপূর্বক অবিলম্বে goAML web ব্যবহার করে এবং goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে সন্দেহজনক লেনদেন /কার্যক্রম প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(৫) শাখা পর্যায়ে কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত না হলেও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ কর্তৃক কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক প্রতীয়মান হলে তা সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন হিসেবে দাখিল করবে;

(৬) ব্যাংক সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন এর তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে; এবং

(৭) ব্যাংক সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম শনাক্ত ও রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidance on Reporting Suspicious Transaction এর নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

৮.৪.১ সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট কেন গুরুত্বপূর্ণ?

নিম্নবর্ণিত কারণে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন অনুযায়ী আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
২. ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন ঝুঁকি হ্রাস করে ।
৩. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাংকের সুনাম রক্ষায় সহায়তা করে।
৪. মানি লন্ডারার ও সন্ত্রাসী/সন্ত্রাসী কার্যে সহায়তার অভিযোগ থেকে ব্যাংক ও ব্যাংকারদের রক্ষা করে।
৫. কর্তৃপক্ষকে মানিলন্ডারিং, টেররিজম ফাইনান্সিং এবং অন্যান্য আর্থিক অপরাধ সংক্রান্ত কর্মকান্ড অনুসন্ধানে সহায়তা করে।

৮.৪.২ সন্দেহজনক লেনদেন/হিসাব/কার্যক্রম চিহ্নিত করার উপায়সমূহ ঃ

যে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন কার্যক্রম অনেকাংশে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গ্রাহকের সন্দেহজনক লেনদেন/আচরণ যথাযথভাবে ও যথাসময়ে চিহ্নিত/সনাক্তকরণ এবং রিপোর্টিংয়ের উপর। তাই গ্রাহকের সন্দেহজনক লেনদেন/আচরণ চিহ্নিত/সনাক্তকরণে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সর্বদা সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে। বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শাখায় পরিচালিত হিসাব বা হিসাবের লেনদেন কিংবা গ্রাহকের আচরণ সন্দেহজনক বিবেচিত হওয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ (যা অবশ্যই সীমিত নয়) নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১. গ্রাহক কর্তৃক সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা সরবরাহে অনীহা প্রকাশ।
২. গ্রাহক প্রদত্ত ঠিকানা যাচাইকালে সঠিক না পাওয়া।
৩. গ্রাহকের পেশার সাথে লেনদেন অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া।
৪. প্রায়ই গ্রাহকের TP লঙ্ঘিত হওয়া।
৫. আয়, পেশা বা ব্যবসার দৃশ্যমান পরিবর্তন ছাড়াই গ্রাহক কর্তৃক ঘন ঘন TP পরিবর্তন করা।
৬. হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত কাঙ্খিত তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করা।
৭. হিসাবে সম্পৃক্ত অপরাধ বা Predicate Offence হতে অর্জিত অর্থ জমা হওয়ার বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া।
৮. গ্রাহক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম তথ্য সরবরাহ করা।
৯. গ্রাহকের জ্ঞাত আয়ের সাথে সঙ্গতিবিহীন লেনদেন পরিলক্ষিত হওয়া।
১০. হিসাবে প্রচুর লেনদেন হওয়া এবং দিন শেষে স্থিতি অনেক কম থাকা।
১১. বিভিন্ন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা/পেশার সাথে সম্পৃক্ত থাকা।
১২. নিজ এলাকায় ব্যাংক থাকা সত্বেও দূরে এসে লেনদেন করার সুনির্দিষ্ট এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে না পাওয়া।
১৩. গ্রাহকের বর্ণিত পেশা যাচাই কালে গরমিল পরিলক্ষিত হওয়া।
১৪. বিভিন্ন অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক হিসাবে নগদ বৃহদাঙ্কের কিংবা ছোট ছোট অনেকগুলো লেনদেন সম্পন্ন করা ।
১৫. আবাসস্থল/কর্মস্থল হতে দূরে গিয়ে হিসাব খোলা।
১৬. ড্রাফট/টিটি/অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থান থেকে অর্থ জমা হওয়া।
১৭. ড্রাফট/টিটি/অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে অর্থ প্রেরণ করা।
১৮. গ্রাহক নিজে উপস্থিত না হয়ে প্রায়ই প্রতিনিধির মারফত লেনদেন করা।
১৯. ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোনো কারণ ব্যতীত হঠাৎ ঋণ পরিশোধ করা।
২০. শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রায়ই আপ্যায়ন করাতে প্রস্তাব করা এবং ব্যাংকারদের সাথে নানাভাবে সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা।
২১. অন্য কোনো শাখা বা ব্যাংকে হিসাব থাকা সত্বেও এ বিষয়ে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা।
২২. আমদানির ক্ষেত্রে ওভার ইনভয়েসিং এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্ডার ইনভয়েসিং এর আশ্রয় নেয়া।
২৩. কোন জঙ্গী গোষ্ঠী কিংবা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকা বা সহায়তা করার তথ্য খুঁজে পাওয়া।
২৪. কোন বেআইনি বা নিষিদ্ধ ব্যবসা বা পেশার সাথে সম্পৃক্ত থাকা।
২৫. গ্রাহক বা তার সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সম্পর্কে যে কোনো মিডিয়াতে বিরূপ খবর প্রকাশিত হওয়া।
২৬. প্রায়ই বর্ডার এলাকায় অর্থ প্রেরণ বা বর্ডার এলাকা থেকে অর্থ আগমন।
২৭. CTR কৃত লেনদেন পর্যালোচনায় অস্বাভাবিক মনে হওয়া।

২৮. বিভিন্ন বিষয় গোপনকরণ, উহ্য রাখা, ছদ্মাবরণ তৈরী বা এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস।

২৯. ভুল ঠিকানা প্রদান করা বা ঠিকানা এমনভাবে প্রদান করা যেন এর সত্যতা বা অসত্যতা কোনোটাই প্রমান করা সম্ভব না হয়।

৩০. ব্যবসার প্রকৃতিগত কারণে চেক বা অন্য ইন্সট্রুমেন্টে লেনদেন সম্পাদিত হলেও হঠাৎ করে অস্বাভাবিক বড় অঙ্কের নগদ জমা/উত্তোলন করা।

৩১. কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া হঠাৎ করে নগদ জমার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া এবং ব্যবসা বা ব্যবসার মালিকের সাথে দৃশ্যতঃ সম্পর্কহীন খাতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই স্থানান্তর হয়ে যাওয়া।

৩২. অন্য শাখা বা ব্যাংকে বড় অঙ্ক স্থানান্তর করে সেখানে নগদে পরিশোধের অনুরোধ করা কিংবা অন্য শাখা বা ব্যাংক হতে আগত বড় অঙ্ক নগদে পরিশোধের অনুরোধ করা।

৩৩. হিসাবের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসরণ না করে নগদে লেনদেনে আগ্রহ প্রদর্শন।

৩৪. মক্কেলের বিভিন্ন নামে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে অনেকগুলি হিসাব থাকা এবং সবগুলো হিসাব মিলে পরিচালিত লেনদেনে অস্বাভাবিকতা প্রদর্শন।

৩৫. ব্যাংকের অজ্ঞাতে অনেকগুলো ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করা; কিন্তু তহবিল একীকরণের স্বার্থে বা বারংবার তহবিল এদিক সেদিক স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক অন্য হিসাবগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৩৬. যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অন্য ব্যক্তির চেকের মাধ্যমে বারবার বড় অঙ্কের অর্থ জমা করা।

৩৭. হঠাৎ শাখার এক বা একাধিক লকার ভাড়া নেয়া, ঘন ঘন ব্যবহার এবং সীল করা প্যাকেট বার বার রাখা ও উঠানো।

৩৮. অগ্রহণযোগ্য কারণ দেখিয়ে রপ্তানি দাবী (export claim) গ্রহণ করা।

৩৯. আমদানি পণ্যে mis-declaration প্রদানের মাধ্যমে পণ্য মূল্যের তারতম্য ঘটানো ও শুল্ক ফাঁকি দেয়া।

৪০. মালামাল দেশে প্রবেশ ব্যতীত ভুয়া ডকুমেন্ট/দলিল ব্যাংকে জমা দিয়ে লেটার অব ক্রেডিটের টাকা বিদেশে পাঠানো।

৪১. অনুমোদিত ডিলার বা মানি চেঞ্জার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা লাইসেন্স থাকা সাপেক্ষে অবৈধভাবে লেনদেন করা।

৪২. ভুয়া বিল অব এন্ট্রি দাখিল করা।

৪৩. CTR এড়ানোর লক্ষ্যে লেনদেন Structuring করা।

৮.৪.৩ সন্দেহজনক লেনদেন (STR)/সন্দেহজনক কার্যক্রম (SAR) করণের পদ্ধতি ও পদক্ষেপ ঃ

শাখা কর্তৃক গ্রাহকের লেনদেন/হিসাব/কার্যক্রম সন্দেহজনক বিবেচিত হওয়ার মতো যে কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হলে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) বা সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্ট (SAR) দাখিলের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে ঃ

১. শাখার কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তা অবিলম্বে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে (BAMLCO) অবহিত করবেন। একবার রিপোর্ট করার পর পুনরায় একই ধরণের লেনদেন/কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে তাও অবহিত করতে হবে।

২. BAMLCO এর নিকটও বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে তিনি তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী হতে লিখিতভাবে/রিপোর্ট আকারে গ্রহণ করবেন।

৩. রিপোর্টকৃত লেনদেন বা কার্যক্রম BAMLCO ও শাখা ম্যানেজার যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষণসমূহ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন। এক্ষেত্রে তিনি/তাঁরা গ্রাহকের সার্বিক বিষয়াদি (পেশা, পরিসম্পদ, অর্থের উৎস, লেনদেনের উদ্দেশ্য ও ধরন, টিপি, আচার-আচরণ, মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসে অর্থায়নে সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি) বিবেচনায় নিবেন।

৪. সার্বিক বিবেচনায় বর্ণিত লেনদেন বা কার্যক্রমটি সন্দেহজনক বিবেচিত হলে শাখা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হিসাবের হিসাব খোলার ফরম, KYC, TP, হিসাব বিবরণী (ন্যূনতম ০১ বছরের) এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদিসহ (যদি থাকে) **সন্দেহের কারণ উল্লেখপূর্বক** তা অবিলম্বে মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৫. রিপোর্টিং এর বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীকে কোনো কিছু জানানো যাবে না এবং তার সাথে স্বাভাবিক লেনদেন ও আচরণ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য কৌশলে সংগ্রহ করতে হবে।

৬. শাখা হতে প্রাপ্ত রিপোর্ট মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশনকর্তৃক পুনঃপরীক্ষা/পর্যালোচনা করে রিপোর্টযোগ্য বিবেচিত হলে goAML web based software এর মাধ্যমে বিএফআইইউ বরাবরে অবিলম্বে দাখিল করতে হবে।

৮.৪.৪ STR/SAR দাখিলের পর করণীয় ঃ

শাখা কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন / কার্যক্রম রিপোর্ট করার পর নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতি নজর রাখতে হবে ঃ

১. বিএফআইইউ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা আদালত হতে কোনো নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সাথে লেনদেন অব্যাহত রাখতে হবে।
২. STR/SAR দাখিল সম্পর্কে গ্রাহকের নিকট কোনো তথ্য ফাঁস করা যাবে না।
৩. প্রয়োজনে পরবর্তীতেও একই হিসাব সম্পর্কে সন্দেহজনক রিপোর্ট করা যাবে।
৪. STR/SAR এর তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

গোপনীয়তা রক্ষা ঃ

সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ বা রিপোর্ট করার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টির কঠোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন। অন্যথায় বিষয়টি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ৬(৩) এর আওতায় শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাছাড়া, বিভিন্ন সময়ে বিএফআইইউ কর্তৃক যাচিত সংবেদনশীল তথ্যের যথাযথ গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

STR ফরম ঃ

SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT (STR) FORM

A. Reporting Institution :

1. Name of the Bank:
2. Name of the Branch:

B. Details of Report:

1. Date of sending report:
2. Is this the addition of an earlier report? Yes ☐ No ☐
3. If yes, mention the date of previous report

C. Suspect Account Details :

1. Account Number:
2. Name of the account:
3. Nature of the account:
(Current/savings/FDR/loan/other, pls. specify)
4. Nature of ownership:
(Individual/proprietorship/partnership/company/other, pls. specify)
5. Date of opening/Transaction:
6. Address:

D. Account holder details :

1. 1. Name of the account holder:
2. Address:
3. Profession:
4. Nationality:
5. Other account(s) number (if any):
6. Other business:
7. Father's name:
8. Mother's Name:
9. Date of birth:
10. Place of birth:
11. Passport No.:
12. National Identification No.
13. Birth Regoistration No.
14. TIN:

2. 1. Name of the account holder:
2. Relation with the account holder mention in sl. no. D1
3. Address:
4. Profession:
5. Nationality:

6. Other account(s) number(if any):
7. Other business:
8. Father's name:
9. Mother's Name:
10. Date of birth:
11. Place of birth:
12.Passport No.
13.National Identification No.
14. Birth Regoistration No.
15. TIN:

E. Introducer Details :

1. Name of introducer:
2. Account number:
3.Relation with account holder:
4. Address:
5. Date of opening:
6. Whether introducer is maintaining good relation with bank

F. Reasons for considering the transaction(s) as suspicious?

a. ☐ Identity of clients
b. ☐ Activity in account
c. ☐ Background of client
d. ☐ Multiple accounts
e. ☐ Nature of transaction
f. ☐ Value of transaction
g. ☐ Other reason (Pls. Specify)

_____

_____

(Mention summery of suspicion and consequence of events)
[To be filled by the BAMLCIO]

G. Suspicious Activity Information

Summary characterization of suspicious activity:

a. ☐ Corruption and bribery
b. ☐ counterfeiting currency
c. ☐ Counter feiting
k. ☐ murder, grievous physical injury
l. ☐ trafficking of women and children
m. ☐ black marketing
u. ☐ terrorism or financing in terrorist activities
v. ☐ adulteration or the manufacture of goods through infringement of title
w. ☐ offences relating to the environment

deeds and documents

d. ☐ extortion

e. ☐ fraud

f. ☐ forgery

g. ☐ illegal trade of firearms

h. ☐ illegal trade in narcotic drugs, psychotropic substances and substances causing intoxication

i. ☐ illegal trade in stolen and other goods

j. ☐ kidnapping, illegal restrain and hostage taking

n. ☐ smuggling of domestic and foreign currency

o. ☐ Theft or robbery or dacoity or piracy or hijacking of aircraft

p. ☐ human trafficking

q. ☐ dowry

r. ☐ smuggling and offences related to customs and excise duties

s. ☐ tax related offences

t. ☐ infringement of intellectual property rights

x. ☐ sexual exploitation

y. ☐ insider trading and market manipulation

z. ☐ organized crime, and participation in organized criminal groups

aa. ☐ racketeering

bb. ☐ Other(Please specify)

H. Transaction/Attempted Transaction Details:

Sl. no.	Date	Amount	Type*

**Cash/Transfer/Cleaning/TT/etc.*
Add paper if necessary

I. Counter Part's Details (Where Applicable)

Sl. no.	Date	Bank	Branch	Account no.	Amount

J. Has the suspicious transaction/activity had a material impact on or otherwise affected the financial soundness of the bank? Yes ☐ No ☐

K. Has the bank taken any action in this context? If yes, give details.

L. Documents to be enclosed
1. Account opening form along with submitted documents 2. KYC Profile, Transaction Profile 3. Account statement for last one year 4. Supporting Voucher/correspondence mention in sl. no. H 5. Others

Signature :
(CAMLCO or authorized officer of CCC)
Name :
Designation :
Phone :
Date :

নবম অধ্যায় ঃ নিজস্ব মূল্যায়ন (Self Assessment) ও ITP

৯.১ নিজস্ব মূল্যায়ন (Self Assessment) এবং Independent Testing Procedures ঃ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স কমিটি(বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের সার্কুলার নম্বর–১৯ যা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ইস্তেহার নম্বর–২০৬ তারিখ ০৩ অক্টোবর, ২০১৭ সহ সংশ্লিষ্টসকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত Self Assessment Report পর্যালোচনা এবং Independent Testing Procedures যথাযথভাবে পর্যালোচনা করার জন্য 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি' এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে পর্যাপ্ত লোকবল পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে; যাদের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর নির্দেশনা এবং এ বিষয়ক ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে।

৯.২ শাখাসমূহের করণীয় ঃ

০১. প্রতিটি শাখা কর্তৃক Self Assessment এর জন্য নির্ধারিত চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট 'গ') এর উপর ভিত্তি করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করতে হবে।

০২. আলোচ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে শাখার সংশ্লিষ্টকর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। উক্ত সভায় 'খসড়া শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদন' এর উপর আলোচনা করতে হবে, চিহ্নিত সমস্যা শাখা পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভবপর তা শাখা কর্তৃক অবিলম্বে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত করতে হবে এবং উক্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সুপারিশ লিপিবদ্ধ করতে হবে। শাখার পরবর্তী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ত্রৈমাসিক সভাগুলোতে এতদসংশ্লিষ্টবিষয়ের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে।

০৩. প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদন, এ বিষয়ে শাখা কর্তৃক গৃহীত / গৃহীতব্য কার্যক্রম ও সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ের **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ** ও **কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে** প্রেরণ করতে হবে।

৯.৩ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগের করণীয় ঃ

০১. প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

০২. পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ তাদের নিজস্ব এবং নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচি অনুসারে বিভিন্ন শাখার পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকালে Independent Testing Procedures এর নির্ধারিত চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট 'ঘ')–এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টশাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ণয়করতঃ সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। এছাড়া, নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচীর অতিরিক্ত কমপক্ষে ১০% শাখায় পৃথক পরিদর্শন কর্মসূচির আওতায় Independent Testing Procedures এর

নির্ধারিত চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট 'ঘ')–এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টশাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ণয় করতঃ প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

০৩. পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখাসমূহের রেটিং সম্বলিত প্রতিবেদনের কপি প্রধান কার্যালয়ের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবে।

০৪. মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ তাদের ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির পরিপালন অবস্থা যাচাইয়ের নিমিত্ত বার্ষিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ১০% ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টের উপর পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ করবে।

৯.৪ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির করণীয় ঃ

০১. কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ব্যাংকের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন / নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিবেচ্য ষান্মাসিকে (জানুয়ারি–জুন, জুলাই–ডিসেম্বর) পরিদর্শিত শাখাসমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। উক্ত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে ঃ

ক) মোট শাখার সংখ্যা এবং শাখা হতে প্রাপ্ত মোট Self Assessment রিপোর্টের সংখ্যা।

খ) রিপোর্টকালে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখার সংখ্যা এবং শাখাসমূহের অবস্থা (শাখাওয়ারী প্রাপ্ত নম্বর)।

গ) প্রাপ্ত Self Assessment রিপোর্টে অধিক সংখ্যক শাখায় একই ধরনের যে সকল অনিয়মের বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা।

ঘ) পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ অনিয়মসমূহ এবং ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপাল কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা; এবং

ঙ) প্রাপ্ত রিপোর্টে "অসন্তোষজনক" ও "প্রান্তিক" হিসেবে মূল্যায়িত শাখাসমূহের পরিপালন নিশ্চিত করতঃ রেটিং উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা।

০২. শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে। এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি–জুন, জুলাই–ডিসেম্বর) ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর অবগতি ও নির্দেশনার জন্য দাখিল করবে। উক্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়সমূহসহ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিএফআইইউ কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রধান নির্বাহীর নির্দেশনা ও মতামতসহ প্রতিবেদনটি এই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতিবেদনটির একটি কপি সংশ্লিষ্ট ষান্মাসিক শেষ হওয়ার ২ (দুই) মাসের মধ্যে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

০৩. মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক তাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসহ প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসে পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়মের বিবরণ সম্বলিত একটি সার-সংক্ষেপ ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী বরাবর দাখিল করবে। প্রধান নির্বাহীর মতামতসহ তা ব্যাংকের পরিচালন পর্ষদ বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে। প্রধান নির্বাহী ও পরিচালনা পর্ষদ বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামত ও গৃহীত ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বিএফআইইউ বরাবরে দাখিল করতে হবে।

দশম অধ্যায় ঃ বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (TBML)

১০.১ বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (Trade Based Money Laundering- TBML) ঃ

সংজ্ঞা ঃ Financial Action Task Force **(FATF)** এর ২০০৬ সালের একটি স্টাডিতে বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিংকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে `The process of disguising the proceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in an attempt to legitimize their illicit origins.` অর্থাৎ, বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং বলতে 'অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ গোপন করা এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে উক্ত সম্পদ চালাচাল করে এর অবৈধ উৎসকে বৈধতা দেয়ার প্রচেষ্টা'- কে বোঝাবে।

বাস্তবক্ষেত্রে, আমদানি বা রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য, পরিমাণ বা গুণগত মানের মিথ্যা উপস্থাপনের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করা যেতে পারে। অধিকন্তু, ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং এর কৌশল জটিলতার সাথে পরিবর্তিত হয় এবং অর্থের গতিপথকে আরও দুর্বোধ্য করার জন্য মানিলন্ডারিংয়ের অন্যান্য কৌশলের সাথে প্রায়শই ব্যবহার করা হয়।

১০.২ বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (TBML)-এ ব্যবহৃত প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস ঃ

ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং-এ নিম্নোক্ত প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসসমূহ ব্যবহৃত হতে পারেঃ

- সকল প্রকার কমার্শিয়াল ডকুমেন্টারি ক্রেডিট
- সকল প্রকার ব্যাংক গ্যারান্টি
- সকল প্রকার স্ট্যান্ডবাই এলসি
- সকল প্রকার বিলস ফর কালেকশন
- ওপেন একাউন্ট ট্রানজেকশন
- ক্যাশ ইন এ্যাডভান্স
- সকল প্রকার ট্রেড ফাইন্যান্স ও পেমেন্ট
- সফ্টওয়্যার বা সার্ভিসের আমদানি রপ্তানি।

তাই বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত উপরোক্ত প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসসমূহের লেনদেন করার ক্ষেত্রে ব্যাংকারদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে এবং তথ্য ও প্রযুক্তিতে হালনাগাদ থাকতে হবে।

১০.৩ বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত পক্ষসমূহ ঃ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পয়েন্টে অনেগুলো পক্ষ সক্রিয়ভাবে জড়িত হয় এবং তারা এ প্রক্রিয়ায় জড়িত স্থানীয় রেগুলেটরি সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। তবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রাথমিক দুটি পক্ষ হলো আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক এবং এ প্রক্রিয়ায় তাদেরকে ঘিরে থাকে অন্যান্য পক্ষ।

১. আমদানি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ এবং তাদের কার্যক্রমঃ

ক) ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে।

খ) এলসি ওপেনিং ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে ডকুমেন্টারি লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) ইস্যু করে।

গ) এলসি এ্যাডভাইসিং ব্যাংক রপ্তানিকারক বা সরবরাহকারীকে এলসি এ্যাডভাইস করে।

ঘ) রপ্তানিকারক বা সরবরাহকারী এলসিতে বর্ণিত শর্তানুযায়ী পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে।

ঙ) জাহাজ/বিমান/ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি সরবরাহকারীর প্রান্ত হতে ক্রেতার প্রান্তরে পণ্য পরিবহন করে।

চ) বন্দর কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত পণ্য যথাযথভাবে খালাস না হওয়া পর্যন্ত কাস্টোডিয়ানের দায়িত্ব পালন করে।

ছ) শুল্ক কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক-কর নির্ধারণ করে ও সংগ্রহ করে।

জ) আমদানিকারকের প্রতিনিধি হিসেবে ক্লিয়ারিং এজেন্ট কাস্টম্‌স হতে পণ্য খালাস করে।

ঝ) ইন্ডেন্টার সরবরাহকারীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

২. রপ্তানি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ এবং তাদের কার্যক্রমঃ

ক) ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে।

খ) এলসি এ্যাডভাইসিং ব্যাংক রপ্তানিকারক বা সরবরাহকারীকে এলসি এ্যাডভাইস করে।

গ) আমদানিকারক বা ক্রেতা এলসিতে বর্ণিত শর্তানুযায়ী রপতানিকারককে মূল্য প্রদান করে।

ঘ) রপ্তানিকারকের প্রতিনিধি হিসেবে ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট পণ্য জাহাজিকরণের ব্যবস্থা করে।

ঙ) জাহাজ/বিমান/ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি সরবরাহকারীর প্রান্ত হতে ক্রেতার প্রান্তরে পণ্য পরিবহন করে।

চ) বন্দর কর্তৃপক্ষ রপ্তানিযোগ্য পণ্য যথাযথভাবে জাহাজিকরণ পর্যন্ত কাস্টোডিয়ানের দায়িত্ব পালন করে।

ছ) শুল্ক কর্তৃপক্ষ রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক-কর নির্ধারণ করে ও সংগ্রহ করে।

জ) এলসি নেগোশিয়েটিং ব্যাংক পরিবহন সংক্রান্ত নথিপত্রের মধ্যস্থতা করে।

ঝ) এখানে ইন্ডেন্টার ক্রেতার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

১০.৪ TBML-এ ব্যবহৃত কৌশলসমূহ ঃ

সাধারণত নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বন করে ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং (TBML) হয়ে থাকে ঃ

ক) আমদানির ক্ষেত্রে ওভার ইনভয়েসিং এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্ডার ইনভয়েসিং

খ) আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে একাধিক ইনভয়েসিং

গ) পণ্য বা সেবার মিথ্যা ঘোষণা

ঘ) আন্ডার শিপমেন্ট

ঙ) ওভার শিপমেন্ট

চ) ফ্যানটম শিপমেন্ট, যেখানে কনফার্মড এলসির বিপরীতে অর্থ প্রদানের পরও রপ্তানিকারক কোনো পণ্যই প্রেরণ করে না

ছ) জটিল পেমেন্ট স্ট্রাকচার

জ) ট্রান্সফার প্রাইসিং

ঝ) ডিসকাউন্ট

১০.৫ বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (TBML)-এর উদাহরণ ও রেড ফ্ল্যাগস ঃ

যেসব রেড ফ্ল্যাগ সম্ভাব্য ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং-কে নির্দেশ করে, তন্মধ্যে মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টম্স এনফোর্সমেন্ট (ICE) অনুসারে নিম্নোক্তগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

- লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ভেন্ডরকে পণ্যের মূল্য প্রদান।
- মিথ্যা প্রতিবেদন, যেমন- পণ্যের ভুয়া শ্রেণিকরণ, পণ্যের কম বা বেশি মূল্য নির্ধারণ।
- একই ধরণের অতি মূল্যবান পণ্য বারবার আমদানি রপতানি করা, যাকে Carousel transactions বলা হয়।
- ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় দেখানো।
- অস্বাভাবিক শিপিং রুট বা ট্রান্সশিপমেন্ট পয়েন্ট।
- পণ্য বা শিপিং পদ্ধতির সাথে অসামঞ্জস্য প্যাকেজিং।
- ডাবল ইনভয়েসিং।
- পণ্যটি কোথায় রপ্তানি হচ্ছে- গ্রাহক কর্তৃক এ ধরণের তথ্য প্রদানে অনাগ্রহ বা অনিচ্ছা প্রকাশ।
- আদেশাধীন পণ্যটি কোম্পানির ব্যবসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- কোম্পানি যে পণ্যটি বিক্রয় করছে, তার কাজ বা ব্যবহারের সাথে সম্ভাব্য গ্রাহক অপরিচিত।
- যে স্থানে পণ্যটি জাহাজে পাঠানো হবে, সে স্থানের সাথে পণ্যটি বেমানান।
- শিপিং রুট অস্বাভাবিক।
- পণ্যটির প্রধাণ লক্ষ্য হলো Freight-forwarding ব্যবসা।
- ঋণ চুক্তি মোতাবেক ঋণ নেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক কর্তৃক নগদ প্রদানের আগ্রহ।

- গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তাবিত পেমেন্ট পদ্ধতি লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
- লেনদেনের সাথে দৃশ্যত কোনো সম্পর্ক নেই এমন তৃতীয় পক্ষের নগদ, চেক, ওয়্যার ট্রান্সফার, পোস্টাল মানি অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে লেনদেন করা।
- ঘন ঘন এলসি সংশোধন করা।
- অফিসিয়াল নথিপত্রে (ইনভয়েস, বিলস অব লেডিং ইত্যাদি) পণ্যের বর্ণনা, মূল্য, গুণমান, পরিমান ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।
- অনেকগুলো এককমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি একই গ্রুপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া।

১০.৬ বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং (TBML) নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ ঃ

কৌশলগত দিক দিয়ে মানিলন্ডাররা সবসময় ব্যাংকারদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। তারা আবার প্রায়ই তাদের মানিলন্ডারিং কৌশল পরিবর্তন করে। তাই প্রতিটি ব্যাংককে TBML সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে এবং TBML হ্রাসকরণে পদক্ষেপ ও নীতিমালা পরিবর্তন করতে হবে। TBML প্রতিরোধে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত Guidelines for Prevention of Trade Based Money Laundering এবং এ সংক্রান্ত সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর নিজস্ব গাইডলাইন্স অনুসরণের পাশাপাশি প্রাথমিক আবশ্যকতা হিসেবে KYC/CDD, EDD, Risk Grading, Transaction Monitoring ইত্যাদিসহ নিম্নলিখিত বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে পরিচালনা/পরিপালন অত্যাবশ্যক ঃ

১. আমদানি-রপ্তানি পণ্যের মূল্য যাচাই
২. পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষা
৩. পণ্যের পরিমান পরীক্ষা
৪. উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার
৫. সরবরাহকারীর/উপকারভোগীর ক্রেডিট রিপোর্ট সংরক্ষণ
৬. সরবরাহকারীর/উপকারভোগীর দেশ AML-CFT নীতি বাস্তবায়নে Non-cooperative দেশ বা অঞ্চলের তালিকাভুক্ত কিনা
৭. শিপিং নথিপত্র শিপিং রুট, কনটেইনার, জাহাজের ধরণ ইত্যাদিসহ জাহাজ ও কার্গো সম্পর্কিত তথ্য চিহ্নিতকরণ ও নথিভুক্তকরণ।

একাদশ অধ্যায় ঃ মানব সম্পদ, প্রশিক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ

১১.১ নিয়োগ ঃ

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালনার্থে HR Policy তে Employee screening, Know Your Employee (KYE) এবং Consequence of Non-compliance প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ব্যাংক কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে ঃ

১. বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করতে হবে যাতে কোনো স্তরের কর্মকর্তার মাধ্যমে ব্যাংক উপরোক্ত ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়।

২. এ ব্যাংকের মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশন এ উপযুক্ত সংখ্যক সম্যক বিষয়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তার পদায়ন করতে হবে।

১১.২ মানব সম্পদ নীতিমালা (HR Policy) ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক যথাযথভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে ব্যাংকের মানব সম্পদ নীতিমালায় (HR Policy) বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উক্ত HR Policy তে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে ঃ

১। AML-CFT সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা/কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিপালন না করার জন্য প্রসাশনিক ব্যবস্থার/শাস্তির উল্লেখ থাকতে হবে।

২। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (ACR) AML-CFT সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুরষ্কার এবং এ সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা/কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিপালন না করার জন্য তিরস্কারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩। বিএফআইইউ কর্তৃক কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী হতে আদায়ের প্রক্রিয়া লিখিত আকারে থাকতে হবে।

৪। AML-CFT সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাংকে পরিপালনজনিত অন্যান্য পদক্ষেপও উল্লেখ থাকতে হবে।

১১.৩ AML – CFT বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ঃ

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

(১) ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের (Target Oriented) প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মাঝে মাঝে Refresher Training এর আয়োজন করতে হবে।

(২) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (D-CAMLCO) এবং **মানিলন্ডারিং এন্ড টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন ডিভিশনের** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং/অথবা **পেশাগত সনদ** অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) শাখা ম্যানেজার ও শাখার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) মনোনয়নের পূর্বে তাদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ রয়েছে মর্মে নিশ্চিত হতে হবে অথবা প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(৪) এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের যাবতীয় তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

(৫) প্রতিটি নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় এবং শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এবং পর্যায়ক্রমে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তাকে ML–TF প্রতিরোধে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

১১.৪ গ্রাহক শিক্ষণ ও সচেতনতা ঃ

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহকদের শিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

(১) শাখা পর্যায়ে গ্রাহকদের হিসাব খোলার ফরমের সাথে সংযুক্ত গ্রাহক পরিচিত (KYC) ও লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP) সহ বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ ও দলিলাদি দাখিলের যৌক্তিকতার বিষয়ে গ্রাহককে অবহিত করতে হবে এবং মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাহক সমাবেশ, লিফলেট বিতরণ, শাখার দৃশ্যমান স্থানে এ বিষয়ক পোস্টার স্থাপন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিভিশন হতে মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, তথ্যচিত্র ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১.৫ রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ ঃ

(১) শাখা পর্যায়ে যে কোনো গ্রাহক সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/দলিলাদি হিসাব বন্ধ হওয়ার পর অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সংরক্ষণ করতে হবে ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি বা দলিলাদি;

(খ) KYC সহ CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে/হালনাগাদকালে সংগৃহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি এবং কোনো গ্রাহকের বিষয়ে কোনো প্রতিবেদন বা যে কোনো ধরনের হিসাব বা লেনদেনের তথ্য পর্যালোচনা অথবা ব্যাংকের সার্বিক পরিপালন অবস্থার বিষয়ে কোনো প্রতিবেদন প্রণীত হলে এ সকল তথ্যাদি/দলিলাদি; এবং

(গ) Walk–in–Customer কর্তৃক সংঘটিত লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি বা দলিলাদি।

(২) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সভা, নিরীক্ষা/পরিদর্শন এবং বিশেষ পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি।

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংরক্ষিত তথ্যাদি অপরাধ কার্যক্রমের বিচারিক প্রক্রিয়ায় দালিলিক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে এবং সংরক্ষিত সকল তথ্যাদি ও দলিলাদি বিএফআইইউ এর চাহিদা বা নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহ করতে হবে।

রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ

(ক) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন ২০১৫) মোতাবেক গ্রাহকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ বা হিসাব বন্ধের পরও কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর তাদের হিসাবের সকল ধরনের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে তদন্তে স্বার্থে যে কোনো রেকর্ড বিএফআইইউ এর অনুমোদন সাপেক্ষে দেখানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(গ) গ্রাহকদের লেনদেন সম্পর্কে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্তরূপে রেকর্ড প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবে ঃ

- বিএফআইইউ এর নির্দেশাবলীর যথাযথ পরিপালন।
- প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পলিসি এবং নিয়ম নীতি সঠিকভাবে পরিপালিত হচ্ছে কী না সে মর্মে তৃতীয় পক্ষ যেন সহজেই অবহিত হতে পারেন তদনুসারে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ।
- রেকর্ড পত্রাদি এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন যে কোনো গ্রাহককে সহজভাবে চিহ্নিত করা যায়।
- অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন এর রিপোর্ট এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা সহজে বিএফআইইউ কর্তৃক চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।
- ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এমনভাবে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবে যেন তদন্তের সময় আদালতের আদেশ মোতাবেক তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

- গ্রাহকদের যে সকল অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন এর ব্যাপারে বিএফআইইউ-কে রিপোর্ট করা হয়েছে সেই সমস্ত তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে যাতে বিএফআইইউ এর তদন্ত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে ঃ

ক) তদন্তের ধরণ ও তারিখ,

খ) হিসাবসমূহের বিস্তারিত তথ্যাদি এবং

গ) অন্ততঃপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য তা সংরক্ষণ।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন

১২.১ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে কী জানা দরকার ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ব্যাংকারদের সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক ঃ

১. ব্যক্তিগত দায়–দায়িত্ব।
২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত সার্কুলার ও নির্দেশনা, এ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার ও নির্দেশনা।
৩. নগদ লেনদেন রিপোর্টিং এবং সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণ ও রিপোর্টিং।
৪. গ্রাহক সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত।
৫. AML-CFT সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক রিপোর্ট।
৬. রিপোর্ট পরবর্তী গ্রাহক ও নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহের সাথে করণীয়।

১২.২ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন ২০১৫) এর ধারা ২৫(১) এ **মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়–দায়িত্ব** বর্ণিত রয়েছে। এতে মোট ৬টি উপধারা রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিম্নরূপ দায়–দায়িত্বসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব থাকিবে, যথা ঃ

(ক) উহার গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;
(খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হইলে বন্ধ হইবার তারিখ হইতে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাব ও হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;
(গ) উপরোক্ত 'ক' এবং 'খ' তে বর্ণিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের চাহিদা মোতাবেক সময় সময় সরবরাহ করা;
(ঘ) ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইলে স্ব–উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।

(২) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ–

(ক) উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে; এবং
(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে বা

ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৩) উপধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করিবে।

(৪) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিদ্যমান তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালন নিশ্চিত করিবে এবং উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ব্যর্থতার দায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের উপরও বর্তাইবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধানসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিধান লংঘন করিলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপে গৃহীত ব্যবস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবিলম্বে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের তদারকি কার্যক্রম বা অন্য কোনভাবে এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অবহিত হইলে বা চিহ্নিত করিলে অবিলম্বে তাহা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবহিত করিবে।

১২.৩ মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দন্ড ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধন ২০১৫ সহ) এর ধারা ৪ এ **মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দন্ড** সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। এতে মোট ৫টি উপধারা রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মানিলন্ডারিং একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে তিনি অন্যূন ৪(চার) বৎসর এবং অনধিক ১২(বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক, অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদন্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদন্ডের পরিমাণ বিবেচনায় অতিরিক্ত কারাদন্ডে দন্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) আদালত কোন অর্থদন্ড বা দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে দন্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা কোনো সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট।

(৪) কোন সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে ধারা ২৭ (**সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**) এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, অর্থদণ্ড প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সত্তা আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ বিবেচনায় সত্তার মালিক, চেয়ারম্যান বা পরিচালক যে

নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) সম্পৃক্ত অপরাধে অভিযুক্ত বা দন্ডিত হওয়া মানিলন্ডারিং এর কারণে অভিযুক্ত বা দন্ড প্রদানের পূর্বশর্ত হইবে না।

১২.৪ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধন ২০১৫ সহ) এ বর্ণিত অন্যান্য দন্ডসমূহ ঃ

ধারা ৫ মোতাবেক অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লংঘনের দন্ড ঃ

কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লংঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোক আদেশকৃত সম্পত্তির মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা ৬ মোতাবেক তথ্য প্রকাশের দন্ড ঃ

(১) কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত সম্পর্কিত কোন তথ্য বা প্রাসংগিক অন্য কোন তথ্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্ট কর্তৃক চাকুরীরত বা নিয়োগরত থাকা অবস্থায় কিংবা চাকুরী বা নিয়োগজনিত চুক্তি অবসায়নের পর তৎকর্তৃক সংগৃহীত, প্রাপ্ত, আহরিত, জ্ঞাত কোন তথ্য এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা ৭ মোতাবেক তদন্তে বাধা বা অসহযোগিতা, প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা বা তথ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার দন্ড ঃ

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন—

(ক) কোন তদন্ত কার্যক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বাধা প্রদান করিলে বা সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে; বা

(খ) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে যাচিত কোন প্রতিবেদন প্রেরণে বা তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে;

—তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ১(এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা ৮ মোতাবেক মিথ্যা তথ্য প্রদানের দন্ড ঃ

(১) কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অর্থের উৎস বা নিজ পরিচিতি বা হিসাব ধারকের পরিচিতি সম্পর্কে বা কোন হিসাবের সুবিধাভোগী বা নমিনী সম্পর্কে কোনরূপ মিথ্যা তথ্য প্রদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১২.৫ মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধন ২০১৫ সহ) এর ধারা ২৩ এ **মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব** বর্ণিত রয়েছে। এতে মোট ৮টি উপধারা রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ-

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি ও অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

(খ) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

(গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোনো হিসাবে জমা হইয়াছে বা কোন হিসাবের অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতে পারে মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে;

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঙ) প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;

(চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম তদারকিসহ প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

(২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক নির্দেশিত কোনো অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখ হিসাবে স্থিতির দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এ ক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৭ ক) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্তে কোন তদন্তকারী সংস্থা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি উপযুক্ত আদালতের আদেশক্রমে অথবা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১২.৬ সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধন ২০১৫ সহ) এর ধারা ২৭ এ **সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন** সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন সত্তা কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকিলে উক্তরূপ অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে সত্তার এইরূপ প্রত্যেক মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়অ গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় "পরিচালক" বলিতে সত্তার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।

১২.৭ সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধন ২০১৫ সহ) এর ধারা ২৮ এ **সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ** সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

এই আইনের বা বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কোনো কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সেইজন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা ইহার কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা তদন্তকারী সংস্থা বা ইহার কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা উহার পরিচালনা পর্ষদ বা উহার কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা প্রশাসনিক বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

১২.৮ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ অনুসারে সন্ত্রাসী কার্য ও দন্ড ঃ

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধন ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এর **ধারা ৬ এ সন্ত্রাসী কার্য** ও সংশ্লিষ্ট দন্ড সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। এতে মোট ৪টি উপ-ধারা রয়েছে। উপ-ধারা (১) এ ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক কর্তৃক সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধের সংজ্ঞা, উপ-ধারা (২) ও (৩) এ ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যের দন্ড এবং উপ-ধারা (৪) এ সত্তা কর্তৃক সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যের দন্ড সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক-

(ক) বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা

(আ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর জখম, আটক বা অপহরণ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা

(ই) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা

(ঈ) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা

(উ) উপ-দফা (অ), (আ), (ই) বা (ঈ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বা নিজ দখলে রাখে;

(খ) অন্য কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা উহার সম্পত্তি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে;

(গ) কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে;

(ঘ) জ্ঞাতসারে কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি ব্যবহার করে বা অধিকারে রাখে;

(ঙ) এই আইনের তফসিল-১ এ অন্তর্ভুক্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে বর্ণিত কোন অপরাধ করিতে সহায়তা, প্ররোচিত বা ষড়যন্ত্র করে বা সংঘটন করে বা সংঘটন করিবার প্রচেষ্টা করে;

(চ) কোন সশস্ত্র সংঘাতময় দ্বন্দের বৈরি পরিস্থিতিতে (hostilities in a situation of armed conflict) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই এইরূপ কোন বেসামরিক, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার বা মারাত্মক শারীরিক জখম ঘটাইবার অভিপ্রায়ে এইরূপ কোন কার্য করে, যাহার উদ্দেশ্য, উহার প্রকৃতিগত বা ব্যাপ্তির কারণে, কোন জনগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শন বা অন্য কোন সরকার বা রাষ্ট্র বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক "সন্ত্রাসী কার্য" সংঘটনের অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর-

(অ) উপ-দফা (অ) অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে;

(আ) উপ-দফা (আ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি যদি মৃত্যুদন্ড হয় সেইক্ষেত্রে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(ই) উপ-দফা (ই) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(ঈ) উপ-দফা (ঈ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(উ) উপ-দফা (উ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) বা (চ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৪) যদি কোন সত্তা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করে, তাহা হইলে-

(ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে; এবং

(খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির

মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১২.৯ সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ ও দন্ড ঃ

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধন ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এর ধারা ৭ এ **সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ** ও সংশ্লিষ্ট দন্ড সম্পকে বর্ণিত রয়েছে। এ ধারায় মোট ৪ টি উপ-ধারা রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা স্বেচ্ছায়, বৈধ বা অবৈধ উৎস হইতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনভাবে এই অভিপ্রায়ে অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি সরবরাহ, গ্রহণ, সংগ্রহ বা উহার এইরূপ ব্যবস্থা করে যে, উহার সম্পূর্ণ বা আংশবিশেষ—

(ক) সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনায় ব্যবহৃত হইবে; বা

(খ) সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, অথবা ব্যবহৃত হইতে পারে মর্মে জ্ঞাত থাকে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি প্রকৃতই কোন সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদনের বা পরিচালনার ক্ষেত্রে বা সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা বা কোন সুনির্দিষ্ট সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল কিনা, উহার উপর নির্ভর করিবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

(৪) যদি কোন সত্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে—

(ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে; এবং

(খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১২.১০ অপরাধ সংঘটনে সাহায্য ও সহায়তার (aid and abetment) শাস্তি ঃ

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধন ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এর ধারা ১২ এ **অপরাধ সংঘটনে সাহায্য ও সহায়তার (aid and abetment) শাস্তি** সম্পকে বর্ণিত রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে-

(ক) সাহায্য বা সহায়তা করে; বা

(খ) সহায়তাকারী হিসাবে (as an accomplice) অংশগ্রহণ করে; বা

(গ) অন্যদেরকে সংগঠিত বা পরিচালনা করে; বা

(ঘ) অবদান রাখে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের শাস্তি হইবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড, এবং উহার অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১২.১১ সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে করণীয় ঃ

(ক) সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে এ জাতীয় লেনদেন সনাক্ত করার জন্য ব্যাংককে যথাযথ সর্তকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের কোনো লেনদেন চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে স্বপ্রণোদিত হয়ে কোনো প্রকার বিলম্ব ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে রিপোর্ট করতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদানুযায়ী ব্যাংক হতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী সন্দেহজনক লেনদেনযুক্ত বা অন্য কোনো হিসাবের স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শাখা পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কালে সংশ্লিষ্টতথ্য প্রদানে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।

১২.১২ বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) এর ক্ষমতা ঃ

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধন ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এর ধারা ১৫ এ **বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা** সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এ ধারার উপ-ধারা (৫) এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংশোধন আইন, ২০১৫ মোতাবেক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' বলতে 'বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট'-কে বুঝাবে। এ ধারায় মোট ৯টি উপ-ধারা রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ-

(১) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে, যথা ঃ

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব করা, উহা বিশ্লেষণ বা পুনরীক্ষণ করা এবং বিশ্লেষণ বা পুনরীক্ষণের উদ্দেশ্যে উহার সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং উহার রেকর্ড বা ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা এবং, ক্ষেত্রমত, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উক্ত তথ্য সরবরাহ বা রিপোর্ট প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে, সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে উক্ত লেনদেনের হিসাব অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারি করা এবং এইরূপে উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা;

(গ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যে এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের (weapons of mass destruction, WMD) বিস্তারে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক নির্দেশ প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ করা এবং এ আইনের যে কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে সরেজমিনে পরিদর্শন করা; এবং

(চ) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট), সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সহিত সম্পৃক্ত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয়ে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা উহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা পুলিশ বা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করবে, এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) অপরাধটি যদি অন্য কোন রাষ্ট্রে সংঘটিত হয় বা অন্য কোন রাষ্ট্রে বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) উক্ত বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা কোন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতার কোন ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব জব্দ করার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন জব্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক বা সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের আওতায় নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৫) এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বি,এফ,আই,ইউ) কর্তৃক প্রয়োগ ও সম্পাদিত হইবে এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এই আইনের অধীন কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উহাকে তাহা সরবরাহ করিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৬) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা, ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া সন্ত্রাসী কার্য বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পৃক্ত তথ্যাদি অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা অন্য কোন রাষ্ট্রের অনুরূপ কর্তৃপক্ষকে (counter part) সরবরাহ করিবে।

(৭) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন ব্যাংকের দলিল বা কোন নথিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রবেশাধিকার থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) উপযুক্ত আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে; অথবা

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের) অনুমোদনক্রমে।

(৮) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় অথবা জ্ঞাতসারে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করে, তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৯) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) কর্তৃক উপ-ধারা (৮) অনুসারে আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে উক্ত জরিমানার অর্থ উক্ত সংস্থা কর্তৃক অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী বা অপরিশোধিত থাকিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট), প্রয়োজনে, উহা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।

১২.১৩ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়িত্ব ঃ

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধন ২০১২ ও ২০১৩ সহ) এর ধারা ১৬ এ **রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়িত্ব** সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। এ ধারায় মোট ৫টি উপ-ধারা রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ-

(১) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত জড়িত অর্থ লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা যথাযথ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কোন সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত হইলে স্বপ্রণোদিত হইয়া কোন প্রকার বিলম্ব ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে) রিপোর্ট করিবে।

(২) প্রত্যেক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) বা পরিচালনা পর্ষদের অনুপস্থিতিতে প্রধান নির্বাহী, বা অন্য যে নামে ডাকা হউক না কেন, উহার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুমোদন ও জারী করিবে, এবং ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা, যা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য প্রযোজ্য, প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৪) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ বা, পরিচালনা পর্ষদ না থাকিলে, উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক, উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ব্যক্তিকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৫) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (৩) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, অথবা যদি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক, উপ-ধারা (৪) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হন বা পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে জরিমানার অর্থ আদায় করিতে পারিবে বা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত তাহার হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে বা অপরিশোধিত থাকিলে, উহা আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ পরিপালন নীতিমালা

১৩.১ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে পরিচালনা পর্ষদের করণীয় ঃ

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে এ দেশের বিদ্যমান 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধনী, ২০১৫)' ও 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও ২০১৫)' এ বর্ণিত তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বিএফআইইউ এর নির্দেশনাবলীর সমন্বয়ে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি নিজস্ব নীতিমালা থাকবে যা পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করবে। সময় সময় নীতিমালাটির সংশোধন/পরিমার্জনও পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করবে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে পরিচালনা পর্ষদকে সচেতন ও সক্রিয় করার নিমিত্ত পর্ষদের বছরে অন্তত একটি সভা আয়োজন করবে যাতে বিএফআইইউ এর উপস্থাপনা থাকবে।
- ব্যাংকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কী না সে সম্পর্কে পরিচালনা পর্ষদ সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর মাধ্যমে অবহিত হবে।

১৩.২ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টরের করণীয় ঃ

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে এ দেশের বিদ্যমান 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধনী, ২০১৫)' ও 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও ২০১৫)' এ বর্ণিত তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন।
- ব্যাংকের সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করবেন এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিপালনীয় বিষয়াদির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্যাংকের একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা বা CAMLCO (Chief Anti Money Laundering Compliance Officer) মনোনয়ন দেবেন।

- ব্যাংকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কী না সে সম্পর্কে সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর CAMLCO/কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর মাধ্যমে অবহিত হবেন।
- শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং ব্যাংকের অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন-১ ও ২ কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রতি ষান্মাসিকে পরিদর্শিত শাখাসমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর বরাবরে উপস্থাপিত হলে তিনি তার নির্দেশনা ও মতামতসহ তা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির (MANCOM) সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৩.৩ পরিপালনের নীতিমালা ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বিএফআইইউ এর নির্দেশনাবলীর সমন্বয়ে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি নিজস্ব নীতিমালা থাকবে। সময় সময় উক্ত নীতিমালা হালনাগাদ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হবে। নীতিমালাটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। উক্ত নীতিমালায় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আবশ্যিকভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীর বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে।

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পর্কিত সংজ্ঞা, এ সম্পর্কিত বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ।
- দেশের বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলায় আরোপিতব্য জরিমানা/শাস্তি।
- ব্যাংকের পরিপালন কাঠামো, যেমনঃ CCC, CAMLCO, BAMLCO ইত্যাদি ।
- গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা।
- গ্রাহক পরিচিতি (KYC)।
- বিভিন্ন প্রকার গ্রাহকের ক্ষেত্রে করণীয়।
- গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (CDD)।
- গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (EDD)।
- PEPs/IPs এর ক্ষেত্রে ব্যাংকের করণীয়।
- করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং এবং বিদেশে অবস্থিত শাখা ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে করণীয়।

- অর্ডারিং, ইন্টারমিডিয়ারী ও বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকের করণীয়।
- এজেন্ট ব্যাংকিং/মোবাইল ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে করণীয়।
- ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স এর ক্ষেত্রে করণীয়।
- ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে করণীয়।
- লেনদেন মনিটরিং, ওয়্যার ট্রান্সফার, সিটিআর, এসটিআর, স্ট্রাকচারিং।
- সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং।
- ব্যাংকের নিজস্ব নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ।
- ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক পরিপালন ব্যর্থতায় শাস্তি HR Policy-তে সুনির্দিষ্টকরণ।
- রেকর্ড ও প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ।

১৩.৪ উপসংহার ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের প্রভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, সমাজ বা রাষ্ট্রে একধরনের অস্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি হতে পারে। তাই বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা হচ্ছে। এ আইনের আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়, অপরাধী বা বন্দী বিনিময় চুক্তি সম্পাদন, লন্ডারিংকৃত অর্থ ফেরত প্রদান বা আনয়নের উদ্দেশ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে। এ আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাংকার ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

---------o---------

সূত্র ঃ ১। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক জারীকৃত আইন ও বিধিমালাসমূহ।
২। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক জারীকৃত এ সংক্রান্ত সার্কুলারসমূহ ।
৩। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের এ সংক্রান্ত গাইডলাইন্স।

গোপনীয় ও ব্যাংক কর্তৃক পূরণীয়

.....ব্যাংক/ ব্যাংক লি.

.....শাখা

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form)

(ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

হিসাব নম্বর: .....
ইউনিক আইডি কোড: .....

১. হিসাবের নাম :
২. হিসাবের প্রকৃতি :
৩. হিসাব খোলার উদ্দেশ্য :
৪. গ্রাহকের পেশা (বিস্তারিত) :
৫. গ্রাহকের মাসিক সম্ভাব্য আয় :
৬. অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) :
৭. হিসাবধারীর অর্থের উৎস/উৎসসমূহ কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (দলিলাদিসহ বিস্তারিত):.....
৮. হিসাবধারীর ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত):.....

.....

৯. হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) আছে কি না:

☐ হ্যাঁ ☐ না

(উত্তর হ্যাঁ হলে প্রত্যেক প্রকৃত সুবিধাভোগী সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্তি-১ মোতাবেক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে)

১০. পরিচিতি পত্র (যেকোনো একটি):

	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত	[টিক (√) দিন]
ক) জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
খ) পাসপোর্ট নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
গ) জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
ঘ) অন্যান্য :			

১১. অনিবাসী (Non-resident) এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে :

(ক) ভিসার প্রকৃতি:..... মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ:.....

(খ) কর্মানুমতি (Work Permit) প্রাপ্তদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে কর্মানুমতি (Work Permit) পত্র সংগ্রহ ও ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কি না:

☐ হ্যাঁ ☐ না

(অনিবাসী বাংলাদেশীর ক্ষেত্রে পাসপোর্টের কপি এবং বিদেশী ক্ষেত্রে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে।)

১২. গ্রাহক Politically Exposed Person (PEP)/প্রভাবশালী ব্যক্তি (IP)/ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা close assosiates কি না:

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে:

ক. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না: ☐হ্যাঁ ☐ না

খ. গ্রাহকের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৩. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাসী কার্য, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারের অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকার সাথে যাচাইবাছাইপূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কি না:

☐ হ্যাঁ ☐ না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ :

১৪. রিস্ক গ্রেডিং(সংযুক্তি-২ অনুযায়ী):

রিস্ক স্কোরের যোগফল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং
>=১৫	উচ্চ
<১৫	নিম্ন

মন্তব্য :

(* রিস্ক রেটিং ১৫ এর কম হলেও Beneficial Owner -সহ অন্যান্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে কারণ উল্লেখপূর্বক Subjective বিবেচনায় গ্রাহককে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে নিরূপণ করা যেতে পারে)

প্রস্তুতকারী :

(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা :

(শাখা ব্যবস্থাপক/ শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

.....

(PEP/IP/আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা)

নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৫. হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখ:

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা :

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

গোপনীয় ও ব্যাংক কর্তৃক পূরণীয়

.....ব্যাংক/ ব্যাংক লি.

.....শাখা

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form)

(প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

হিসাব নম্বর: .....
ইউনিক আইডি কোড: .....

১. হিসাবের নাম :
২. হিসাবের প্রকৃতি :
৩. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত) :
৪. প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদ (Net Worth) :
৫. অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) : .....
৬. অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে :

১। .....

২। .....

৩। .....

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না : ☐ হ্যাঁ ☐ না

৭. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত): .....

.....

৮. হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) নির্ধারণ করা হয়েছে কি না:

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে প্রত্যেক প্রকৃত সুবিধাভোগী সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্তি-১ মোতাবেক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে :

(কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% বা এর অধিক একক শেয়ারহোল্ডার এর সংযুক্তি-১ মোতাবেক সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে। এছাড়াও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার এর কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।)

	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত	[টিক (√) দিন]
৯. ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১০. ভ্যাট রেজি. নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১১. প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১২. অন্যান্য নথি : ----------	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১৩. বিদেশী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার উদ্দেশ্য: (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

.....

(ক) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নাম : .....

(খ) অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য : .....

১৪. গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো Politically Exposed Person (PEP)/প্রভাবশালী ব্যক্তি (IP)/ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা close assosiates সংশ্লিষ্ট কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে-

ক. সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না

খ. গ্রাহকের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৫. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজলুশনের আওতায় সন্ত্রাসী কার্য, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারের অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকার সাথে যাচাইবাছাইপূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কি না:

☐ হ্যাঁ ☐ না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ :

১৬. রিস্ক রেটিং (সংযুক্তি-২ অনুযায়ী) :

রিস্ক স্কোরের যোগফল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং
>=১৫	উচ্চ
<১৫	নিম্ন

মন্তব্য:

(*রিস্ক রেটিং ১৫ এর কম হলেও Beneficial Owner -এর উচ্চ ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে কারণ উল্লেখপূর্বক Subjective বিবেচনায় গ্রাহককে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে নিরূপণ করা যেতে পারে)

প্রস্তুতকারী :

(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা :

(শাখা ব্যবস্থাপক/শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

.....

(PEP/IP/আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা)

নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৭. হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখ:

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা :

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

গোপনীয় ও ব্যাংক কর্তৃক পূরণীয়

.....ব্যাংক/ ব্যাংক লি.

.....শাখা

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form)

(বিশেষ স্কিম/স্থায়ী আমানত হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

হিসাব নম্বর: .....
ইউনিক আইডি কোড: .....

১. হিসাবের নাম :

২. হিসাবের প্রকৃতি :

৩. গ্রাহকের পেশা (বিস্তারিত) :

৪. গ্রাহকের মাসিক সম্ভাব্য আয় :

৫. অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) :

৬. অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে :

১। .....

২। .....

৩। .....

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না

৭. হিসাবধারীর ঠিকানা কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত): .....

৮. হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) নির্ধারণ করা হয়েছে কি না:

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে প্রত্যেক প্রকৃত সুবিধাভোগী সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্তি-১ মোতাবেক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে

(কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% বা এর অধিক একক শেয়ারহোল্ডার এর সংযুক্তি-১ মোতাবেক সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে। এছাড়াও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার এর কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।)

৯. পরিচিতিপত্র :

	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত	[টিক (√) দিন]
ক) পাসপোর্ট নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
খ) জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
গ) জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
ঘ) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
ঙ) ভ্যাট রেজি. নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
চ) প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ছ) অন্যান্য : .....

১০. অনিবাসী (Non-resident) এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে হিসাব খোলার উদ্দেশ্য:

.....

(ক) ভিসার প্রকৃতি..... মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ:.....

(খ) কর্মানুমতি (Work Permit) প্রাপ্তদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে কর্মানুমতি (Work Permit) পত্র ও ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে কি না: হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

.....

(অনিবাসি বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পাসপোর্টের কপি এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি সংগ্রহ করতে হবে)

১১. গ্রাহক Politically Exposed Person (PEP)/প্রভাবশালী ব্যক্তি (IP)/ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা close assosiates কি না:

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে :

ক. সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না

খ. গ্রাহকের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না

১২. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাসী কার্য, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারের অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকার সাথে যাচাইবাছাইপূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কি না:

☐ হ্যাঁ ☐ না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ:

১৩. রিস্ক গ্রেডিং(সংযুক্তি-২ অনুযায়ী):

রিস্ক স্কোরের যোগফল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং
>=১৫	উচ্চ
<১৫	নিম্ন

মন্তব্য :

(* রিস্ক রেটিং ১৫ এর কম হলেও Beneficial Owner -সহ অন্যান্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে কারণ উল্লেখপূর্বক Subjective বিবেচনায় গ্রাহককে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে নিরূপণ করা যেতে পারে)

প্রস্তুতকারী :
(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :
নাম :
তারিখ :

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা :
(শাখা ব্যবস্থাপক/ শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :
নাম :
তারিখ :

.....
(PEP/IP/আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৪. হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখ: .....

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তার
নাম (সিলসহ) স্বাক্ষর ও তারিখ

গোপনীয় ও ব্যাংক কর্তৃক পূরণীয়

.....ব্যাংক/ ব্যাংক লি:

.....শাখা

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form)

(সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

হিসাব নম্বর: .....
ইউনিক আইডি কোড: .....

১. হিসাবের নাম :
২. হিসাবের প্রকৃতি :
৩. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত) :
৪. অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) :
৫. অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে :

১। .....

২। .....

৩। .....

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না : ☐ হ্যাঁ ☐ না

৬. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত): .....

.....

৭. প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নথিসমূহ:

	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত	[টিক (√) দিন]
(ক) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(খ) ভ্যাট রেজি. নম্বর :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(গ) ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত :.....	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(ঘ) অন্যান্য নথি :	☐	☐	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৮. রিস্ক গ্রেডিং:

উচ্চ ঝুঁকি/ নিম্ন ঝুঁকি

(* Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি পরিবর্তন হতে পারে)

প্রস্তুতকারী :
(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)
স্বাক্ষর (সিলসহ) :
নাম :
তারিখ :

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা :
(শাখা ব্যবস্থাপক/শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)
স্বাক্ষর (সিলসহ) :
নাম :
তারিখ :

৯. হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখ:
পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা :
স্বাক্ষর (সিলসহ) :
নাম :
তারিখ :

হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর ছবি

(হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর জন্য পূরণীয়।)

তারিখঃ.....

হিসাব নম্বরঃ .....

ইউনিক আইডি কোডঃ .....

১। হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়) : .....

In English (Block Letter) .....

২। প্রকৃত সুবিধাভোগীর নাম (বাংলায়) :.....

In English (Block Letter) : .....

৩। জন্ম তারিখ :.....

৪। পিতার নাম :.....

৫। মাতার নাম :.....

৬। স্বামী/স্ত্রীর নাম :.....

৭। জাতীয়তা :..... ৮। লিঙ্গ: .....

৯। পেশা (বিস্তারিত) :.....

১০। মাসিক আয় :.....

১১। অর্থের উৎস (বিস্তারিত) : .....

১২। ট্যাক্স আইডি নম্বর(TIN)(যদি থাকে) : .....

১৩। (ক) বর্তমান ঠিকানা : রোড/গ্রাম :.....পো :..... থানা :.....

জেলা :.....ফোন/মোবাইল নম্বর :.....ইমেইল :.....

(খ) স্থায়ী ঠিকানা : রোড/গ্রাম :.....পো :.....থানা :.....

জেলা :..... ফোন/মোবাইল নম্বর :.....ইমেইল :.....

১৪। পরিচিতি পত্রঃ (ক) জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর :.....

অথবা,(খ) পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) : .....

গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণ ফরম:

সংযুক্তি-২

পন্য/সেবা ও চ্যানেল ঝুঁকি	স্কোর
পণ্য/সেবার ধরণ	
সঞ্চয়ী হিসাব	১
চলতি হিসাব	৪
এফডিআর	৩
ডিপোজিট স্কিম (১২ লক্ষ পর্যন্ত)	১
ডিপোজিট স্কিম (১২ লক্ষ উর্ধ্ব)	৩
এফসি হিসাব	৫
এস.এন.ডি	৩
আর.এফ.সি.ডি	৫
অনবোর্ডিং এর ধরণ	
শাখা ব্যবস্থাপক /রিলেশনশীপ এর মাধ্যমে	২
বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে	৩
ইন্টারনেট/নন-ফেস-টু-ফেস	৫
ওয়াক-ইন	৩

ভৌগলিক ঝুঁকি	স্কোর
অনিবাসী ঝুঁকি	
গ্রাহকঃ	
নিবাসী বাংলাদেশি	১
অনিবাসী বাংলাদেশি	২
বিদেশি নাগরিক	৩
বিদেশি নাগরিকদের জন্য:	
জন্মস্থান/আবাসনের ভিত্তিতে ঝুকির শ্রেণিবিন্যাস	
গ্রাহক যে দেশের নাগরিক সে দেশ কি এফএটিএফ এর *Jurisdiction under increased monitoring* এবং *High-risk jurisdictions subject to a call for action* এর অন্তর্ভুক্ত বা, গ্রাহক কি ইউএন বা অন্য কোনো *Sanctioned List* এ তালিকাভুক্ত কি না:	
হ্যাঁ	৫
না	১

ব্যবসা ও পেশা সংক্রান্ত ঝুঁকি	স্কোর
ব্যবসা	
সংযুক্ত তালিকা-১ হতে সন্নিবেশ করুন	.....
কার্যকলাপ সংক্রান্ত	
সংযুক্ত তালিকা-১ হতে সন্নিবেশ করুন	.....

সম্পর্কগত ঝুঁকি	স্কোর
বিএফআইইউ এর সার্কুলার অনুযায়ী, গ্রাহক কি **PEPs / IPs**/আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান অথবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা:	
না	০
হ্যাঁ	৫
বিএফআইইউ এর সার্কুলার অনুযায়ী, গ্রাহক কি **PEPs / IPs**/আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান অথবা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার পরিবারের সদস্য/ **Close associates:**	
না	০
হ্যাঁ	৫

লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি	স্কোর	
গ্রাহকের বাৎসরিক গড় লেনদেন কত:	ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান
অনূর্ধ্ব টাকা ১০ লক্ষ	১	০
টাকা ১০ লক্ষ হতে ৫০ লক্ষ পর্যন্ত	২	১
টাকা ৫০ লক্ষ হতে ৫ কোটি পর্যন্ত	৩	২
টাকা ৫ কোটি এর বেশি	৫	৪

স্বচ্ছতা সংক্রান্ত ঝুঁকি	স্কোর
গ্রাহক কি অর্থের উৎসের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সরবরাহ করেছে:	
হ্যাঁ	১
না	৫

ব্যবসা ও পেশা সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরূপণে নিম্নোক্ত তালিকা অনুসরণ করুন:

গ্রাহকের ব্যবসার ধরণ	স্কোর
জুয়েলারি/স্বর্ণ/মূল্যবান ধাতুর ব্যবসা	৫
মানি চেঞ্জার/কুরিয়ার সার্ভিস/মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট	৫
রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার/এজেন্ট	৫
নির্মাণ প্রকল্প প্রোমোটার/ঠিকাদার	৫
শিল্প ও পুরাতত্ত্বের ডিলার	৫
রেস্তোরা/বার/নাইট ক্লাব/পার্লার/আবাসিক হোটেল ব্যবসা	৫
আমদানি/রপ্তানি ও আমদানি/রপ্তানি এজেন্ট	৫
জনশক্তি রপ্তানি ব্যবসা	৫
আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসা	৫
গার্মেন্টস ব্যবসা/গার্মেন্টস এক্সেসরিজ/প্যাকেজিং/বায়িং হাউজ	৫
শেয়ার/স্টক ডিলার, ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাংকার	৫
সফটওয়্যার/তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবসা	৫
অফশোর/নন-রেসিডেন্ট কর্পোরেশন	৫
এনজিও/এনপিও	৫
চলচ্চিত্র প্রযোজনা/পরিবেশনা সংস্থা	৫
মোবাইল ফোন অপারেটর/ইন্টারনেট অথবা ক্যাবল টিভি অপারেটর	৫
জমি/বাড়ি কেনাবেচার মধ্যস্থতাকারী	৫
ইন্সুরেন্স/ব্রোকারেজ এজেন্সি	৫
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৫
ট্রাস্ট	৫
ব্যবসা (পেট্রোল পাম্প/সিএনজি স্টেশন)	৫
সফটঅয়্যার ব্যবসা	৫
শিপ ব্রেকিং ব্যবসা	৫
ব্যাংক/লিজিং/ফাইন্যান্স কোম্পানি	৪
ব্যবসা (ইনডেন্টিং)	৪
ব্যবসা (আউটসোর্সিং)	৪
ল ফার্ম/ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম/কনসালটেন্সি ফার্ম	৪
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী	৪
প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া	৪
ট্রাভেল এজেন্ট/ট্যুরিজম কোম্পানী	৪
টাকা ১০মিলিয়ন এর বেশি বিনিয়োগকারী মার্চেন্ট	৪
চেইন স্টোর/ শপিং মল	৪
ফ্রেইট/শিপিং/কার্গো এজেন্ট/সিএন্ডএফ এজেন্ট	৪
মোটরকারের ব্যবসা (নতুন/রিকন্ডিশন)	৪
চামড়া/চামড়াজাত পণ্যের ব্যবসা	৪
নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা	৪
ব্যবসায় এজেন্ট	৩
সুতা/ঝুট ব্যবসায়ী	৩
পরিবহণ অপারেটর	৩
ব্যবসা (ঔষধ প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ)	৩
হিমায়িতকরণ ব্যবসা (কোল্ড স্টোরেজ)	৩
ব্যবসা (বিজ্ঞাপন)	৩
সার্ভিস প্রোভাইডার	৩
তামাক এবং সিগারেটের ব্যবসা	৩
এমিউজমেন্ট পার্ক/বিনোদন ব্যবসা	৩
মোটর পার্টস ট্রেডার/ওয়ার্কশপ	৩
পোল্ট্রি/ডেইরি/ফিশিং ফার্ম	২
এগ্রো বিজনেস/রাইস মিল/বেভারেজ	২
ছোট ব্যবসা (বিনিয়োগ টাকা ৫০ লক্ষ এর কম)	২
কম্পিউটার/মোবাইল ফোন ডিলার	২
উৎপাদক (অস্ত্র ব্যতীত)	২
অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে)	১-৫

গ্রাহকের পেশা	স্কোর
পাইলট/ফ্লাইট এটেনডেন্ট	৫
ট্রাস্টি	৫
পেশাজীবী (সাংবাদিক, আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ইত্যাদি)	৪
পরিচালক (প্রাইভেট/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি)	৪
বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (এমএনসি)	৪
গৃহিণী	৪
তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) খাতের চাকুরীজীবী	৪
ক্রীড়াবিদ/মিডিয়া সেলিব্রেটি/প্রযোজক/পরিচালক	৪
ফ্রিল্যান্স সফটওয়্যার ডেভেলপার	৪
সরকারি চাকুরীজীবী	৩
জমিদার/বাড়িওয়ালা	৩
বেসরকারি চাকুরীজীবীঃ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত	৩
শিক্ষক (সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)	২
বেসরকারি চাকুরীজীবী	২
স্বনির্ভর পেশাজীবী	২
ছাত্র	২
অবসরপ্রাপ্ত	১
কৃষিজীবী/মৎস্যজীবী/শ্রমজীবী	১
অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে)	১-৫

ANTI-MONEY LAUNDERING & COMBATING FINANCING of TERRORISM QUESTIONNAIRE FOR CORESPONDENT RELATIONSHIP

A. BASIC INFORMATION

1. Name of Institution: _____
2. Registered Address: _____
3. Website Address: _____
4. Principal Business Activities: _____
5. Regulatory Authority: _____
6. Operational Status:
   - Does your Bank maintain a physical presence in the licensing country? ☐ Yes / ☐ No

B. OWNERSHIP / MANAGEMENT

7. Is your institution listed on any stock exchange? ☐ Yes / ☐ No
   If so, which stock exchange?

   _____

8. If ''No'' to Q7, please provide a list of the major shareholders holding more than 10% shares in your institution.

   _____

   _____

C. ANTI-MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING CONTROLS

If you answer "no" to any question, additional information can be supplied at the end of the questionnaire.

I. General AML&CFT Policies, Practices and Procedures:

9. Does your institution have in place policies and procedures approved by your institution's board or senior management to prevent Money Laundering and Combat Financing of Terrorism? ☐ Yes / ☐ No

10. Does your institution have a legal and regulatory compliance program that includes a designated officer that is responsible for coordinating and overseeing the AML/CFT framework? ☐ Yes / ☐ No

11. Has your institution developed written policies documenting the processes that they have in place to prevent, detect and report suspicious transactions? ☐ Yes / ☐ No

12. Does your institution have a policy prohibiting accounts/relationships with shell banks? *(A shell bank is defined as a bank incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence and which is unaffiliated with a regulated financial group.)* ☐ Yes / ☐ No

13. Does your institution permit the opening of anonymous or numbered accounts by customers? ☐ Yes / ☐ No

14. Does your institution have policies to reasonably ensure that they will not conduct transactions with or on behalf of shell banks through any of its accounts or products? ☐ Yes / ☐ No

15. Does your institution have policies covering relationships with

Politically Exposed Persons (PEP's), their family and close associates? ☐ Yes / ☐ No

16. Does your institution have policies and procedures that require keeping all the records related to customer identification and their transactions? ☐ Yes / ☐ No
If ''Yes'', for how long?_____

II. Risk Assessment

17. Does your institution have a risk-based assessment of its customer base and their transactions? ☐ Yes / ☐ No

18. Does your institution determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that the FI has reason to believe pose a heightened risk of illicit activities at or through the FI? ☐ Yes / ☐ No

III. Know Your Customer, Due Diligence and Enhanced Due Diligence

19. Has your institution implemented processes for the identification of those customers on whose behalf it maintains or operates accounts or conducts transactions? ☐ Yes / ☐ No

20. Does your institution have a requirement to collect information regarding its customers' business activities? ☐ Yes / ☐ No

21. Does your institution have a process to review and, where appropriate, update customer information relating to high risk client information? ☐ Yes / ☐ No

22. Does your institution have procedures to establish a record for each new customer noting their respective identification documents and 'Know Your Customer' information? ☐ Yes / ☐ No

23. Does your institution complete a risk-based assessment to understand the normal and expected transactions of its customers? ☐ Yes / ☐ No

IV. Reportable Transactions for Prevention and Detection of ML/TF

24. Does your institution have policies or practices for the identification and reporting of transactions that are required to be reported to the authorities? ☐ Yes / ☐ No

25. Where cash transaction reporting is mandatory, does your institution have procedures to identify transactions structured to avoid such obligations? ☐ Yes / ☐ No

26. Does your institution screen customers and transactions against lists of persons, entities or countries issued by government/competent authorities or under the UN security Council Resolution? ☐ Yes / ☐ No

27. Does your institution have policies to reasonably ensure that it only operates with correspondent banks that possess licenses to operate in their countries of origin? ☐ Yes / ☐ No

IV. Transaction Monitoring

28. Does your institution have a monitoring program for unusual and potentially suspicious activity that covers funds transfers and monetary instruments such as travelers checks, money orders, etc? ☐ Yes / ☐ No

V. AML Training

29. Does your institution provide AML& CFT training to relevant employees of your organisation? ☐ Yes / ☐ No

30. Does your institution communicate new AML related laws or changes to existing AML related policies or practices to relevant employees? ☐ Yes / ☐ No

31. Does your institution provide AML training to relevant third parties if they are employed to carry out some of the functions of your organisation? ☐ Yes / ☐ No

Space for additional information:
(Please indicate which question the information is referring to.)

.....

.....

D. GENERAL

32. Does the responses provided in this Declaration applies to the following entities: ☐ Yes / ☐ No
    - Head Office and all domestic branches
    - Overseas branches
    - Domestic subsidiaries
    - Overseas subsidiaries

If the response to any of the above is ''No'', please provide a list of the branches and /or subsidiaries that are excluded, including the name of the institution, location and contact details.

I, the undersigned, confirm to the best of my knowledge that the information provided in this questionnaire is current, accurate and representative of the anti-money laundering and anti-terrorist financing policies and procedures that are established in my institution.
I also confirm that I am authorized to complete this questionnaire on behalf of my institution.

Signature: _____
Name: _____
Designation: _____
Date: _____
Contact No: _____
Email: _____

----- ব্যাংক লিঃ

----- শাখা।

শাখা কর্তৃক Self Assessment পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয়

প্রতিটি ব্যাংক শাখা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও ব্যাংকের নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালার আলোকে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নমালার বিস্তারিত উত্তর প্রদানের মাধ্যমে Self Assessment পদ্ধতিতে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করবে :

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	শাখার বর্তমান অবস্থা	গৃহীত কার্যক্রম/সুপারিশ
১. শাখায় মোট কর্মকর্তার সংখ্যা কত (পদানুযায়ী)? কতজন কর্মকর্তা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ? (শতকরা হার)	*প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ড যাচাই করতে হবে।*		
২. ক) শাখার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ কি না? বিগত দুই বছরে তিনি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না? খ) শাখায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম যথানিয়মে পরিপালিত হচ্ছে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে BAMLCO নির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য সময় পর পর এবং কার্যকর প্রক্রিয়ায় পরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে থাকেন কি না?	*BAMLCO কর্তৃক –* • *KYC কার্যক্রমের যথার্থতা পরীক্ষণ করা হয় কি না?* • *যথাযথভাবেঃ- লেনদেন পরীক্ষণ এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (ইন্টারনাল রিপোর্টসহ) করা হয় কি না?* • *যথাযথভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয় কি না?* • *CTR যাচাই এবং STR শনাক্তকরণে ব্যবস্থা নেয়া হয় কি না?* • *বৈদেশিক মুদ্রার ইনওয়ার্ড ও আউটওয়ার্ড লেনদেন পরীক্ষণ করা হচ্ছে কি না?*		
৩. BAMLCO সহ শাখার কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও ব্যাংকের নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত আছেন কি?	*বিষয়টি যাচাইয়ের পদ্ধতি কী? (বিস্তারিত লিখুন)*		

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	শাখার বর্তমান অবস্থা	গৃহীত কার্যক্রম/সুপারিশ
৪. শাখা পর্যায়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয় কি না?	• *সভার আলোচ্যসূচি সকলের অবগতির জন্য বন্টন করা হয় কি না?* • *সভায় কী কী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে?* • *সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কিভাবে বাস্তবায়িত হয়?*		
৫. সকল প্রকার হিসাব খোলা ও লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন এবং সময়ে সময়ে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুসারে গ্রাহক পরিচিতি সন্তোষজনকভাবে গ্রহণ করা হয় কি না ?	• *গ্রাহক পরিচিতির যথার্থতা কিভাবে যাচাই করা হয়? কিভাবে তা শাখায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে?* • *KYC সম্পাদনকালে গ্রাহকের তহবিলের উৎস যাচাই করা হয় কি না?* • *হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) শনাক্ত করা হয় কি না এবং তা যাচাই এর প্রক্রিয়া সন্তোষজনক কি না?* • *উচ্চ ঝুঁকিবিশিষ্ট গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ঝুঁকির নিরীখে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (EDD) গ্রহণ করা হয় কি না?*		
৬. ক) ঝুঁকির ভিত্তিতে শাখা তাদের গ্রাহকদের শ্রেণীবিন্যাস/শ্রেণীকরণ করে কি না? খ) উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন হিসাবের লেনদেন পরীক্ষণ করা হয় কি না?	• *এ পর্যন্ত কতটি উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাব শাখায় খোলা হয়েছে?* • *এ ধরনের হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শাখা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?* • *কী পদ্ধতিতে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন হিসাবের লেনদেন পরীক্ষণ করা হয়?*		
৭. বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা এবং ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না?	• *এ বিষয়ক নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে কি না?* • *উক্ত নীতিমালা শাখায় কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে?*		
৮. শাখা গ্রাহকের KYC Profile এর তথ্য বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় পর পর পুনঃমূল্যায়নপূর্বক হালনাগাদ করে কি না?	*কী পদ্ধতিতে এরূপ মূল্যায়ন সম্পাদিত হয়ে থাকে?*		

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	শাখার বর্তমান অবস্থা	গৃহীত কার্যক্রম/সুপারিশ
৯. শাখা Walk-in-Customer-দের ক্ষেত্রে KYC প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কি?	*কিভাবে আলোচ্য প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে থাকে?*		
১০. Online ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে হিসাবধারী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি অর্থ জমা করলে সেক্ষেত্রে কোন ধরনের KYC প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় কি?	*হয়ে থাকলে কী প্রক্রিয়ায় তা সম্পাদিত হচ্ছে?*		
১১. শাখা কী পদ্ধতিতে গ্রাহকের লেনদেন পরীক্ষণ করে থাকে?	• *ব্যাংক শাখা কর্তৃক নির্ধারিত সীমার উপরের লেনদেনের (Threshhold) ভিত্তিতে অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে;* • *লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP) গ্রাহকের পেশা ও আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ কি না তা যাচাই করা হয় কি না?* • *ঘোষিত অনুমিত মাত্রার সাথে পরবর্তীতে গ্রাহক কর্তৃক সম্পাদিত প্রকৃত লেনদেন যাচাই করা হয় কি না ?* • *শাখা কর্তৃক একটি নির্ধারিত Thershhold এর ভিত্তিতে প্রতিদিনের লেনদেন পরীক্ষণ করা হয় কি না?* • *শাখায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর নমুনা ভিত্তিতে গ্রাহকের KYC Profile এ প্রদত্ত তথ্যের সাথে লেনদেনের সামঞ্জস্যতা যাচাই করা হয় কি না?*		
১২. সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর অধীন সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে শাখা কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?	• *জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্য ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকা শাখায় সংরক্ষণ ও তদনুসারে হিসাব ও লেনদেন কার্যক্রম যাচাই করা হয় কি না?*		

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	শাখার বর্তমান অবস্থা	গৃহীত কার্যক্রম/সুপারিশ
	• *শাখা এ বিষয়ক নিজস্ব কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে কি না?* • *শাখা কর্তৃক কোনো False Positive তালিকা সংরক্ষণ করা হয় কি না?* • *এরূপ কোনো ব্যক্তি বা সত্তার নামে শাখায় পরিচালিত হিসাবের (যদি থাকে) বিষয়ে বিএফআইইউ কে অবহিত করা হয় কি না?*		
১৩. এ যাবৎ শাখা কর্তৃক কতগুলো সন্দেহজনক লেনদেন (STR) শনাক্ত করা হয়েছে?	• *শাখায় সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করার কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় কি না?* • *শাখায় সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং এর জন্য অভ্যন্তরীন রিপোর্টিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে কি না?* • *শাখা পর্যায়ে নিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীন রিপোর্ট সংরক্ষণ করা হয় কি না?* • *এ যাবৎ কতগুলো STR সনাক্ত করা হয়েছে? কতগুলো AML/CFT Division/Dept. এ প্রেরণ করা হয়েছে?*		
১৪. গ্রাহক কর্তৃক পুনঃ পুনঃ নগদ লেনদেন রিপোর্টিং (CTR) সীমার নীচে লেনদেন (Structuring) শনাক্ত করার কোন পদ্ধতি শাখা কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে কি না?	*প্রতিদিনের লেনদেনে Structuring শনাক্ত করার জন্য কোনো রিপোর্ট তৈরী করা হচ্ছে কি না বা কোন পদ্ধতি রয়েছে কি না? (বিস্তারিত লিখুন)*		
১৫. শাখা কর্তৃক নিয়মিত ও সঠিকভাবে CTR কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ করা হচ্ছে কি না?	• *প্রেরিত তথ্যের সঠিকতা কিভাবে যাচাই করা হচ্ছে?* • *কেন্দ্রীয়ভাবে CTR রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে শাখা নিজস্ব CTR রিপোর্ট সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে কি না ?*		
১৬. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, এ সংক্রান্ত বিধিমালা, সার্কুলার, প্রশিক্ষণ রেকর্ড, বিবরণী ও অন্যান্য এএমএল/সিএফটি সংক্রান্ত বিষয়াবলীর আলাদা নথি শাখা কর্তৃক	*কী কী সংরক্ষণ করা হচ্ছে (বিস্তারিত) লিখুন।*		

প্রশ্নমালা	যাচাইয়ের মানদন্ড	শাখার বর্তমান অবস্থা	গৃহীত কার্যক্রম/সুপারিশ
সংরক্ষণ করা হয় কি না? আইন, সার্কুলার ইত্যাদির কপি শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরবরাহ করা হয় কি না?			
১৭. বিএফআইইউ মাস্টার সার্কুলার অনুসারে শাখায় PEPs, প্রভাবশালী ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার কোনো হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না?	*উত্তর হ্যাঁ হলে এই হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কী কী ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে?*		
১৮. শাখায় অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না?			
১৯. প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন বিষয়ক দূর্বলতা/অনিয়মসমূহ নিয়মিত করা হয়েছে কি না?	*না হয়ে থাকলে প্রতিবন্ধকতাসমূহ কী কী?*		
২০. শাখা কর্তৃক বৈদেশিক রেমিটেন্সসহ অন্যান্য ইনওয়ার্ড ও আউটওয়ার্ড বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরীক্ষণ করা হয় কি না?	*হয়ে থাকলে কিভাবে? ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স সংক্রান্ত লেনদেনে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিএফআইইউ কর্তৃক সময়ে সময়ে সরবরাহকৃত সন্ত্রাসী সংগঠন/ ব্যক্তির তালিকা যাচাই করা হচ্ছে কি না?*		
২১. শাখায় বৈদেশিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট লেনদেন (এলসি, গ্যারান্টি ইত্যাদি) যথযাথভাবে পরীক্ষণ করা হচ্ছে কি না?			
২২. শাখায় ঋণ হিসাব ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লেনদেন যথযাথভাবে পরীক্ষণ করা হচ্ছে কি না?			

শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ	শাখা ব্যবস্থাপকের নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিশিষ্ট-ঘ

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

-------- ব্যাংক লিঃ

প্রধান কার্যালয়

Independent Testing Procedures

শাখা পরিদর্শনের চেকলিস্ট

[ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও ব্যাংকের নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালার আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নমালার যথাযথ উত্তর (ডকুমেন্ট ভিত্তিক) অনুসারে স্কোর প্রদানপূর্বক শাখার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমকে মূল্যায়ন করবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক শাখার উপর প্রণীত বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক পরিদর্শন কর্মসূচীর আওতায় শুধুমাত্র Independent Testing Procedures ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণীত হবে) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলাদা অধ্যায়ে সমুদয় বিষয়াদি সুপারিশসহ সন্নিবেশ করবে।]

(যাচাইয়ের মানদন্ড অনুসারে কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিপালিত হলে সম্পূর্ণ স্কোর, আংশিক পরিপালনে আংশিক স্কোর এবং নেতিবাচক পরিপালনের ক্ষেত্রে শূন্য স্কোর প্রদান করতে হবে।)

ব্যাংকের নাম ঃ
শাখার নাম ঃ

ভিত্তি তারিখঃ

ক্র. নং.	পরিদর্শন ক্ষেত্র	বিষয়		যাচাইয়ের উপায়	মন্তব্য	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১	২	৩		৪	৫	৬	৭
১	শাখা পরিপালন কর্মকর্তা মূল্যায়ন	১	ক) শাখায় একজন পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) আছেন কি না?	সর্বশেষ অফিস অর্ডার দেখুন এবং অফিস আদেশে BAMLCO এর Job Responsibities অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি না যাচাই করুন।		১	
			খ) BAMLCO অভিজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ কি না?	বিএফআইইউ সার্কুলারের নির্দেশনার আলোকে যাচাই করুন।		২	
		২	BAMLCO এর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করে কি না?	BAMLCO এর সার্বিক কার্যক্রম পরীক্ষা করুন।		৩	
২	গ্রাহক পরিচিতি (KYC)	১	ক) হিসাব খোলার ফরম পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে কি না?	শাখায় হিসাব খোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সকল ধরণের হিসাবের কমপক্ষে ৩ টি করে ফরম যাচাই করুন। সংগৃহীত তথ্য কিভাবে যাচাই করা হয়েছে, তা পরীক্ষা করুন।		২	
		২	ক) গ্রাহকের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছে কি না?	কী পদ্ধতিতে যাচাই করা হয়েছে এবং যাচাই এর সপক্ষে সংরক্ষিত দলিলাদি পর্যালোচনা করুন। নমুনা ভিত্তিতে অন্তত ১০টি হিসাবের KYC ফরম ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই করুন।		২	
			খ) গ্রাহকের তহবিলের উৎস যাচাই করা হয়েছে কি না?	Risk Based Approach এর ভিত্তিতে অন্তত ১০টি হিসাবের তহবিলের উৎসের সঠিকতা যাচাই করুন।		৪	

ক্র. নং.	পরিদর্শন ক্ষেত্র		বিষয়	যাচাইয়ের উপায়	মন্তব্য	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
			গ) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সনাক্ত করা হয় কি না এবং উহা যাচাই প্রক্রিয়া কি?	বিএফআইইউ সার্কুলার ও গাইডলাইনস এর ভিত্তিতে ১০টি হিসাবের KYC ফরমের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি যাচাই করে দেখতে হবে।		৪	
		৩	ক) শাখা কর্তৃক গ্রাহক নির্বাচন/হিসাব খোলা/সেবা প্রদানের জন্য ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রণয়নকৃত রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্সে উল্লিখিত নির্দেশাবলী শাখায় পরিপালন করা হয় কি না?	রিস্ক রেজিস্টার মোতাবেক শাখা কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা পরীক্ষা করুন।		২	
			খ) শাখায় ঝুঁকিভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন/শ্রেণীবিন্যাস/ শ্রেণীকরণ করা হয় কি না এবং তা যথাযথ কি না?	হিসাব খোলার ফরমে প্রদত্ত রিস্ক গ্রেডিং অংশে উল্লেখিত নির্দেশনার সাথে শাখায় ঝুঁকিভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন/শ্রেণীবিন্যাস/শ্রেণীকরণ পদ্ধতি সংগতিপূর্ণ কি না তা পরীক্ষা করুন।		১	
			গ) উচ্চ ঝুঁকিবিশিষ্ট গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ঝুঁকির নিরীখে অতিরিক্ত তথ্য ও এতদসংক্রান্ত দলিলাদি সংরক্ষণ ও যাচাই (EDD) করা হয় কি না?	শাখায় সংরক্ষিত উচ্চ ঝুঁকিবিশিষ্ট গ্রাহকদের তালিকা সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবসমূহ পর্যালোচনাকরত কী ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তা যথেষ্ট কি না পরীক্ষা করুন।		১	
		৪	ক) নির্দিষ্ট সময় পর পর/প্রয়োজন অনুসারে KYC হালনাগাদ করা হয় কি না ?	বিএফআইইউ সার্কুলারের নির্দেশনা মোতাবেক কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি যাচাই করুন।		১	
			খ) শাখা কর্তৃক ভাসমান/চলন্ত (walk-in/one-off customers) গ্রাহকদের (ডিডি, টিটি, পে অর্ডার, অনলাইন জমা, অনলাইন উত্তোলন ইত্যাদি) ক্ষেত্রে KYC প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় কি না?	বিএফআইইউ সার্কুলারের নির্দেশনা মোতাবেক কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি যাচাই করুন।		২	
		৫	Wire transfer এর ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক KYC প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় কি না?	বিএফআইইউ সার্কুলারের নির্দেশনা মোতাবেক পরিপালিত হয়েছে কি না তা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি যাচাই করুন।		১	
	গ্রাহক পরিচিতি (KYC)	৬	Politically Exposed Persons (PEPs), প্রভাবশালী ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার কোন হিসাব শাখায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না?	বিএফআইইউ সার্কুলারের নির্দেশনা মোতাবেক নমুনার ভিত্তিতে যাচাই করুন।		৩	
		৭	ক) Credit Card সুবিধা প্রদানে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় কি না।	Credit Card ইস্যুর ক্ষেত্রে গ্রাহক পরিচিতি সঠিকভাবে গ্রহণ ও যাচাই করা হয় কি না যাচাই করুন। Credit Card এর ঋণ সীমা গ্রাহকের আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ কি না যাচাই করুন। শাখা কর্তৃক কেওয়াইসি হালনাগাদ করা হয় কি না যাচাই করুন।		১	
			খ) Internet banking সুবিধা প্রদানে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় কি না।	Internet banking সুবিধা প্রদানে শাখা কর্তৃক কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা যাচাই করুন এবং গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় কোন অতিরিক্ত তথ্যাদি নেয়া হয়েছে কি না তা যাচাই করুন।		১	
		৮	Non face to face customer সম্পর্কিত বিএফআইইউ এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় কি না।	হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহক পরিচিতি সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয় কি না যাচাই করুন এবং গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় কী/কোন ধরণের অতিরিক্ত তথ্যাদি নেয়া হয়েছে তা যাচাই করুন।		১	
৩	লেনদেন পরীক্ষণ (Transaction Monitoring)	১	শাখায় লেনদেন পরীক্ষণ (Transaction Monitoring) এর কোন কার্যকরী পদ্ধতি চালু আছে কি না?	পরীক্ষণ এর পদ্ধতি উল্লেখ করুন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রমাণ সংগ্রহ করুন)। • ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে লেনদেন পরীক্ষা করা হলে তা কিভাবে করা হয় তা বিস্তারিত যাচাই করুন।		৪	

ক্র. নং.	পরিদর্শন ক্ষেত্র		বিষয়	যাচাইয়ের উপায়	মন্তব্য	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
				• অটোমেটেড হলে সিস্টেম জেনারেটেড রিপোর্ট সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করুন। • বিগত সময়ের লেনদেন পরীক্ষণ এর নথি সংগ্রহপূর্বক যাচাই করুন।			
		২	ক) গ্রাহকের পেশা ও আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP) গ্রহণ করা হয় কি না?	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্তত ১০টি হিসাবের নমুনা কেস পরীক্ষা করে দেখুন।		২	
			খ) লেনদেনের অনুমিত মাত্রায় (TP) প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে কি না ?	সার্কুলারের নির্দেশনা যাচাই করুন।		১	
			গ) অনুমিত মাত্রার সাথে প্রকৃত লেনদেন যাচাই করা হয় কি না ?	ন্যূনতম ১০টি হিসাবের লেনদেনের পরীক্ষণ পদ্ধতির নমুনা পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনে ব্যাংকের অটোমেটেড পদ্ধতিতে উল্লিখিত TP এর সাথে লেনদেনের মিল আছে কি না যাচাই করুন।		২	
			ঘ) হিসাব খোলার ৬ মাসের মধ্যে গ্রাহকের লেনদেন পর্যালোচনা পূর্বক TP নির্ধারণ করা হয়েছে কি না?	বিএফআইইউ সার্কুলার মোতাবেক ন্যূনতম ১০টি হিসাবের TP যাচাই করুন।		১	
			ঙ) নির্দিষ্ট কোন প্রয়োজন অনুভূত হলে অথবা শাখা কর্তৃক নিয়মিত পরীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় সময়ে সময়ে TP হালনাগাদ করা হয়েছে কি না?	ন্যূনতম ১০টি হিসাবের TP যাচাই করুন।		১	
		৩	শাখায় পরিচালিত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবসমূহের তালিকা সংরক্ষণ করা হয় কি না এবং উক্ত হিসাবের লেনদেন পরীক্ষণ পর্যাপ্ত কি না ?	উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন হিসাবসমূহের তালিকা সংগ্রহ করুন এবং বিএফআইইউ সার্কুলারের নির্দেশনা মোতাবেক এতদসংক্রান্ত নথি সংগ্রহপূর্বক উক্ত হিসাবসমূহের লেনদেন পরীক্ষণ পর্যাপ্ত কি না যাচাই করুন।		৩	
		৪	ক) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে শাখায় UN Security Council resolution এর আওতায় sanction list ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০১৩ এর সংযোজনীতে উল্লেখিত স্থানীয় সন্ত্রাসী তালিকা সংরক্ষণ করা হয় কি না এবং সে মোতাবেক হিসাব খোলা ও লেনদেন কার্যক্রম যাচাই করা হয় কি না?	• হিসাব খোলা, লেনদেন পরীক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উভয় তালিকা যাচাই করা হয় কি না। • এ বিষয়ে শাখা স্বয়ংক্রিয় (Automated) কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে কি না যাচাই করুন। অন্তত ১০টি নমুনা কেস পরীক্ষা করে দেখুন।		২	
			খ) False Positive এর তালিকা শাখায় সংরক্ষণ করা হয় কি না?	• UN sanction list ও স্থানীয় সন্ত্রাসী তালিকা যাচাই এ শাখা কর্তৃক কোন False Positive হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখুন।		১	
		৫[১২]	বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে শাখা কর্তৃক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?**	নমুনাভিত্তিতে ৪/৫ জন গ্রাহকের এলসি ডকুমেন্টসহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অন্যান্য সকল হিসাবের নথি সংগ্রহপূর্বক নিম্নের বিষয়াদি যাচাই করুনঃ • Letter of Credit -এ বর্ণিত পণ্যের মূল্য আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে যাচাই করা হয়েছে কি না পরীক্ষা করুন। • Supplier/Beneficiary এর Credit report সংগ্রহ করে শাখা কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে কি না যাচাই করুন। • Beneficiary/Applicant এর country FATF কর্তৃক চিহ্নিত Jurisdiction under Increased Monitoring and High-risk Jurisdictions subject to a Call for Action এর অন্তর্ভুক্ত হলে EDD করা হয় কি না যাচাই করুন। • Bill of Entry এর original copy সংরক্ষণ করা হয় কি না যাচাই করুন।		৫	

[১২] বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অনুচ্ছেদ নং ৩(৫) শুধুমাত্র এডি শাখার জন্য প্রযোজ্য হবে। ননএডি শাখার ক্ষেত্রে ৯৫ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরকে শতকরা রূপান্তর করে সার্বিক রেটিং নির্ণয় করতে হবে।

ক্র. নং.	পরিদর্শন ক্ষেত্র		বিষয়	যাচাইয়ের উপায়	মন্তব্য	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
				• Shipping document Letter of Credit/Proforma invoice এর সাথে সংগতিপূর্ণ কি না যাচাই করুন।			
		৬	শাখা বৈদেশিক রেমিটেন্সসহ অন্যান্য ইনওয়ার্ড ও আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স পরীক্ষণ করে কি না?	• ইনওয়ার্ড ও আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স সংক্রান্ত লেনদেন গ্রাহকের কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্যাদি নমুনাভিত্তিতে যাচাই করুন।		১	
৪	নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং (STR)	১	ক) মাসিক ভিত্তিতে এবং নির্ভুলভাবে CTR করা হয় কি না ?	রেকর্ড/নথি/রেজিস্টার যাচাই করুন। যেসকল ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে সিটিআর করা হয় সে ক্ষেত্রে শাখায় মাসিক ভিত্তিতে সিটিআর সংরক্ষণ করা হয় কি না যাচাই করুন।		৩	
			খ) প্রতি মাসে প্রেরিত সিটিআর এর কপি শাখায় সংরক্ষণ করা হয় কি না এবং উহা নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয় কি না?	রিপোর্টিং তালিকা/ফাইল পরীক্ষা করে দেখুন। বিএফআইইউ সার্কুলার মোতাবেক পর্যালোচনা করা হয় কি না তা এতদসংক্রান্ত নথি যাচাইপূর্বক পরীক্ষা করুন। কেন্দ্রীয়ভাবে সিটিআর করা হলেও শাখা কর্তৃক সিটিআর পর্যালোচনা করা হয় কি না তাও যাচাই করুন।		৪	
			গ) গ্রাহক কর্তৃক রিপোর্টিং সীমার নীচে পুনঃ পুনঃ লেনদেন (Structuring) করার ক্ষেত্রে তা শনাক্ত করার কোন পদ্ধতি শাখায় প্রবর্তিত হয়েছে কি না?	শাখার ক্যাশ রেজিস্টার পর্যালোচনাপূর্বক সম্ভাব্য হিসাবসমূহ চিহ্নিতকরতঃ তা পর্যালোচনা করুন। এতদ্‌বিষয়ে শাখা কর্তৃক কোন রিপোর্ট জেনারেট করা হয় কি না যাচাই করুন।		৫	
		২	ক) শাখায় সন্দেহজনক লেনদেন (STR)/SAR চিহ্নিতকরণের কোনো পদ্ধতি চালু আছে কি না ?	সন্দেহজনক লেনদেন (STR) এর বিভিন্ন নির্দেশকসমূহের ভিত্তিতে সন্দেহজনক লেনদেন (STR) চিহ্নিতকরণের কোন পদ্ধতি চালু আছে কি না যাচাই করুন ।		৫	
			খ) সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা STR/SAR সম্পর্কে অবহিত আছেন কি না ?	শাখার কর্মকর্তাদের সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিতকরণ ও রিপোর্টকরণ সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা আছে কি না পরীক্ষা করুন।		৩	
৫	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন বরাবর বিবরণী দাখিল	১	শাখা কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিবরণী মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন বরাবর দাখিল করা হয় কি না ? শাখা কি যথাসময়ে বিবরণী দাখিল করে ?	• মাসিক ভিত্তিতে সিটিআর (প্রযোজ্যক্ষেত্রে এসটিআর বিবরণী) এবং ষান্মাসিক ভিত্তিতে সেফ অ্যাসেসমেন্ট বিবরণী মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন বরাবরে প্রেরিত হয় কি না পরীক্ষা করুন। • বিলম্বে দাখিল অথবা বিবরণী দাখিল করা না হয়ে থাকলে তা অসন্তোষজনক বলে বিবেচিত হবে।		২	
		২	বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ কি না ?	এতদ্‌সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা করুন। তথ্যাদি সঠিক ও পরিপূর্ণ না হলে তা অসন্তোষজনক বলে বিবেচিত হবে।		১	
৬	স্বনির্ধারণী পদ্ধতি	১	স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে (সেফ অ্যাসেসমেন্ট) শাখার মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু আছে কি না ?	বিএফআইইউ সার্কুলারের সাথে সংযুক্ত চেকলিষ্ট ব্যবহারপূর্বক মূল্যায়ন প্রতিবেদন করা হয়েছে কি না যাচাই করে দেখুন।		১	
		২	আলোচ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করা হয়েছে কি না?	নথি যাচাই করুন।		১	
		৩	ক) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দূর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে কি না? খ) গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে শাখা কর্তৃক কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী ত্রৈমাসিক সভাগুলোতে পূর্ববর্তী সভার এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?	নথি যাচাই করুন।		২	
		৪	শাখার নিজস্ব মূল্যায়ন যথাযথ কি না?	নথি যাচাই করুন এবং চেকলিস্টের প্রতিটি পয়েন্ট পর্যালোচনা পূর্বক মূল্যায়ন করুন।		১	
৭	AML/CFT বিষয়ে কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও সচেতনতা	১	শাখায় কতজন কর্মকর্তা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন?	এতদবিষয়ে শাখার সংশ্লিষ্ট রেকর্ড দেখুন। এএমএল/সিএফটি বিষয় আন্তর্জাতিক মানদন্ড,জাতীয় নীতিমালা ও আইনকানুন, বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত গাইডেন্স নোটস্ ও সার্কুলার ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণসহ এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল এবং রিপোর্টিং পদ্ধতি সম্পর্কে অন্তত ১(এক)দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মানিলন্ডারিং বিষয়ক আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ মর্মে বিবেচ্য হবে।		১	
		২	প্রধান নির্বাহী কর্তৃক বাৎসরিক ভিত্তিতে এএমএল/সিএফটি বিষয়ক অঙ্গীকার ঘোষণার কপি সকল কর্মকর্তাকে অবহিতকরণপূর্বক	নথি পর্যালোচনা করুন।		১	

ক্র. নং.	পরিদর্শন ক্ষেত্র		বিষয়	যাচাইয়ের উপায়	মন্তব্য	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
			শাখায় সংরক্ষণ করা হয় কি না এবং এব্যাপারে শাখার কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে তা পরিপালন করেছেন কি না?				
		৩	শাখার কর্মকর্তাগণ এএমএল/সিএফটি বিষয়ক নীতি, পদ্ধতি ও প্রোগ্রাম এবং জাতীয় নীতিমালাসহ বিএফআইইউ এর গাইডলাইন্স সম্পর্কে অবহিত কি না?	শাখার কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করুন।		১	
		৪	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না?	নথি পর্যালোচনা করুন।		১	
৮	রেকর্ড সংরক্ষণ/ সরবরাহ	১	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এবং ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহকের লেনদেন সম্পর্কিত রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি না ?	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এবং বিএফআইইউ এর সার্কুলার মোতাবেক হিসাবের লেনদেনের তথ্যাদি (যেমন হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী, চেক/ভাউচার ইত্যাদি) পরীক্ষা করে দেখুন।		২	
		২	গ্রাহকের KYC সহ CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সংগৃহীত তথ্য ও দলিলাদি এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি বিএফআইইউ এর চাহিদা মোতাবেক যথাসময়ে সরবরাহ করা হয় কি না ?	এতদ্‌সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা করুন। যথাসময়ে ও সঠিকভাবে তথ্য সরবরাহ না করলে তা অসন্তোষজনক বিবেচিত হবে।		৩	
৯	নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও অন্যান্য	১	শাখা ব্যবস্থাপক BAMLCO না হলে তিনি AML/CFT প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন কি না ?	শাখায় আয়োজিত সভার আলোচ্যসূচী ও শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করুন।		১	
		২	ইতোপূর্বে শাখায় পরিচালিত নিরীক্ষা/পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত অনিয়ম/সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে পরিপালিত হয়েছে কি না ?	সর্বশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরীক্ষা করে দেখুন এবং প্রতিবেদনে বর্ণিত অনিয়মাদি সংশোধনে শাখা কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা যাচাই করে দেখুন। ✓ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সর্বশেষ নিরীক্ষা রিপোর্ট পর্যালোচনা করুন এবং পরিপালনের অবস্থা যাচাই করুন। ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে এর রিপোর্টটি (মানিলন্ডারিং অংশটি বিশেষভাবে) পর্যালোচনা করুন এবং পরিপালনের অবস্থা যাচাই করুন। ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষা (যদি হয়ে থাকে) এর রিপোর্টটি পর্যালোচনা করুন এবং পরিপালনের অবস্থা যাচাই করুন। ✓ বিএফআইইউ এর নিরীক্ষা (যদি হয়ে থাকে) এর রিপোর্টটি পর্যালোচনা করুন এবং পরিপালনের অবস্থা যাচাই করুন।		৪	
		৩	গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?	গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে শাখা কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহন করেছে তা যাচাই করুন। এ ব্যাপারে গ্রাহকদের লিফলেট বিতরণ এবং শাখার দৃশ্যমান স্থানে এ বিষয়ক পোস্টার আছে কি না যাচাই করুন।		৩	
					সর্বমোটঃ	১০০	

শাখার মূল্যায়নঃ

ক্র	পরিদর্শন ক্ষেত্র	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১	শাখা পরিপালন কর্মকর্তা মূল্যায়ন	৬	
২	গ্রাহক পরিচিতি (KYC)	২৬	
৩	লেনদেন পরীক্ষণ	২৩	
৪	সন্দেহজনক লেনদেন এবং নগদ লেনদেন রিপোর্টিং	২০	
৫	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন বরাবর বিবরণী দাখিল	৩	
৬	স্বনির্ধারণী পদ্ধতি (Self Assessment)	৫	
৭	এএমএল/সিএফটি বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও সচেতনতা	৪	
৮	রেকর্ড সংরক্ষণ	৫	
৯	নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও অন্যান্য	৮	
	সর্বমোটঃ	১০০	

স্কোর	রেটিং
৯০$^{+}$-১০০	শক্তিশালী
৭০$^{+}$-৯০	সন্তোষজনক
৫৫$^{+}$-৭০	মোটামুটি ভাল
৪০$^{+}$-৫৫	প্রান্তিক
৪০ ও এর নীচে	অসন্তোষজনক

RISK REGISTER

i. ML & TF Risk Register for Customers

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
A. Retail Banking Customer					
1	A new customer	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
2	Walk-in customer (beneficiary is government/ semi government/ autonomous body/ bank & NBFI)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
3	Walk-in customer (beneficiary is other than government/ semi government/ autonomous body/ bank & NBFI)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
4	Non-resident customer (Bangladeshi)	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
5	A new customer who wants to carry out a large transaction (i.e. transaction above CTR threshold or below the threshold)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
6	A customer making series of transactions to the same individual or entity	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
7	Customer involved in outsourcing business	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
8	Customer appears to do structuring to avoid reporting threshold	1	3	3	1. Response to the risk fairly 2. Proper effort and monitoring in addition to conducting CDD. 3. Scrutinize before reporting to CCC or BFIU.
9	Customer appears to have accounts with several banks in the same area	1	3	3	1. Response to the risk fairly 2. Proper effort and monitoring in addition to conducting CDD. 3. Scrutinize before reporting to CCC or BFIU.
10	Customer who shows curiosity about internal systems, controls and policies on internal and regulatory reporting	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
11	Customer is the subject of a Money Laundering or Financing of Terrorism investigation by the order of the court	2	3	6	1. Response to the risk fairly 2. Proper effort and monitoring in addition to conducting CDD. 3. Scrutinize before reporting to CCC or BFIU.

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
12	Negative news about the customers' activities/ business in media or from other reliable sources	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
13	Customer is secretive and reluctant to meet in person	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
14	Customer is a mandate who is operating account on behalf of another person/ company.	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
15	Large deposits in the account of customer with low income	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
16	Customers about whom BFIU seeks information (individual)	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
17	A customer whose identification is difficult to check	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
18	Significant and unexplained geographic distance between the bank and the location of the customer	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
19	Customer is a foreigner	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
20	Customer is a minor	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
21	Customer is Housewife	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
22	Customers that are politically exposed persons (PEPs) or influential persons (IPs) or chief/senior officials of international organizations and their family members and close associates	3	3	9	1. Approval from higher authority 2. Response to the risk seriously 3. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 4. Ensure reporting to CCC or BFIU

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
23	Customer opens account in the name of his/her family member who intends to credit large amount of deposits	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
24	Customers doing significant volume of transactions with higher-risk geographic locations.	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
25	A customer who brings in large amounts of used notes and/or small denominations	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
26	Customer dealing in high value or precious goods (e.g. jewel, gem and precious metals dealers, art and antique dealers and auction houses, estate agents and real estate brokers)	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
27	Customer is a money changer/ courier service agent / travel agent	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
28	Customer is involved in business defined as high risk in KYC profile by BFIU, but not mentioned above	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
29	Customer is involved in Manpower Export Business	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
30	Customer has been refused to provide banking facilities by another bank	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
31	Accounts opened before 30 April, 2002	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
32	Customers with complex accounting and huge transaction	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
33	Receipt of donor fund , fund from foreign source by micro finance institute (MFI)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
34	Customer which is a reporting organization under MLP Act 2012 appears not complying with the reporting requirements (MFI) as per reliable source	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
B. **Wholesale Banking Customer**					
1	Entity customer having operations in multiple locations	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
2	Customers about whom BFIU seeks information (large corporate)	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
3	Owner of the entity that are Influential Persons (IPs) and their family members and close associates	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
4	A new customer who wants to carry out a large transaction. (i.e. transaction amounting 10 million or above)	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
5	A customer or a group of customers making lots of transactions to the same individual or group (wholesale).	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
6	A customer whose identification is difficult to check.	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
7	Owner of the entity that are Politically Exposed Persons (PEPs) or chief / senior officials of International Organizations and their family members and close associates	3	3	9	1. Approval from higher authority 2. Response to the risk seriously 3. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 4. Ensure reporting to CCC or BFIU
8	Charities or NPOs (especially operating in less privileged areas).	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
C. **Credit Card Customer**					
1	Customer who changes static data frequently	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
2	Credit Card customer	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
3	Customer doing frequent transaction through card (Prepaid & Credit card) and making quick adjustments	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
4	Prepaid Card customer	1	1	1	1. Simplified CDD (Name, Address, Mob/Phone number, NID, etc.)
D. **International Trade Customer**					
1	A new customer (Outward remittance through SWIFT)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
2	A new customer (Import/ Export)	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
3	A new customer (Inward remittance-through SWIFT)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
4	A new customer who wants to carry out a large transaction (Import/ Export)	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
5	A new customer who wants to carry out a large transaction (Inward/ outward remittance)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
6	A customer wants to conduct business beyond its line of business (import/ export/ remittance)	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
D. International Trade Customer					
7	Owner/ director/ shareholder of the customer is influential person(s) or their family members or close associates	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
8	A new customer who wants to carry out a large transaction (Import/ Export)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
9	Correspondent Banks	3	3	9	1. Approval from higher authority 2. Response to the risk seriously 3. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 4. Ensure reporting to CCC or BFIU
10	Money services businesses (remittance houses, exchange houses)	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU

ii. **Risk Register for Products & Services (including All the Products & Services of SBL)**

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
A. Retail Banking Product					
1	Accounts for students where large amount of transactions are made (student file)	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
2	Gift Cheque	1	1	1	1. Simplified CDD (Name, Address, Mob/Phone number, NID, etc.)
3	Locker Service	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
4	Foreign currency endorsement in Passport	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
5	Large transaction in the account of under privileged people	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
6	FDR (less than 2 million)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
7	FDR (2 million and above)	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
8	Special scheme deposit accounts opened with big installment and small tenure	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
9	Multiple deposit scheme accounts opened by same customer in a branch	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
10	Multiple deposit scheme accounts opened by same customer from different location	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
11	Open DPS in the name of family member Or Installments paid from the account other than the customer's account	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
12	Stand alone DPS	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
13	Early encashment of FDR, special scheme etc.	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
14	Non face to face business relationship /transaction	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
15	Payment received from unrelated/un-associated third parties	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
B. Retail Privilege Facilities					
1	Pre- Approved Credit Card with BDT 3 lac limit	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
2	Enhanced ATM cash withdrawal Limit BDT 1 lac limit	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
C. SME Banking Product					
1	Want to open FDR where source of fund is not clear	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
2	Early encashment of FDR	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
3	Repayment of loan EMI from source that is not clear	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
4	Repayment of full loan amount before maturity	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
5	Loan amount utilized in sector other than the sector specified during availing the loan	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
6	In case of fixed asset financing, sale of asset purchased immediately after repayment of full loan amount	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
7	Source of fund used as security not clear at the time of availing loan	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
D. Wholesale Banking Product					
1	Development of new product & service of bank	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
2	Payment received from unrelated third parties	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
3	High Value FDR	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
4	Term loan, SOD (FO), SOD (G-work order), SOD (Garment), SOD (PO), Loan General, Lease finance, Packing Credit, BTB L/C	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
5	BG(bid bond), BG(PG), BG(APG)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
6	L/C subsequent term loan, DP L/C	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
7	C.C(H), SOD(G-Business), STL	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
8	OBU	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
9	Syndication Financing	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
E. Credit Card					
1	Supplementary Credit Card Issue	1	1	1	1. Simplified CDD (Name, Address, Mob/Phone number, NID, etc.)
2	Frequent use of Card Cheque	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
3	BEFTN cheque or pay order as mode of payment instead of account opening at bank (Merchant)	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
4	Credit card issuance against ERQ and RFCD accounts	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
F. International Trade					
1	Line of business mismatch (import/ export/remittance)	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
2	Under/ Over invoicing (import/ export/ remittance)	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
3	Retirement of import bills in cash (import/export/remittance)	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
4	Wire transfer	2	3	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
5	Relationship between the remitter and beneficiary and purpose of remittance mismatch (outward/ inward remittance)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.

iii. Risk Register for Business Practices/Delivery Methods or Channels

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
1	Online (multiple small transaction through different branch)	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
2	BEFTN	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
3	BACH	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
4	IDBP	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
5	Mobile Banking	3	2	6	1. Response to the risk seriously 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Ensure reporting to CCC or BFIU
6	Third party agent or broker	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
A. Credit Card					
1	New Merchant sign up	1	3	3	1. Response to the risk fairly 2. Proper effort and monitoring in addition to conducting CDD. 3. Scrutinize before reporting to CCC or BFIU.
2	High volume transaction through POS	1	2	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
B. Alternate Delivery Channel					
1	Large amount withdrawn from ATMs	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
2	Larger amount transaction from different location and different time(mid night) through ATM	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)
3	Large amount of cash deposit in CDM	2	1	2	1. CDD (KYC, Standard ID Check, Sanction Screening, TP, Transaction Monitoring, Reporting, etc.)

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
4	Huge fund transfer through internet	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
5	Transaction Profile updated through Internet Banking	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
6	Customer to business transaction-Online Payment Gateway - Internet Banking	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
C. **International Trade**					
1	Customer sending remittance through SWIFT under single customer credit transfer (fin-103)	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.
2	Existing customer/ other bank customer receiving remittance through SWIFT under single customer credit transfer (fin-103) .	2	2	4	1. Response to the risk aptly 2. Higher effort and monitoring in addition to conducting proper CDD and EDD. 3. Report to CCC or BFIU if needed.

iv. Risk Register for Country/Jurisdiction

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
1	Import and export from/to sanction country	1	3	3	1. Follow FER Act, 1947 2. Follow all circulars and instructions of BFIU and BB 3. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
2	Transshipments, container, flag vessel etc. under global sanction	1	3	3	1. Follow FER Act, 1947 2. Follow all circulars and instructions of BFIU and BB 3. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
3	Establishing correspondent relationship with sanction bank and/or country	1	3	3	1. Follow instructions of BFIU in this regard 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
4	Establishing correspondent relationship with poor AML&CFT practice country	2	2	4	1. Follow instructions of BFIU in this regard 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
5	Customer belongs to higher-risk geographic locations such as High Intensity Financial Crime Areas	1	3	3	1. Follow instructions of BFIU in this regard 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
6	Customer belongs to countries or geographic areas identified by credible sources as providing funding or support for terrorist activities, or that have designated terrorist organizations operating within their country.	1	3	3	1. Follow all circulars and instructions of BFIU 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
7	Customer belongs to High Risk ranking countries of the Basel AML index.	1	3	3	1. Follow all circulars and instructions of BFIU 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
8	Customer belongs to the countries identified by the bank as higher-risk because of its prior experiences or other factors.	2	2	4	1. Follow all circulars and instructions of BFIU 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
9	Any country identified by FATF or FSRBs-(FATF style Regional Body) as not having adequate AML&CFT systems	1	3	3	1. Follow all circulars and instructions of BFIU 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
10	Any bank that provide service to 'Shell Bank'	1	3	3	1. Follow all circulars and instructions of BFIU 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
11	Any bank that allow payable through account	2	2	4	1. Follow all circulars and instructions of BFIU 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
12	Any country identified as destination of illicit financial flow	1	3	3	1. Follow all circulars and instructions of BFIU 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
13	Branches in a Border Area	2	3	6	1. Follow all circulars and instructions of BFIU 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
14	Area identified as high risk in the NRA	2	3	6	1. Follow all circulars and instructions of BFIU 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.
15	Countries subject to UN embargo/sanctions	1	3	3	1. Follow all circulars and instructions of BFIU 2. Ensure Screening of UN, Local, OFAC and other Sanction Lists.

v. Register for Regulatory Risk

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
1	Not having AML/CFT guideline	1	3	3	Have two (one Bengali and one English) AML/CFT guidelines approved by the Board of Directors.
2	Not forming a Central Compliance Committee (CCC)	1	3	3	Formed a 11-member Central Compliance Committee (CCC) headed by CAMLCO.
3	Not having an AML&CFT Compliance Officer	1	3	3	One Deputy Managing Director is nominated as CAMLCO.
4	Not having Branch Anti Money Laundering Compliance Officer	1	3	3	Every Branch has a BAMLCO
5	Not having an AML&CFT program	1	3	3	An AML&CFT program is functioning.
6	No senior management commitment to comply with MLP and AT Act	1	3	3	Senior management is committed to comply with MLP and AT Act
7	Failure to follow the AMLD/BFIU circular, circular letter, instructions etc.	1	3	3	Ensure compliance of BFIU's circular, circular letter, instructions etc.
8	Unique account opening form not followed while opening account	1	3	3	Follow Unique Account Opening Form while opening account.
9	Non screening of new and existing customers against UNSCR Sanction and OFAC lists	1	3	3	Ensure screening of new and existing customers against UN, Local and OFAC Sanction lists.
10	Violation of Foreign Exchange Regulation Act, 1947 while dealing with NRB accounts.	1	2	2	Strictly follow Foreign Exchange Regulation Act, 1947 while dealing with NRB accounts.
11	Complete and accurate information of customer not obtained	1	2	2	Ensure obtaining complete and accurate information of customer.
12	Failure to verify the identity proof document and address of the customer	1	2	2	Ensure verification of the identity proof document and address of the customer
13	Beneficial owner identification and verification not done properly	2	1	2	Ensure proper identification and verification of beneficial owner.
14	Customer Due Diligence (CDD) not practiced properly	1	2	2	Practice Customer Due Diligence (CDD) properly.
15	Failure to perform Enhanced Due Diligence (EDD) for high risk customers (i.e., PEPs, family members and close associates of PEPS and influential person and senior official of international organization.)	1	3	3	Ensure performing Enhanced Due Diligence (EDD) for high risk customers such as PEPs, IPs, Senior Officials of MNCs etc.

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
16	Failure to complete KYC of customer including walk in customer	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
17	Failure to update TP and KYC of customer	2	2	4	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
18	Keep the legacy accounts operative without completing KYC	2	2	4	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
19	Failure to assess the ML & TF risk of a product or service before launching	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
20	Failure to complete the KYC of Correspondent Bank	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
21	Senior Management approval not obtained before entering into a Correspondent Banking relationship	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
22	Failure to comply with the instruction of BFIU by bank Foreign subsidiary	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
23	Failure to keep record properly	2	2	4	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
24	Failure to report complete and accurate CTR on time	2	2	4	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
25	Failure to review CTR	2	2	4	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
26	Failure to identify and monitor structuring	2	3	6	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
27	Failure to provide sufficient controls and monitoring systems for the timely detection and reporting of suspicious activity	2	3	6	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
28	Failure to conduct quarterly meeting properly	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.

Sl No.	Risk	Likelihood	Impact	Risk Score	Treatment/Action
29	Failure to report suspicious transactions (STR)	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
30	Failure to conduct self assessment properly	2	2	4	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
31	Failure to submit statement/ report to BFIU on time	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
32	Submit erroneous statement/ report to BFIU	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
33	Not complying with any order for freezing or suspension of transaction issued by BFIU or BB	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
34	Not submitting accurate information or statement sought by BFIU or BB.	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
35	Not submitting required report to senior management regularly	1	3	3	Ensure submitting required report to senior management regularly.
36	Failure to rectify the objections raised by BFIU or bank inspection teams on time	2	2	4	Rectify the objections raised by BFIU or bank inspection teams on time
37	Failure to obtain information during wire transfer	2	2	4	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
38	Failure to comply with the responsibilities of ordering, intermediary and beneficiary bank	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
39	Failure to scrutinize staff properly	1	3	3	Strictly follow BFIU Circular No. 26, dated 16/06/2020 and other instructions.
40	Failure to circulate BFIU guidelines and circulars to branches	1	3	3	Ensure circulating BFIU guidelines and circulars to all branches and subsidiaries.
41	Inadequate training/ workshop arranged on AML & CFT	1	3	3	Arrange adequate training/ workshop on AML & CFT.
42	No independent audit function to test the AML program	1	3	3	Ensure independent audit function in the bank to test the AML program.

KYC Documentation

Customer type	Standard Identification document	Document for verification of source of funds	Document or strategy for verification of address
Individuals	➢ Passport ➢ National Id Card ➢ Birth Registration Certificate (Printed copy, with seal & signature from the Registrar) ➢ Valid driving license (if any) ➢ Credit Card (if any) ➢ Any other documents that satisfy to the bank. NB: But in case of submitting the birth registration certificate, any other photo id (issued by a Government department or agency) of the person has to be supplied with it. If he does not have a photo id, then a certiticate of identity by any renowned people has to be submitted according to the bank's requirement. That certificate must include a photo which is duly attested by the signing renowned person. The person should sign the certificate (printing his/her name clearly underneath) and clearly indicate his/her position or capacity on it together with a contact address and phone number.	➢ Salary Certificate (for salaried person). ➢ Employed ID (For ascertaining level of employment). ➢ Self declaration acceptable to the bank. (commensurate with declared occupation) ➢ Documents in support of beneficial owner's income (income of house wife, students etc.) ➢ Trade License if the customer declared to be a business person ➢ TIN (if any) ➢ Documents of property sale. (if any) ➢ Other Bank statement (if any) ➢ Document of FDR encashment (if any) ➢ Document of foreign remittance (if any fund comes from outside the country) ➢ Document of retirement benefit. ➢ Bank loan.	➢ Acknowledgement receipt of thanks letter through postal department. ➢ Proof of delivery of thanks letter through courier. ➢ Third party verification report. ➢ Physical verification report of bank official ➢ Copy of utility bill/utility card on satisfaction of the dealing officer (not beyond 3 months old). The bill should be in the name of the applicant or his/her parent's name. ➢ Residential address appearing on an official document prepared by a Government Agency

Joint Accounts	➢ Passport ➢ National Id Card ➢ Birth Registration Certificate (Printed copy, with seal & signature from the Registrar) ➢ Valid driving license (if any) ➢ Credit Card (if any) ➢ Any other documents (photo) that satisfy to the bank.	➢ Salary Certificate (for salaried person). ➢ Employed ID (For ascertaining level of employment). ➢ Self declaration acceptable to the bank. (commensurate with declared occupation) ➢ Documents in support of beneficial owner's income (income of house wife, students etc.) ➢ Trade License if the customer declared to be a business person ➢ TIN (if any) ➢ Documents of property sale. (if any) ➢ Other Bank statement (if any) ➢ Document of FDR encashment (if any) ➢ Document of foreign remittance (if any fund comes from outside the country) ➢ Document of retirement benefit. ➢ Bank loan.	➢ Acknowledgement receipt of thanks letter through postal department. ➢ Proof of delivery of thanks letter through courier. ➢ Third party verification report. ➢ Physical verification report of bank official ➢ Copy of utility bill/utility card on satisfaction of the dealing officer (not beyond 3 months old). The bill should be in the name of the applicant or his/her parent's name. ➢ Residential address appearing on an official document prepared by a Government Agency
Sole Proprietorships or Individuals doing business	➢ Passport ➢ National Id Card ➢ Birth Registration Certificate (Printed copy, with seal & signature from the Registrar) ➢ Valid driving license (if any) ➢ Credit Card (if any) ➢ Rent receipt of the shop (if the shop is rental) ➢ Ownership documents of the shop (i.e purchase documents of the shop or inheritance documents) ➢ Membership certificate of any association. (Chamber of comers, market association,	➢ Trade License ➢ TIN ➢ Self declaration acceptable to the bank. (commensurate with nature and volume of business) ➢ Documents of property sale. (if injected any fund by selling personal property) ➢ Other Bank statement (if any)	➢ Acknowledgement receipt of thanks letter through postal department. ➢ Proof of delivery of thanks letter through courier. ➢ Third party verification report. ➢ Physical verification report of bank official ➢ Copy of utility bill/utility card on satisfaction of the dealing officer (not beyond 3 months old). The bill should be in the name of the applicant or his/her parent's name. ➢ Residential address appearing on an official document prepared by

	trade association i.e.; Hardware association, cloth merchant association, hawker's association etc. ➢ Any other documents that satisfy to the bank.	➢ Document of FDR encashment (if any fund injected by en-cashing personal FDR) ➢ Document of foreign remittance (if any fund comes from outside the country) ➢ Bank loan (if any) ➢ Personal borrowing (if any)	a Government Agency
Partnerships	➢ Partnership deed/ partnership letter ➢ Registered partnership deed (if registered) ➢ Resolution of the partners, specifying operational guidelines/ instruction of the partnership account. ➢ Passport of partners ➢ National Id Card of partners ➢ Birth Registration Certificate of partners (Printed copy, with seal & signature from the Registrar) ➢ Valid driving license of partners (if any) ➢ Credit Card of partners (if any) ➢ Rent receipt of the shop (if the shop is rental) ➢ Ownership documents of the shop (i.e. purchase documents of the shop or inheritance documents) ➢ Membership certificate of any association. (Chamber of comers, market association, trade association i.e.; Hardware association, cloth merchant association, hawker's association ect. ➢ Any other documents that satisfy to the bank.	➢ Trade License ➢ TIN ➢ Documents of property sale. (if injected any fund by selling personal property of a partner) ➢ Other Bank statement (if any) ➢ Document of FDR encashment (if any) partner injected capital by enchasing Personal FDR) ➢ Document of foreign remittance (in any fund comes from outside the country) ➢ Bank loan ➢ Personal Borrowing (if any)	➢ Acknowledgement receipt of thanks letter through postal department. ➢ Proof of delivery of thanks letter through courier. ➢ Third party verification report. ➢ Physical verification report of bank official ➢ Copy of utility bill/utility card on satisfaction of the dealing officer (not beyond 3 months old). The bill should be in the name of the applicant or his/her parent's name. ➢ Residential address appearing on an official document prepared by a Government Agency
Private Limited Companies	➢ Partnership deed/ partnership ➢ National Id Card of all the directors ➢ Certificate of incorporation ➢ Memorandum and Articles of Association ➢ List of directors	➢ A copy of last available financial statements duly authenticated by competent authority ➢ Other Bank	➢

	➢ Resolution of the board of directors to open an account and identification of those who have authority to operate the account. ➢ Power of attorney granted to its Managers, Officials or Employees to transact business on its behalf. ➢ Nature of the company's business ➢ Expected monthly turnover ➢ Identity of beneficial owners, holding 20% interest or more of having control over the company's assets and any person (or persons) on whose instructions the signatories of the account act where such persons may not be a full time employee, officer or director of the company.	statement ➢ Trade License ➢ TIN ➢ VAT registration ➢ Bank loan	
Public Limited Companies	➢ Passport of all the directors ➢ National Id Card of all the directors ➢ Certificate of incorporation ➢ Memorandum and Articles of Association ➢ Certificate of commencement of business ➢ List of directors in form -XII ➢ Resolution of the board of directors to open an account and identification of those who have authority to operate the account. ➢ Power of attorney granted to its Managers, Officials or Employees to transact business on its behalf. ➢ Nature of the company's business ➢ Expected monthly turnover ➢ Identity of beneficial owners, holding 20% interest or more of having control over the company's assets and any person (or persons) on whose instructions the signatories of the account act where such persons may not be a full time employee , officer or director ot the company.	➢ A copy of last available financial statements duly certified by a professional accountant ➢ Other Bank statement (if any) ➢ Trade License ➢ TIN ➢ Cash flow statement ➢ VAT registration ➢ Bank loan ➢ Any other genuine source	

Government-Owned entities	➢ Statue of formation of the entity ➢ Resolution of the board to open an account and identification of those who have authority to operate the account. ➢ Passport of the operator (s) ➢ National Id Card of the operator (s)	N/A	N/A
NGO	➢ National Id Card of the operator (s) ➢ Passport of the operator (s) ➢ Resolution of the board of directors to open an account and identification of those who have authority to operate the account. ➢ Documents of nature of the NGO ➢ Certificate of registration issued by competent authority ➢ Bye-laws (certified) ➢ List of Management Committee/ Directors	➢ A copy of last available financial statements duly certified by a professional accountant ➢ Other Bank statement ➢ TIN ➢ Certificate of Grand / Aid	
Charities or Religious Organisations	➢ National Id Card of the operator (s) ➢ Passport of the operator (s) ➢ Resolution of the Executive Committee to open an account and identification of those who have authority to operate the account. ➢ Documents of nature of the Organisations ➢ Certificate of registration issued by competent authority (if any) ➢ Bye-laws (certified) ➢ List of Management Committee/ Directors	➢ A copy of last available financial statements duly certified by a professional accountant ➢ Other Bank statement ➢ Certificate of Grant / Aid/ donation ➢ Any other legal source	
Clubs or Societies	➢ National Id Card of the operator (s) ➢ Passport of the operator (s) ➢ Resolution of the Executive Committee to open an account and identification of those who have authority to operate the account. ➢ Documents of nature of the Organisations	➢ A copy of last available financial statements duly certified by a professional (if registered) ➢ Other Bank statement ➢ Certificate of Grant / Aid	

	➢ Certificate of registration issued by competent authority (if any) ➢ Bye-laws (certified) ➢ List of Management Committee/ Directors	➢ Subscription ➢ If unregistered declaration of authorized person/ body.	
Trusts, Foundations or similar entities	➢ National Id Card of the trustee (s) ➢ Passport of the trustee (s) ➢ Resolution of the Managing body of the Foundation/Association to open an account and identification of those who have authority to operate the account. ➢ Certified true copy of the Trust Deed ➢ Bye-laws (certified) ➢ Power of attorney allowing transaction in the account.	➢ A copy of last available financial statements duly certified by a professional (if registered) ➢ Other Bank statement ➢ Donation	
Financial Institutions (NBFI)	➢ Passport of all the directors ➢ National Id Card of all the ➢ directors ➢ Certificate of incorporation ➢ Memorandum and Articles of Association ➢ Certificate of commencement of business ➢ List of directors in form -XII ➢ Resolution of the board of directors to open an account and identification of those who have authority to operate the account. ➢ Power of attorney granted to its Managers, Officials or Employees to transact business on its behalf. ➢ Nature of the company's business ➢ Expected monthly turnover ➢ Identity of beneficial owners, holding 20% interest or more of having control over the company's assets and any person (or persons) on whose instructions the signatories of the account act where such persons may not be a full time	➢ A copy of last available financial statements duly certified by a professional (if registered) ➢ Other Bank statement ➢ Trade License ➢ TIN ➢ VAT registration ➢ Cash flow statement	

	employee , officer or director of the company.		
Embassies	➢ Valid Passport with visa of the authorized official ➢ Clearance of the foreign ministry ➢ Other relevant documents in support of opening account	N/A	

Important - *This is an example of documents that may be taken by a bank in case of establishing business relationship with its clients. But it is a mere example only, the bank should urge correct and accurate information that could satisfy the bank itself.*

Red Flags pointing to Money Laundering

- ✓ The client cannot provide satisfactory evidence of identity.
- ✓ Situations where it is very difficult to verify customer information.
- ✓ Situations where the source of funds cannot be easily verified.
- ✓ Transactions in countries in which the parties are non-residents and their only purpose is a capital investment (they are not interested in living at the property they are buying).
- ✓ Frequent change of ownership of same property in unusually short time periods with no apparent business, ecomomic or other legitimate reason and between related persons.
- ✓ Client wants to re-sell Property shortly after purchase at a significantly different purchase price, without corresponding changes in market values in the same area.
- ✓ Client wishes to form or purchase a company whose corporate objective is irrelevant to the client's normal profession or activities, without a reasonable explanation.
- ✓ The client sets up shell companies with nominee shareholders and/or directors.
- ✓ Client repeatedly changes Attorneys within a short period of time without any reasonable explanation.
- ✓ Client purchases property in names of other persons or uses different names on offers to purchase, closing documents and deposit receipts.
- ✓ Client deposits a large amount of cash with you to make payments which are outside of the client's profile.
- ✓ Client negotiates a purchase but wants to record a lower value on documents, paying the difference "under the table", (inadequate consideration).
- ✓ Client's documents such as identification, statement of income or employment details are provided by an intermediary who has no apparent reason to be involved, (the intermediary may be the real client).
- ✓ Transaction involves legal entities and there is no relationship seen between the transaction and the business activity of the buying company, or the company has no business activity.
- ✓ Client requests the firm to act as his agent in obtaining high sum bankers' drafts, cashiers' cheques and other cash equivalent or near cash monetary instruments or in making wire transfers to and from other banks or financial institutions, (anonymity).
- ✓ Divergence from the type volume or frequency of transactions expected in the course of the business relationship.
- ✓ Client gives power of attorney to a non-relative to conduct large transactions (same as above).
- ✓ Use of letters of credit to move money between those countries, where such trade would not normally occur and / or is not consistent with the customer's usual business activity. A Letter of credit is generally resorted to so as to accord more legitimacy to the rransaction in order to conceal the real facts.
- ✓ The method of payment requested by the client appears inconsistent with the risk characteristics of the transaction. For example receipt of an advance payment for a shipment from a new seller in a high-risk jurisdiction.
- ✓ The transaction involves the use of repeatedly amended or frequently extended letters of credit without reasonable justification or that include changes in regard to the beneficiary or location of pay ment without any apparent reason.

- ✓ Inward remittances in maltiple accounts and payments made from multiple accounts for trade transaction of same business entity are indicators for TBML. In this regard the study of foreign exchange remittances may help detect the offence.
- ✓ The commodity is shipped to or from a jurisdiction designated as 'high risk' for ML activities or sensitive / non co-operative jurisdictions.
- ✓ The commodity is transshipped through one or more such high risk / sensitive jurisdictions for no apparent economic reason.
- ✓ Transaction involves shipment of goods inconsistent with normal geographic trade patterns of the jurisdiction i.e. trade in goods other than goods which are normally exported/ imported by a jurisdiction or which does not make any economic sense.
- ✓ Significant discrepancies appear between the value of the commodity reported on the invoice and the commodity's fair market value.
- ✓ Consignment size or type of commodity being shipped appears inconsistent with the scale or capacity of the exporter or importer's having regard to their regular business activities or the shipment does not make economic sense i.e. there is no reasonable explanation for the lient's financial investment into the shipment.
- ✓ Trade transaction reveals lin's between representatives of companies exchanging goods i.e. same owners or management.

Red Flags pointing to Finansing of Terrorism

Behavioural Indicators:

- ✓ The parties to the transaction (owner, beneficiary, etc.) are from countries known to support terrorist activities and organizations.
- ✓ Use of false corporations, including shell-companies.
- ✓ Inclusion of the individual or entity in the United Nations 1267 Sanctions list.
- ✓ Media reports that the account holder is linked to known terrorist organizations or is engaged in terrorist activities.
- ✓ Beneficial owner of the account not properly identified.
- ✓ Use of nominees, trusts, family members or third party accounts.
- ✓ Use of false identification.
- ✓ Abuse of non-profit organization.

Indicators linked to the financial transactions

- ✓ The use of funds by the non-profit organization is not consistent with the purpose for which it was established.
- ✓ The transaction is not economically justified considering the account holder's business or profession.
- ✓ A series of complicated transfers of funds from one person to another as a means to hide the source and intended use of the funds.
- ✓ Transactions which are inconsistent with the account's normal activity.
- ✓ Deposits were structured below the reporting requirements to avoid detection.
- ✓ Multiple cash deposits and withdrawals with suspicious references.
- ✓ Frequent domestic and international ATM activity.
- ✓ No business rationale or economic justification for the transaction.
- ✓ Unusual cash activity in foreign bank accounts.

- ✓ Multiple cash deposits in small amounts in an account followed by a large wire transfer to another country.
- ✓ Use of multiple, foreign bank accounts.

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

Sonali Bank Limited

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

প্রধান কার্যালয় : ৩৫-৪২, ৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ ফোন : ৮৮০-২-৯৫৫০২০১, ৯৫৬২৯৯৮
পিএবিএক্স: ৮৮০-২-৯৫৫০৪২৬-৩১, ৩৩-৩৪/এক্স: ৩১১২ SWIFT: BSONBDDH
ইমেইল : dgmmltfpd@sonalibank.com.bd ওয়েবসাইট : www.sonalibank.com.bd